বড় কারিকর

শ্রীরত্নেশ্বর ঘোষ



মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ হালদার
৫৭, ডায়মণ্ড হারবার রোড,
খিদিরপুর, কলিকাতা।

(শিব রাত্রি ১৩৫৫)

রবীন্দ্র প্রেস
২, আশু বাবু লেন, খিদিরপুর হইতে
শ্রীরামপদ রথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বড় কারিকরকে
দেশের কারিকরদের
হাতে অর্পণ করিলাম।

রতন

'শশী-নিকেতন'
খিদিরপুর।

ভূমিকা।

সমগ্র ভারতকে একটা বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে, দেশ সেবকেরা যেন দেশকে প্রভাবিত করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে। তবে এই উদ্দেশ্যের সফলতা লাভ করিতে হইলে অনেক কিছু করিবার আছে।

ইহা দেশের লোকের সর্ব্বক্ষণের চেষ্টা হওয়া উচিত যে কি উপায়ে ভারতে নিত্য নব কর্ম্মী গড়িয়া উঠে। শিক্ষা পদ্ধতির বর্ত্তমানে নানা দোষ থাকায়, এরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত একটা নূতন পদ্ধতি সর্ব্বাগ্রে দাঁড় করান দরকার। এই নূতন পদ্ধতি কি? কেইবা ইহা সৃষ্টি করিবে? ইহা লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে।

বহু নূতন নূতন দল, নূতন নূতন শক্তিপুঞ্জরূপে দেখা দিয়াছে। তাহাদের কর্ম্মীদের জন্য দরদ অতিরিক্ত বেশী। "কর্ম্মীদের ধনীরা পিষিয়া ফেলিতেছে" এইরূপ অনেক বাণী তাহাদের মুখে সর্ব্বদাই উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই সকল দলের পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্মীদের আমেরিকা, রুশীয়া, প্রভৃতি দেশের নীতিবাদ ঘোষণা কাণে অষ্টপ্রহর প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহাদের পয়সার দাস করিয়া ফেলিতেছে। এই সকল দলের প্রধান উদ্দেশ্য কর্ম্মী-দের হস্তগত করা। সে কালের বৈদেশিক শক্তিদেরই মত রাজদণ্ড ছিনাইয়া লইবার অধিকার স্পৃহায় তাহারা উদ্দীপিত। গ্রাম হইতে সমাগত কর্ম্মীরা, লোভে ও চাপে পড়িয়া, ছাগ শিশুর মতই ইহাদের আজ্ঞা বহন করে। ইহাদের জন্য ধনী সম্প্রদায় ত্রস্ত। তাহারা হাত গুটাইতে ব্যস্ত। রাজশক্তি কম্পান্বিত। ইহাদের জয় ও বিকাশ অধিক সংখ্যায় কর্ম্মীদের হাতে রাখায়, সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়া কর্ত্তৃত্ব করাটাই এই সকল দলের চরম লক্ষ্য।

ইহাদের দুষ্ট প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া হতবুদ্ধি, হতবীর্য্য, হতাচার হইয়া সহস্র সহস্র কর্ম্মী পল্লীসমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, নূতন নাগর সমাজ গঠন করিতেছে। তাহারা নাগর কর্ম্মী। বুদ্ধির সবটা বিকাশ হয় নাই। গোটা মানুষের লক্ষণ নাই। আছে সভ্যতার বুৎপন্ন। তাহাদের দেখিয়া মনে হয়, এক বাবু কর্ম্মীদলের সমাজ গঠিত হইতেছে। তাহারা গ্রামীন সমাজের, সংস্কার, রুচি, বৃত্তি, ধর্ম্ম সব রসাতলে দিয়া ভোগের জীবন লাভ করার জন্য ব্যাকুল। এই অভিনব সমাজের প্রত্যেকে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহাই মনে হয় সমাজ ও স্বধর্ম্ম বিচ্যুত হইবার দোষে নিজের নিজের চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা অদূর ভবিষ্যতে বিলীন হইবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ধনীরা চলিয়াছেন পাশ্চাত্যের অনুকূলে। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য ধনীদের পদানুসরণ করিয়া যে আলোটুকু পাইয়াছেন, তাহারই দীপ্তিতে উজ্জ্বলিত হইয়া, তাঁহারা পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে অবিকৃতভাবে বজায় রাখিতে চাহেন।

ধনীদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক হইলেও কর্ম্মীদের পক্ষে ইহা মারাত্মক স্পর্দ্ধার কথা। কারণ, ইংরেজদের আমলে পাশ্চাত্য পদ্ধতি কর্ম্মীদের যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ হইয়াছিল তাহাতে তাহারা দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় হইয়াছিল। ধনাগমের যন্ত্রবিশেষ হইয়া ব্যবহৃত হইত। তাহাদের প্রাণ, সমাজ ও সভ্যতাকে বিনষ্ট করিতেছিল। তাহারা কুড়ি টাকা বেতনের গোলাম হইয়া নগন্য প্রাণীতে পরিণত হইত; ইহা কর্ম্মীরা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

অতএব ভারতের ধনীর অন্য পথ চাই। আমাদের বিবেচনায় তাহাকে একদিন কর্ম্মী সমস্যা মূল প্রশ্ন হিসাবে গ্রহণ করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য পদ্ধতি সর্ব্বাগ্রে বিসর্জ্জন না দিলে চলিবে না। এমন একটী পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে, যে ধনী কর্ম্মীকে মূলতঃ সমান জ্ঞান করে,

এবং সততাই উভয়ের জীবনের নিয়ামক হয়। কর্ম্মীর ঐতিহ্য ও সংজ্ঞা কি উপায়ে নিরাপদ থাকে ইহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। ইহা ধনীকে বুঝিতে হইবে যে সহস্র সহস্র কর্ম্মী বিপথগামী হইলেও, কোটী কোটী ভারতীয় কর্ম্মী আছে যাহারা ধনীর পদ্ধতির প্রতিকূলগামী। ধনী ও কর্ম্মী উভয়ের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। এই অনিশ্চয়হতাই কর্ম্মীদের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে।

ধনীকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে কর্ম্মীদের মধ্যে বহু মহিমান্বিত ব্যক্তি তাঁহাদের উন্নত মস্তক আজিও পর্ণকুটীরে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। পয়সাদি ও ভোজ্যাদি দিয়া তাহাদের তৃপ্তিসাধন করাইতে কেহই পারিবে না।

তাহারা ভারতীয় কর্ম্মী। বিরাট সেবা-আদর্শের ছায়া মাত্র। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তারা চায় না। বরং চায় অধীনতা। ...লোকের অনিত্য সুখ তাহাদের উপেক্ষনীয়। ভারতবর্ষের মাটীতে একদিন স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া যে সেবার মন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহারা তাহা বিশ্বাস করে। তাই গীতার বাণী আজিও তাহাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাহারা জীবের সেবা করিয়া কর্ম্মযোগী হইতে চায়। তাহারা প্রভুকে খুঁজে। প্রভুর চরণে আত্মসমর্পন করিয়া নিজের নিজের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিতে চাহে। তাহারা মোক্ষ চাহে।

কিন্তু হায়! প্রাশ্চাত্য অনুকরণ ধনীর চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার আমূল পরিবর্ত্তন যে প্রয়োজন ইহা তাঁহারা বুঝেন না। চিত্ত ও মনকে সুসংযত করিবার উপকরণ জাতি গঠনের প্রসঙ্গে মহাত্মাজী আমাদের সম্মুখে বিপুলভাবে ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। ধনী যদি আপন শিক্ষাকে ও সংস্কারকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিতে পারেন, তিনি তাঁহার সেবার অধিকার, যেটা তিনি প্রাশ্চাত্য পদ্ধতির অনিবার্য্য ফল হেতু হারাইয়াছেন, সেটা ফিরাইয়া পাইতে পারেন, এরূপ পন্থা না অনুসরণ করিলে, সম্মুখে

যে ফেনিল বজ্রঘোষী মত তরঙ্গ উঠিয়াছে, উহা বিপ্লব আনিবে। যাহার ফলে ধনীকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে, ইহাই আশঙ্কা হয়।

আমাদের বিশ্বাস ধনীর হৃদয়ে পরিবর্ত্তন লাগিয়াছে। এই সংবাদটী একবার যদি কর্ম্মীর অন্তরে পৌঁছায়, ধনীর চরণে কর্ম্মী স্মিতহাস্যে তাহার সেবার অর্ঘ্য দান করিতে সমর্থ হইবে।

ইহা সত্য যে পৃথিবীর দরবারে ঠাঁই পাইবার আশা আমাদের দেশের কর্ম্মীরা রাখে। কর্ম্মীরা এক রাত্রের মধ্যে উন্নতির সোপানের সকল ধাপগুলি অতিক্রম করিতে পারিবে না তাহাও তাহারা জানে। তাহাদের ধীরে, সুস্থে, স্থিরগতিতে অগ্রসর হইতে হইবে। হতাশ হইলে চলিবে না,। পৃথিবীর সকল কর্ম্মীদের মধ্যে যখন একটা সাড়া পড়িয়াছে, আমাদের দেশের কর্ম্মীরা হতাশ হইবে কেন!

মহাত্মাজী বলিয়াছেন কৃষ্টি ও শালীনতা একদিন গ্রাম হইতে আসিবে। ক্ষুৎকাম তাড়িত জরাজীর্ণ কর্ম্মী সমাজ আজিও সত্য, সততা সরলতা, বিশুদ্ধতা, সন্তোষ, নিবৃত্তি প্রসূত। ভগবানে ভক্তি, কর্ম্মে প্রযত্ন, সেবায় নিষ্ঠা তাহাদের উপলব্ধ। অতএব রাষ্ট্রদেহের শুভাশুভ, গ্রামের উপরই নির্ভর করিতেছে। দেশের সকল উন্নতির খোরাক একদিন গ্রামই যোগাইবে। তাহাদের পর্ণকুটীর আজও পরিশ্রম বহুল কর্ম্মীর অসাধ্য শ্রম সাধনার সাধনক্ষেত্র কত শত কলার রত্নভূমি! কত দার্শনিক চিন্তার ক্রিয়াকাণ্ড!

উল্লিখিত আলোচনা বিশদভাবে করিবার জন্য এই পুস্তকের অবতারণা। যদিও গ্রন্থকার সাহিত্যিক নহেন, তাঁহার পেশা অন্য, আশা করা যায় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার এই নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করাটা ধনী ও কর্ম্মী মহলে কাজেরই হইবে। ইতি— ফাল্গুন ১৩৫৫ সন।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ হালদার (শ্রমিক)
প্রকাশক।

ই-ঘর
ষ্টীল ফার্নিচার লিঃ।
ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা।

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

জনার্দ্দন—	বড় কারিকর।
ত্রৈলোক্য—	ঐ জ্যেষ্ঠ।
মাধব, অবিনাশ, করুণা, গদা সাহেব, মোবারক আলি গোকুর, রুস্তম ইত্যাদি। —	অন্যান্য কারিকর ও মজদুরগণ
ভূপীন—	গদা সাহেবের পুত্র।
দীনু—	চৌকিদার।
কালীনাথ—	কঞ্চিহাটীর জমিদার।
মহেন্দ্র ও দেবেন্দ্র—	ঐ পুত্রদ্বয়
অনন্ত—	ঐ ভৃত্য।
ঘোষাল বাবু—	কেরাণী।
রায় বাহাদুর দামোদর বাসু—	ব্যারিষ্টার।
হাফিজ মিঞা—	ধনী।

গ্রামবাসীগণ, দ্বারবানগণ, পুলিশগণ, উকীল, কোর্টের মুহুরী ইত্যাদি।

স্ত্রী

ছোট মা—	জনার্দ্দনের স্ত্রী।
রেবতী—	ঐ কন্যা।
রোহিণী—	ত্রৈলোক্যের কন্যা।
সৌদামিনী—	কালীনাথের স্ত্রী।
সুধা—	ঐ কন্যা।
রমলা—	রায় বাহাদুরের কন্যা।
কল্পনা, অরুণা, আরতি ও পপি—	সুধার বন্ধুগণ।
গোপালের মা ও বামুণ দিদি—	প্রতিবেশিনীগণ।

কৃষক পত্নী, ভাঙ্গী ললনাগণ ইত্যাদি

উৎসর্গ

বড় কারিকরকে

দেশের কারিকরদের

হাতে অর্পণ করিলাম।

রতন

'শশী-নিকেতন'

খিদিরপুর।

ভূমিকা।

সমগ্র ভারতকে একটা বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে, দেশ সেবকেরা যেন দেশকে প্রভাবিত করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে। তবে এই উদ্দেশ্যের সফলতা লাভ করিতে হইলে অনেক কিছু করিবার আছে।

ইহা দেশের লোকের সর্ব্বক্ষণের চেষ্টা হওয়া উচিত যে কি উপায়ে ভারতে নিত্য নব কর্ম্মী গড়িয়া উঠে। শিক্ষা পদ্ধতির বর্ত্তমানে নানা দোষ থাকায়, এরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত একটা নূতন পদ্ধতি সর্ব্বাগ্রে দাঁড় করান দরকার। এই নূতন পদ্ধতি কি? কেইবা ইহা সৃষ্টি করিবে? ইহা লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে।

বহু নূতন নূতন দল, নূতন নূতন শক্তিপুঞ্জরূপে দেখা দিয়াছে। তাহাদের কর্ম্মীদের জন্য দরদ অতিরিক্ত বেশী। "কর্ম্মীদের ধনীরা পিষিয়া ফেলিতেছে" এইরূপ অনেক বাণী তাহাদের মুখে সর্ব্বদাই উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই সকল দলের পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্মীদের আমেরিকা, রুশীয়া, প্রভৃতি দেশের নীতিবাদ ঘোষণা কাণে অষ্টপ্রহর প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহাদের পয়সার দাস করিয়া ফেলিতেছে। এই সকল দলের প্রধান উদ্দেশ্য কর্ম্মীদের হস্তগত করা। সে কালের বৈদেশিক শক্তিদেরই মত রাজদণ্ড ছিনাইয়া লইবার অধিকার স্পৃহায় তাহারা উদ্দীপিত। গ্রাম হইতে সমাগত কর্ম্মীরা, লোভে ও চাপে পড়িয়া, ছাগ শিশুর মতই ইহাদের আজ্ঞা বহন করে। ইহাদের জন্য ধনী সম্প্রদায় ত্রস্ত। তাহারা হাত গুটাইতে ব্যস্ত। রাজশক্তি কম্পান্বিত। ইহাদের জয় ও বিকাশ অধিক সংখ্যায় কর্ম্মীদের হাতে রাখায়, সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়া কর্ত্তৃত্ব করাটাই এই সকল দলের চরম লক্ষ্য।

ইহাদের দুষ্ট প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া হতবুদ্ধি, হতবীর্য্য, হতাচার হইয়া সহস্র সহস্র কর্ম্মী পল্লীসমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, নূতন নাগর সমাজ গঠন করিতেছে। তাহারা নাগর কর্ম্মী। বুদ্ধির সবটা বিকাশ হয় নাই। গোটা মানুষের লক্ষণ নাই। আছে সভ্যতার বুৎপন্ন। তাহাদের দেখিয়া মনে হয়, এক বাবু কর্ম্মীদলের সমাজ গঠিত হইতেছে। তাহারা গ্রামীন সমাজের, সংস্কার, রুচি, বৃত্তি, ধর্ম্ম সব রসাতলে দিয়া ভোগের জীবন লাভ করার জন্য ব্যাকুল। এই অভিনব সমাজের প্রত্যেকে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহাই মনে হয় সমাজ ও স্বধর্ম্ম বিচ্যুত হইবার দোষে নিজের নিজের চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা অদূর ভবিষ্যতে বিলীন হইবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ধনীরা চলিয়াছেন পাশ্চাত্যের অনুকূলে। অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য ধনীদের পদানুসরণ করিয়া যে আলোটুকু পাইয়াছেন, তাহারই দীপ্তিতে উজ্জ্বলিত হইয়া, তাঁহারা পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে অবিকৃতভাবে বজায় রাখিতে চাহেন।

ধনীদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক হইলেও কর্ম্মীদের পক্ষে ইহা মারাত্মক স্পর্দ্ধার কথা। কারণ, ইংরেজদের আমলে পাশ্চাত্য পদ্ধতি কর্ম্মীদের যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ হইয়াছিল তাহাতে তাহারা দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় হইয়াছিল। ধনাগমের যন্ত্রবিশেষ হইয়া ব্যবহৃত হইত। তাহাদের প্রাণ, সমাজ ও সভ্যতাকে বিনষ্ট করিতেছিল। তাহারা কুড়ি টাকা বেতনের গোলাম হইয়া নগন্য প্রাণীতে পরিণত হইত; ইহা কর্ম্মীরা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

অতএব ভারতের ধনীর অন্য পথ চাই। আমাদের বিবেচনায় তাহাকে একদিন কর্ম্মী সমস্যা মূল প্রশ্ন হিসাবে গ্রহণ করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য পদ্ধতি সর্ব্বাগ্রে বিসর্জ্জন না দিলে চলিবে না। এমন একটী পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে, যে ধনী কর্ম্মীকে মূলতঃ সমান জ্ঞান করে,

এবং সততাই উভয়ের জীবনের নিয়ামক হয়। কর্ম্মীর ঐতিহ্য ও সংজ্ঞা কি উপায়ে নিরাপদ থাকে ইহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। ইহা ধনীকে বুঝিতে হইবে যে সহস্র সহস্র কর্ম্মী বিপথগামী হইলেও, কোটী কোটী ভারতীয় কর্ম্মী আছে যাহারা ধনীর পদ্ধতির প্রতিকূলগামী। ধনী ও কর্ম্মী উভয়ের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। এই অনিশ্চয়হতাই কর্ম্মীদের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে।

ধনীকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে কর্ম্মীদের মধ্যে বহু মহিমান্বিত ব্যক্তি তাহাদের উন্নত মস্তক আজিও পর্ণকুটীরে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। পয়সাদি ও ভোজ্যাদি দিয়া তাহাদের তৃপ্তিসাধন করাইতে কেহই পারিবে না।

তাহারা ভারতীয় কর্ম্মী। বিরাট সেবা-আদর্শের ছায়া মাত্র। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তারা চায় না। বরং চায় অধীনতা। ...লোকের অনিত্য সুখ তাহাদের উপেক্ষনীয়। ভারতবর্ষের মাটীতে একদিন স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া যে সেবার মন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহারা তাহা বিশ্বাস করে। তাই গীতার বাণী আজিও তাহাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাহারা জীবের সেবা করিয়া কর্ম্মযোগী হইতে চায়। তাহারা প্রভুকে খুঁজে। প্রভুর চরণে আত্মসমর্পন করিয়া নিজের নিজের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিতে চাহে। তাহারা মোক্ষ চাহে।

কিন্তু হায়! প্রাশ্চাত্য অনুকরণ ধনীর চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার আমূল পরিবর্ত্তন যে প্রয়োজন ইহা তাঁহারা বুঝেন না। চিত্ত ও মনকে সুসংযত করিবার উপকরণ জাতি গঠনের প্রসঙ্গে মহাত্মাজী আমাদের সম্মুখে বিপুলভাবে ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। ধনী যদি আপন শিক্ষাকে ও সংস্কারকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিতে পারেন, তিনি তাঁহার সেবার অধিকার, যেটা তিনি প্রাশ্চাত্য পদ্ধতির অনিবার্য্য ফল হেতু হারাইয়াছেন, সেটা ফিরাইয়া পাইতে পারেন, এরূপ পন্থা না অনুসরণ করিলে, সম্মুখে

যে ফেনিল বজ্রঘোষী মত তরঙ্গ উঠিয়াছে, উহা বিপ্লব আনিবে। যাহার ফলে ধনীকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে, ইহাই আশঙ্কা হয়।

আমাদের বিশ্বাস ধনীর হৃদয়ে পরিবর্ত্তন লাগিয়াছে। এই সংবাদটী একবার যদি কর্ম্মীর অন্তরে পৌছায়, ধনীর চরণে কর্ম্মী স্মিতহাস্যে তাহার সেবার অর্ঘ্য দান করিতে সমর্থ হইবে।

ইহা সত্য যে পৃথিবীর দরবারে ঠাঁই পাইবার আশা আমাদের দেশের কর্ম্মীরা রাখে। কর্ম্মীরা এক রাত্রের মধ্যে উন্নতির সোপানের সকল ধাপ-গুলি অতিক্রম করিতে পারিবে না তাহাও তাহারা জানে। তাহাদের ধীরে, সুস্থে, স্থিরগতিতে অগ্রসর হইতে হইবে। হতাশ হইলে চলিবে না,। পৃথিবীর সকল কর্ম্মীদের মধ্যে যখন একটা সাড়া পড়িয়াছে, আমাদের দেশের কর্ম্মীরা হতাশ হইবে কেন !

মহাত্মাজী বলিয়াছেন কৃষ্টি ও শালীনতা একদিন গ্রাম হইতে আসিবে। ক্ষুৎকাম তাড়িত জরাজীর্ণ কর্ম্মী সমাজ আজিও সত্য, সততা সরলতা, বিশুদ্ধতা, সন্তোষ, নিবৃত্তি প্রসূত। ভগবানে ভক্তি, কর্ম্মে প্রযত্ন, সেবায় নিষ্ঠা তাহাদের উপলব্ধ। অতএব রাষ্ট্রদেহের শুভাশুভ, গ্রামের উপরই নির্ভর করিতেছে। দেশের সকল উন্নতির খোরাক একদিন গ্রামই াগাইবে। তাহাদের পর্ণকুটীর আজও পরিশ্রম বহুল কর্ম্মীর অসাধ্য শ্রম াধনার সাধনক্ষেত্র কত শত কলার রত্নভূমি! কত দার্শনিক চিন্তার ক্রিয়াকাণ্ড!

উল্লিখিত আলোচনা বিশদভাবে করিবার জন্য এই পুস্তকের অব-রণা। যদিও গ্রন্থকার সাহিত্যিক নহেন, তাঁহার পেশা অন্য, আশা করা ায় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার এই নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করাটা ধনী ও কর্ম্মী মহলে কাজেরই হইবে। ইতি— ফাল্গুন ১৩৫৫ সন।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ হালদার (শ্রমিক)
প্রকাশক।

াই-ঘর
ষ্টীল ফার্নিচার লিঃ।
ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা।

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

জনার্দ্দন—	বড় কারিকর।
ত্রৈলোক্য—	ঐ জ্যেষ্ঠ।
মাধব, অবিনাশ, করুণা, গদা সাহেব, মোবারক আলি গোকুর, রুস্তম ইত্যাদি। —	অন্যান্য কারিকর ও মজদুরগণ
ভূপীন—	গদা সাহেবের পুত্র।
দীনু—	চৌকিদার।
কালীনাথ—	কঞ্চিহাটীর জমিদার।
মহেন্দ্র ও দেবেন্দ্র—	ঐ পুত্রদ্বয়
অনন্ত—	ঐ ভৃত্য।
ঘোষাল বাবু—	কেরাণী।
রায় বাহাদুর দামোদর বাসু—	ব্যারিষ্টার।
হাফিজ মিঞ্যা—	ধনী।

গ্রামবাসীগণ, দ্বারবানগণ, পুলিশগণ, উকীল, কোর্টের মুহুরী ইত্যাদি।

স্ত্রী

ছোট মা—	জনার্দ্দনের স্ত্রী।
রেবতী—	ঐ কন্যা।
রোহিণী—	ত্রৈলোক্যের কন্যা।
সৌদামিনী—	কালীনাথের স্ত্রী।
সুধা—	ঐ কন্যা।
রমলা—	রায় বাহাদুরের কন্যা।
কল্পনা, অরুণা, আরতি ও পপি—	সুধার বন্ধুগণ।
গোপালের মা ও বামুণ দিদি—	প্রতিবেশিনীগণ।

কৃষক পত্নী, ভাঙ্গী ললনাগণ ইত্যাদি

বড় কারিকর

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কালীনাথের অট্টালিকা। জমিদারী সেরেস্তা

কাল—প্রভাত।

[কালীনাথ ও পাওনাদারগণ]

কাঃ। তোমরা গোল করছ কেন, আমি কি দেবনা বলেছি ?

১ম পাঃ বলাবলির ধার ধারিনা মশাই।

২য় ,, আগে বলুন, আপনার আজ দেবার কথা ছিল কিনা ?

৩য় ,, দেবার কথা আজ, কড়ার করেছেন আপনি।

৪র্থ ,, হেঁটে হেঁটে পায়ের স্তো ছিঁড়ে গেল।

পাঃ গণ। বলুন কত উস্থল দেবেন, কত লিখব ? টাকাটা কত লিখব ? আমায় কত দিচ্ছেন ?

কাঃ। টাকাটা এখনো হাতে পাইনি যে।

১ম পাঃ দেখুন—

২য় ,, শুনুন—

৩য় ,, ধাপ্পাবাজি, কপটতার ব্যাপার নয়।

৪র্থ ,, অন্য কোন কথা চলবে না। টাকা কত ফেলব তাই বলুন।

কাঃ থাকলেত দেব ? নেই বলছি।

৫ম পাঃ ভিক্ষে মাগতে এসেছি আপনার দরজায় ?

৬ষ্ঠ ,, নেই বল্লে শুনছে কে ?

৭ম ,, ভদ্দর লোক আপনি ? আপনি ভদ্দর লোক ?

কাঃ আহা অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? ইট টিপলে কি রক্ত বার হয় ?

১ম পাঃ ইস্পাতে ইট গুঁড়ো হয়ে যায়।

২য় ,, মুখে রক্ত তোলা টাকা।

৩য় ,, নিয়ে আসুন টাকা।

পাঃ গণ টাকা চাই। অনর্থক বেইজ্জত কেন হবেন ?

কাঃ তোমরা বাপু বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছ !

৪র্থ পাঃ কিসের বাড়াবাড়ি ? কিসের ? কিসের ?

৫ম ,, বিশ্বাসের ওপর মাল ছেড়ে দিয়েছি, খুব বাড়াবাড়ি করেছি, না ?

৬ষ্ঠ ,, কিসের বাড়াবাড়িটা শুনি ? যখন ঘরে টাকা ছিলনা, মালের দাম দিতে পারবেন না, জেনে শুনে মাল আনতে অর্ডার দিয়েছিলেন কেন ? আপনার মতন কপট, প্রতারক, শঠ, জুয়াচোর কে কোথায় দেখেছে ?

৭ম ,, টাকা দেবার বেলায় নেই। বাজার মেরে জমিদার হয়েছেন— জমিদার !

কাঃ ঐ সব বল্লেই কি মনে করেছেন টাকা পাবেন ?

১ম পাঃ বলবার মতন কাজ করেছেন !

২য় ,, বলব না ?

৩য় ,, আলবাৎ বলব !

৪র্থ ,, একশোবার বলব !

৫ম ,, হাজারবার বলব !

৬ষ্ঠ ,, নিয়ে আসুন টাকা !

৭ম ,, টাকা— টাকা— মশাই, টাকা ; ধাপ্পাবাজি না— টাকা !

পাঃ গণ করকরে কোরা টাকা। নগদ টাকা, বের করুন— কোথায় ঘরে বাজার মেরে টাকা রেখেছেন। এতগুলো লোকের পেট চলে কি করে, তার বেলা টাকা বেরোয় কোথা থেকে? কেবল পাওনাদারের বেলা 'নেই' 'নেই'। লিয়ে আসুন টাকা, লিয়ে আসুন, বের করুন টাকা, টাকা চাই— টাকা, টাকা, টাকা।

কাঃ শকুনীর দল ছিঁড়ে খাচ্ছে! যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও। আমায় বলনা কিছু! কি নেবে, নিয়ে যাও, নিয়ে দূর হও তোমরা!

[বাহিরে জোরে ঢোল বাজিয়া উঠিল]

১ম পাঃ এই— কি এ?

২য় ,, শুনতে পাচ্ছ?

৩য় ,, ও কিছু না।

৪র্থ ,, এনার কারসাজি।

৫ম ,, ঢোল পিটিয়ে বিনা টাকায় ভাগাবে।

৬ষ্ঠ ,, সে হচ্ছে না বাবু।

৭ম ,, আরে লিলেমে চড়াবে, আবার বেনামিতে কিনে নেবে।

কাঃ হা কপাল! হাফিজ সাহেব কোর্ট থেকে দলবল নিয়ে এসেছে

১ম পাঃ আধাআধিতে রফা করছি বাবু, আসুন।

২য় ,, যা দেবেন দিন, নিয়ে চলে যাই।

৩য় ,, একেবারে মেরে ফেলবেন না বাবু।

৪র্থ ,, বড় গরীব আমি।

৫ম ,, দোহাই ধর্ম্মাবতার।

৬ষ্ঠ ,, গেল, সব গেল রে।

৭ম ,, আমায় বাঁচান।

কাঃ দাঁড়াও, আগে হাফিজ সাহেবকে সামলাই।

[পাওনাদারগণ প্রস্থান করিল]

এই রকম করে কতদিক আর সামলাব। যা হয় একটা কিছু হ'য়ে যাক। সর্ব্বনাশের পায়ের তলায় ত অনেক দিনই পৌঁছেছি, কথাটা লুকান ছিল, তাতেই এত গেল। যাক ভাল হ'য়েছে। আমার লুকান কথাটা হাফিজ সাহেব আজ ঢোল পিটিয়ে ফাঁস করে দিয়েছে। হাফিজ সাহেব বন্ধুর কাজ করেছে—। ঐ আসছেন আবার একদল পাওনাদার। হন্তদন্ত হ'য়ে আসছেন সব।

[সৌদামিনী, সুধা, দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র ও অনন্ত প্রবেশ করিল]

সৌঃ। হ্যাঁগা, ও কিসের বাজনা গা ?

সুঃ। হ্যাঁ বাবা, ওরা কেন আমাদের দরজায় বাজাচ্ছে বাবা ?

দেঃ। ওদের কি right আছে বাজাবার?

মঃ। কোর্টের লোক রয়েছে না সঙ্গে ?

সৌঃ ও, যা ভেবেছি তাই। নিলেমের বাজনা, দেখলে ? বাড়িখানা যাবে। শ্বশুরের এতদিনের ভিটে আর থাকবে না। যাবে, যাবে। কেউ রক্ষে করতে পারবে না' গো। আমাদের সব যাবে, সব যাবে। আমাদের বাড়ি থেকে নড়া ধরে বের করে দেবে গো, ওরা বের করে দেবে।

কাঃ। মনু, ভেতরে নিয়ে যাও।

সৌঃ। আর ভেতরে কোথায় যাব ? গাছ তলায় স্থান করে দিয়ে ভেতরে যেতে বলছ? তোমায় কতবার বারণ করেছি, আমার কথা একটি বার শুনলে না। তখন "কারবার আমার তপস্যা" বলতে। ভগীরথ তপস্যা করে গঙ্গা এনেছিলেন, তুমি এ কি আনলে বলত ? শেষে ঢোলের বাড়ি আনলে !

কাঃ। কপালের লিখন কে খণ্ডাতে পারে বল ?

সৌঃ। আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে গো।

কাঃ। এখন ওসব করো না। চারিদিকে লোক— এখন ভেতরে গিয়ে চুপ করে বসগে। মনু, এদের নিয়ে ভেতরে যাও বাবা।

দেঃ। বাবা, এর remedy কি কিছু নেই ?

কাঃ। Remedyর question এখন হ'চ্ছে না। ওরা যা করে, করুক, পরে একটা উপায় কিছু বার করতে হবে।

দেঃ। I see, I see.

অঃ। বাবু—

কাঃ। বুজেছি, তোমার পাওনা গণ্ডার কথা বলছ, অনন্ত! আমিত এখনি পালাচ্ছি না বাপু!

অঃ। আমার পাওনাটা আর কি বাবু ? কর্ত্তামশায়ের আমলের লোক আমি। এতবড় সংসারটা ডুবে যাচ্ছে, তাই বলছি।

কাঃ। অনন্ত, কপালের লেখা! তুমি আমি কি করতে পারি বল।

অঃ। আমি পারি বাবু।

কাঃ। "পারি"! কি পার ?

অঃ। একজন লোক আছে যে পাওনাদারকে উল্টে দেনদার করে দিতে পারে। এমন লোকও এখানে আছে। বলোত বাবু আমি তাকে এনে দি তোমার সামনে। দেখবে একবার তার ঠ্যালাটা। এই পুরাণ জ্বর— দেখতে দেখতে অমনি নেই! এই বড় পিলে,— ফুলে ঢোল, পিলে ফেটে যায় যায় অবস্থা, ব্যাস শুকিয়ে পেট্‌টা এতটুকু হয়ে গেল। মকর্দ্দমার কি বলব বাবু! পাওনাদার ভয়ে পালাচ্ছে। এমন একজনও আছে।

সৌঃ। কোথায় অনন্ত ? এ কে করছে ? কোথায় সে ?

অঃ। একজন সাধু।

সৌঃ। কোথায় তিনি থাকেন, তুমি জান ?

স্নুঃ অনন্ত, সত্যি ?

অঃ দিদিমণি, গাঁয়ের পেরত্যেক লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর, যদি বিশ্বেস না হয়।

স্নুঃ সে কোথায় অনন্ত ?

অঃ ঐ বুড়ো বটতলায়।

স্নুঃ ডাকলে আসবেন তিনি ?

অঃ "জমিদার বাবু কয়" বল্লি বোধহয় এসতে পারে।

সৌঃ তুমি তবে একবার যাবে কি ? অনন্ত, যাও তুমি। তোমার সঙ্গে এই মনু যাক। মনু, তুইও যা বাবা। হাতে পায়ে ধরে, যেমন করে পারিস আনবি। যদি হত্যে দিলে হয়, আমায় বলিস, আমি যাব, হত্যে দেব। আমি ততক্ষন পূজোর উঠানে জল নিয়ে থাকিগে, এলে পা ধোওয়াব। স্নুধা, তুই আয় মা, ঠাকুর দালানে আসনটা পেতে দিবি। ওগো, তুমি আর অমন করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেক না। এস, আমি যা বলি শোন। এস আমাদের সঙ্গে।

কাঃ চল না, যাচ্ছি আমরা। তুমি চল।

সৌঃ না। আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে যেন। মনু, অনন্ত, দাঁড়িয়ে রইলে তোমরা ? এখনো যাওনি ? মনু, অনন্তর সঙ্গে তুই যা, যা। তারপর আমি কি করি তোমরা দেখ। সাধুর পায়ে গড় করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকব যতক্ষন না সাধু উপায় করে দেন। এস, এস, আর দেরি কর না। এস গো সব। এস তোমরা।

[সৌদামিনী ছুটিয়া অন্দরের দিকে গেল]

কাঃ ছুটছে, ধর, ধর। পড়ে যাবে, পড়ে যাবে। পাগল হল না কি ? ধর ওঁকে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[কালীনাথের উদ্যান বাটীতে পরিত্যক্ত কারখানা]

কাল—অপরাহ্ন।

[বহুদিন যাবৎ বন্ধ থাকায় কারখানার ধ্বংসপ্রাপ্ত আকৃতি। চারিদিক আগাছায় পরিপূর্ণ। একধারে প্রাচীরের সংলগ্ন ছাউনিতে—চৌকিদার বাস করে। তাহারই পার্শ্বে আর একটি ছাউনি। সেইটিতে একটি দেশী ভাঁটি। তাহার ভিতরে তখন আগুন দেওয়া হইয়াছে। জনার্দ্দন আগুনের আঁচ লক্ষ্য করিতেছিল।]

[ত্রৈলোক্য, দীনু, রেবতী প্রবেশ করিল]

ত্রৈঃ ঐ, ঐ, কাজ হচ্ছে বাবুর।

দীঃ এইবার বসবে। ঐ থলি ঢাকা বাক্সটা— ঐটে ওনার বসার জায়গা।

ত্রৈঃ ঐখানে সারাদিন বসে আছে।

দীঃ না তাল তাল মাটি নিয়ে মাখবে, তাল পাকাবে। চাকায় ফেলে মাল বানাবে। আগুনে চড়াবে। আঁচটার বেশ যখন তেজ হবে, তারপর মাল বের করবে।

ত্রৈঃ তারপর ?

দীঃ তারপর পেছনে, ঐ যে ভাঙ্গা মালের ঢিপিটে দেখছ— ঐটাতে ফেলে দেবে। এই ওর হল পেরতি দিনের কাজ।

ত্রৈঃ মাটি পুড়ুনো একটা বাই দাঁড়িয়েছে— কার জন্যি এত মেহন্নৎ করা যে ! কে দেখছে ! কে চাইছে ! কে বলছে !

দীঃ বল না। একবারে যেনে খেতে এসবে।

ত্রৈঃ আর বলবুইবা কেনে ? বলার পেরোওজনটা কি ? কদিন বাদে লিলেম আসছেত !

দীঃ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিলেম এস্‌ছে।

ত্রৈঃ। লিলেমটা কবে জানি ?

দীঃ। ও মাসের মাঝামাঝি।

ত্রৈঃ। তাহ'লে আর কটা দিন বৈত নয়। ও ভূতের বাপের ছেরাদ্দ আপনি আস্‌বে।

দীঃ। তা যা বলেছ, বড় খুড়ো, লিয্যশ কথা। আপনি থামা পাবে।

ত্রৈঃ। তবে কি জমিদারটা গেল ? কি বল ?

দীঃ। লেলামে সব চড়বে যেখন, জমিদারী, বাগান, ঘর বাড়ি কিছু থাকবে নি। বুঝলে খুড়ো, কিছু থাকবে নি।

ত্রৈঃ। বল কি ?

দীঃ। লেলামে চড়া, ও কি অম্‌নি কথা ?

ত্রৈঃ। কার বরাতে কি আছে, দেখ। অমন জমিদারী ! আমিত দেখিছি সিপাই, পা'ক, ঘোড়া, হাতি কিছুর কম ছ্যাল না। গিন্নি মা যেখন পাল্কি চ'ড়ে পেরথম শ্বশুর বাড়ি এ্যাসে ছ্যাল, সে কি জঁাক। গাঁয়ে মেলা বসে গেসল যেন। কি ধূমধাম, কি বলব।

রেঃ। কেন জ্যাঠাবাবু, সব যাবে ?

ত্রৈঃ। ঋণ এমন জিনিষ ! ভিটে যদি একবার বাঁধা পড়ল, ছাড়াক দিকি ? সেটি হবেক নি ! ঐ সূদ চড়ে আসল ছাপায়। ত্যেখন ভিটে লিলামে ওঠে। আর গেরস্থ "হা কপাল" "হা অদৃষ্ট" করে কেঁদে কেঁদে মরে। মাথা গোঁজার একটা ঠাঁইও থাকে নি। ঋণ এমন !

রেঃ। ঋণ এমন !!

ত্রৈঃ। হ্যাঁ এমন ! এখন যা করতে এসেছিস। তোর বাপকে ডাক। বল "খাবে নি" "ঘরে চল"।

দীঃ। ও বল্লে শুনবে কি ? তুমি পোড়া বন্ধ করতে বল। তবে যদি উঠে আসে।

ত্রৈঃ। আমার দায়ে কেঁদেছে। পোড়াক না। যত পারে আশ মিটিয়ে পোড়াক।

দীঃ। দেখ এই কদিন যেন কাজে আরো জোর লাগিয়েছে।

ত্রৈঃ। যা, তুই ডাকগে। আর দাঁড়াস নি।

রেঃ। বাবা, বাবা, বাবা, অ— বাবা। বাবা

জঃ। "বাবা" "বাবা" করতে এলি এখানে? দেখছিস ভাঁটীতে মাল চাপিয়েছি। না "বাবা" বাবা" করছে! যা, এখন আমি যাবনি।

রেঃ। তেল, গামছা এনেছি। একটা ডুব দিয়ে নিবে চল। খেতে হবে নি? ভাত যে শুকিয়ে গেল। মা হেঁসেল নিয়ে কতক্ষন বসে থাকবে?

জঃ। থাক। খাব নি আমি। তোরা খেগে যা।

রেঃ। না বাবা। তা হবে নি। তোমায় খেয়ে যেতে হবে। তবে আমি খাব, মা খাবে।

জঃ। মরগে যা; কথা শোনেনি। কথা—খ্যাঁচড়া কোথাকারের। যা বলছি। যা, যা। আমায় দিক করিস নি বলছি কাজের সময়। ভাল হবে নি।

ত্রৈঃ। জনার্দ্দন ওকে মুখ করলে হবে কেনে? দোষত তোমার, সেই কোন রাত থাকতে ঘর থাকে বার হয়ে এ্যাসেছ, আর এই এতটা বেলা হল এখন পর্য্যন্ত ঘরে ফেরবার নামটি নেই। এ কি ওর দোষ, না তোমার দোষ? জিজ্ঞেস করি?

জঃ। পোড়া দিয়েছি। কাজ আছে। পরে যাব।

ত্রৈঃ। কাজ কি আর কেউ করে না, ভাই। পোড়া দিয়েছ বলছ। বেশ, পোড়া নামতে দাও। বসি না হয় আমরা ততক্ষন। নাও, তুমি কাজ সেরে নাও।

জঃ। আমার দেরি আছে।

ত্রৈঃ। দেরি থাকে তবে চল ঘরকে। একটা ডুব দিয়ে নাকে মুখে দুটো গুঁজে এসতে আর কতক্ষন লাগে। চট করে নেবে। এসে তেখন জালের মাল নামাবে, হ্যাঁ? এস, উঠে এসনা। কত অসুবিধে গিরস্তির, তাতো জান না। কাজ মিয়েই আছ। ঐ এক রত্তি মেয়েটা এখন ওবদি খায়নি, শুকুচ্ছে। ওর মা হেঁসেল নিয়ে বসে আছে। আবার দাঁড়ালে কেন? এস না। আর না। এস। কি ?

জঃ। যাব পরে।

ত্রৈঃ। জনার্দ্দন, আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, চাকি কোন দিকে ঠ্যাল মেরেছে।

জঃ। দাদা।

ত্রৈঃ। কি বলতে যাচ্ছিলে, আবার থামা দিলে কেন?

জঃ। না, এই বলছিলান এই— এই—। বলছিলাম কি—

ত্রৈঃ। কি বলছিলে বলনা।

জঃ। ঘর থেকে বার হবার সময় বলে বার হয়েছি, ভাল মাল আজ তুলব তবে খাব।

ত্রৈঃ। বটে। ও। তুমি বলে নেগেছ, যে কালে তোমার কাজ তুমি করবে, তুমি বুঝবে। আমি না হয় চলে যাচ্ছি। তুমি কাজ কর, কর না। ভাল মাল যাতে ওঠে কর। সে ভাল কথা। আমি আর দাঁড়াব না। মাল ভাল হয় ভাল কথা। রেবা, রেবা, কোথা গেলি রে ?

রেঃ। এই যে আমি।

ত্রৈঃ। আয় মা, আমরা যাই। তোর বাবা পবে যাবে। বুঝলি? পরে যাবে।

রেঃ। এখন যাবে নি ?

ত্রৈঃ। না ওর যাবার যো নাই। ওকে আর ডাকিস নি। ওকে কাজ করতে দে। ওর কাজে এখন কামাই দিলে চলবে নি। বড় জেদে আছে। আয়, আয়।

দীঃ। ছোট খুড়োকে নে যাতি পারলে নি ?

ত্রৈঃ। কি জান দীনু, জেদ লেগেছে। যাবে কি, এখন গেলে চলবে নি।

রেঃ। বাবা, তেল, গামছা, ঘটি নেবে ?

ত্রৈঃ। "এই রইল" বলে রেখে আয়।

রেঃ। এই রইল বাবা। আমি যাচ্ছি।

জঃ। আচ্ছা যা।

ত্রৈঃ। আয় মা, আয়। আমরা যাই, আয়।

[ত্রৈলোক্য, দীনু ও রেবতীর প্রস্থান]

[ভাঁটীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতে, আগুনের তাপে ভিতরটা রাঙ্গা দেখাইল। জনার্দ্দন চামচ চালাইয়া দেখিল, পোড়া কয়লা জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। চামচটা রাখিয়া, শিকের সাহায্যে জমাট ভাঙ্গিয়া আবার চামচ চালাইল। পোড়া কয়লা বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোড়া মালও কিছু পরিমাণে বাহির হইল। ক্রমে অন্ধকার হইল ভিতরটা। জনার্দ্দন মাল পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল।]

জঃ। হ'ত। আঁচটা একটু লরম করলেই হ'য়ে যেত। তবে মাল আগের চায়ে সরেশ। ঐ পোড়াটা বেশীর জন্যি যা। আচ্ছা এবার যাতে লরম আঁচ থাকে তাই করতে হবে। হবে, হবে। হয়ে যাবে।

[মাখা মাটির তাল লইয়া জলের ছিটা দিয়া আবার মাখিতে বসিল। চাকে মাল চড়াইতে গিয়া নজর পড়িল ভাঁটিতে। হাওয়া পাইয়া অভ্যন্তরের পোড়া কয়লা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আবার সেই রাঙ্গা ভিতরটা জনার্দ্দন নিরীক্ষণ করিল। চামচ লইল। কয়লা ও কিছু মাল অবশিষ্ট যাহা পড়িয়াছিল বাহির করিল।]

জঃ। আরে, বা রে। গরম ঠিক দিয়েছি। ওর আঁচটা বেশি আর মাল কয়লার কাছে ছিল কি না ? তাই পোড়া খেয়েছে বেশি। এ মাল ঠিক আজে। বাঃ। কি মাল !! ঠিক আছে। যাবে কোথা ? সবুর, সবুর। তাহ'লি ভাগটা আমার নেগেছে। ভাগটা যেখন একবার নেগেছে, আর কি, যেতবার বল, মাল দেব। আঁচটা আর কি, হাতের মছি। এইবার এসত ! কত মাল চাই ! নিধু, নিধু, নিধু, মাল দেখসে। মালের লক্ষণটা দেখ এ্যাসে। নিধিরাম নিধিরাম মাল উঠেছে। ছ্যাখসে— ছ্যাখসে—

[দীনুর প্রবেশ]

দী। কে বটে তোমার নিধিরাম, শুনি আগে।

জঃ। না, মাল। যে মাল চাইছিলাম, সেই মাল। সেই যে সেই বাবু গুদামে বন্দ করে থুয়েছে, এ সেই মালের মাল। এই দেখ।

দীঃ। জুড়ি মাল বটে।

জঃ। হ্যাঁ জুড়ি মাল।

দীঃ। যারে ডাকছ্যালে সেটা কে ?

জঃ। আঁচ লরম করি যদি হয় এই মনে মনে ভাবছি, আর দেখি যে লাল আলো ভাঁটির মদ্ধে।

দীঃ। তোমার মালটা ভাল ; তবে—

জঃ। তবে ? মাল সরেশ লয় ?

দীঃ। সরেশ—

জঃ। হাঁ মালটা বেধেছে।

দীঃ। (নিকটে বালতিতে জল ছিল, দীনু ঢালিতে যায় আর কি)

জঃ। এই, হাঁ, হাঁ কর কি ? কর কি ?

দীঃ। জল ঢালব নি ?

জঃ। খামকা জল ঢালতে চাও কেনে, বলত ?

দীঃ। এই যে বল্লে মাথা বেধেছে ?

জঃ। মাথা বেধেছে বলিছি কৈ ?

দীঃ। হাঁ বলেছ।

জঃ। মাল বেধেছে বলিছি।

দীঃ। 'নিধিরাম' 'নিধিরাম' বলে হাঁক মারছ্যালে কারে বলত ?

জঃ। নিধিরাম ? ও, হ্যাঁ। সেই যে একটা ছোক্‌রা আমায় যোগাড় দিত ? সে।

দীঃ। সেটাত অনেক দিন ভেগেছে গো।

জঃ। ভুল করে তাকে ডাকছেনু।

দীঃ। আর যাই বল, আমার নাম দেছ্যাল আমার মা, দীনতারণ। সে মাও লেই আর সে ডাকও লেই। আবার পিরান আঁটো যে ? যাবে কোথা কি ? লাওয়া খাওয়া করবে নি ?

জঃ। করব। আমায় পেছু ডেকনি যেন। বুঝলে ?

[প্রস্থানোদ্যত]

দীঃ। আচ্ছা পোঁট্‌লা লিয়ে যাও কোথা ?

জঃ। এই দেখ, পেছু ডাকলে।

দীঃ। এই ঘোট্‌টো নিয়ে যাও।

জঃ। ওটা রাখগে তুমি।

[জনার্দ্দন প্রস্থান করিল]

দীঃ। সেরেছে। এ চল্লো কোথায় আবার এত বেলায় ?

[দীনু প্রস্থান করিল]

তৃতীয় দৃশ্য।

[কালীনাথের অট্টালিকা। জমিদারী সেরেস্তা]

কাল—সন্ধ্যা।

[কালীনাথ, হাফিজ মিঞাঁ, তাহার দুটি অনুচর,
জনার্দ্দন, মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও অনন্ত]

কাঃ। সবত ঘুরে দেখে এলেন। এ মালের মাল দিতে পারব বলে মনে হয়।

হাঃ। এটা আগে দিলে আর এত ফৈজত হ'তেন না।

কাঃ। এখন বিশ্বাস হয়. মাল পাবেন।

হাঃ। কারিকর বাবুর এলেম আছে, কি বল নসীর ?

১ম অঃ। হুঃ। তা আছে।

২য় „। বেশ আছে। চোস্ত মাল।

হাঃ। এ মালের মাল যেত দেন, লব আমি।

কাঃ। বিলাতি মালের আমদানী বন্ধ করান। তা আপনি পারেন।

হাঃ। দুটি মাস মাল দিন; বাজারের সব চাহিদা যদি এই মালের উপর না বসাই, আমার নাম হাফিজ মিঞাঁ লয়।

কাঃ। সেত বটেই। নিলেমটাত স্থগিত করাতে হয়।

হাঃ। হুঃ।

কাঃ। কাজ পুরাদমে চালাতে হয়।

হাঃ। হুঃ।

কাঃ। কিছু রুধিরের ব্যবস্থা করে দিন।

হাঃ। হুঃ।

কাঃ। তা'হলে পদ্ধতিটা কি রকম হবে বলে দিন।

হাঃ। টাকা শুধু হাতে মিল্‌বে না বাবু!

কাঃ। তবে টাকা না হলে চলে কি করে?

হাঃ। এক কাজ করেন যদি, হতি পারে।

কাঃ। কি বলুন। আমিত সব করতেই প্রস্তুত। কারখানাটা চালানো উদ্দেশ্য। আপনারও তাই উদ্দেশ্য। জনার্দ্দনেরও তাই উদ্দেশ্য। কি বল জনার্দ্দন?

হাঃ। এক কাজ করেন যদি, হতি পারে।

কাঃ। কি formula আবিষ্কার করেছেন, বলুন।

হাঃ। কারখানাটা যদি কারিকর বাবুর নামে লিখাপাড়ি করি দিতে পারেন, তাহ'লি ট্যাকার কথা ভাবতি পারি।

কাঃ। তাতে আমার আপত্তি কিছু নেই। আমার দেনাটা শোধ হওয়া বিষয়। আমি রক্ষা হ'তে পারব ত পরে?

হাঃ। নসীর আলি কি বল?

১ম অঃ। উকীল বাবুরে সল্লা করেন। আমি কি বলব?

২য় অঃ। পরে 'না' কয়তি কতক্ষণ?

হাঃ। হুঃ। সেই গুরা গাসের গল্পটা মনে আসছে না? বাবু সব বাঁধাবাঁধি করাই ফেল্ল। গুাররে গাস দিল খাচ্চে। গাস স্যায়নাটা করলো কি, গুরারে আদরাতে ডাকি কইল "তুমি আমার প্রাণের বন্দু। তুমি আমি মরণ অবধি বন্দু রইব"। গুরা কইল "আচ্ছা বাই, তাই। তুমি আমার আমরণ বন্দু থাকো"। তারপর গুরাটার যখন ভুক্ লাগে সামনে আছে গাস, তারে খাতে পারেনা। বন্দূরে খায় কেমন কৈরা! বাবু, শ্যাষে গুরাটা বেছারা না খায়ে শুকায়ে শুকায়ে মারা পড়লো।

কাঃ। আপনি আমাকে তাই ভাবলেন? যে মাসের পর মাস খেটে খেটে উপায় উদ্ভাবন করলে, যে উপায় অবলম্বন করে' এ দুর্যোগের রাত্রিতে আমি রক্ষা পেতে পারি, তাকে আমি ফাঁকি দেব? সে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে? এই আপনার আমার সম্বন্ধে ধারণা হল?

হাঃ। হঃ বাবু! হঃ হঃ! এই যে দাড়ির বোঝাটা বইয়ে বেড়াই, এটা বাবু রোদ্দুরে সাদা হয় লাই। অবিজ্ঞতার তাপে সাদা হইছে।

কাঃ। মশাই, কি বলব! যাক, আর কি বলব! আমার কিছু না বলাই ভাল। শুনুন তবে, আমি আপনাকে খোলা চেক সই করে ধরে দিচ্ছি, আপনি যেমন ইচ্ছে বসাবেন।

হাঃ। ভাঙ্গা ব্যাঙ্কের উপরে চেক কাটতে সবাই পারে বাবু।

কাঃ। না না আপনি যেমন খুসি দলিল লিখে নিয়ে আসুন জনার্দ্দনের interest বাঁচিয়ে, আমি একটা কথা বলবনা। সই করে দেব। আর কি চাই বলুন?

হাঃ। বাবু, ছুনিয়াটা বড় প্যাঁচোয়া।

কাঃ। কিছু মনে করবেন না। যে যেমন চক্ষে ছুনিয়াকে দেখে।

হাঃ। আজ চল্লাম, বাবু।

কাঃ। কি ঠিক হল? নিলেমটা এখন স্থগিত থাকবেত?

হাঃ। এঁ্যা, লিলাম—লিলাম?

মঃ। ঐটেই আমরা জানতে চাই।

দেঃ। Crux of the whole thing lies there.

হাঃ। লিলামটা হইবে। স্থগিত কেনে রইবে?

কাঃ। এই যদি attitude আপনার, judgment debter এর বাড়িতে তবে কি এই কথা বলতে এসেছিলেন?

হাঃ। হুঃ বাবু। Decree Ho der কে আপনি ডাকাই আনছিলেন। আপনকার Scheme দেখাইছেন। Schemeটা মন্দ লয়, এ কথা স্বীকার করছি। ঐ কারিকর বাবুর এলেম আছে। কিন্তু লিলামটা স্থগিত হইবে কেন ? কারণ কিছু থাকে বলেন।

কাঃ। কি বলব ? আপনি বল্লেই ভাল হয়।

হাঃ। অন্যহাতে যাতে দিব না। ঐ ঐ কারিকর বাবুর নামে নিলামে ডাকি লিব। কারিকর বাবু আমার সাথে agreement করেন যদি, তবে আপনার দেনাটার জন্যি উনি দায়ী হবান।

কাঃ। তা উনি করবেন। উনি দেবতা, আমার ভালর জন্যে উনি সব করবেন।

হাঃ। কি কারিকর বাবু, জমিদারবাবুর কথাটা শুনেন।

জঃ। এজ্ঞে, কি দোব— মাল ? তা আমি দিতে পারব। গোড়ায় কাজের জোগাড়টা কবার করে নিয়ে যাতি পারলে মাল ঠিক ঠিক উঠবে। দিতে পারব।

হাঃ। যেত চাই দিবেন।

জঃ। সেটা আমি কি করে বলব।

হাঃ। কেনে ?

জঃ। আমি ভাগটার কথা বলতে পারি। তারপর কতটা মাল মশলা, লোকজন লাগাবেন, সেই আন্দাজে মাল হবেত। গরম ঘর বাড়ান চাই।

হাঃ। আসল কথা ভাগের ব্যাওরা আপন কবজার মধ্যি আছে, সেইটারই হিসাব আপনি দিতে পারেন।

জঃ। হাঁ ভাগটা ঠিক আছে। ঐ মালের মাল পাবেন।

হাঃ। আপনাকে আমার ষোলআনা বিশ্বাস আছে বাবু। তারপর ?

কাঃ। পদ্ধতিটা ঠিক করা নিয়ে কথা।

হাঃ। হুঃ হুঃ হুঃ।

জঃ। বাবু

কাঃ। কি বল— কি বলছ বল জনার্দ্দন।

জঃ। আমি যাই— লোক দেখিগে।

কাঃ। লোকের জোগাড়ে যাবে কি— জিজ্ঞাসা করছে।

হাঃ। তা যাতি পারেন।

কাঃ। হ্যাঁ তুমি যেতে পার, জনার্দ্দন।

জঃ। পোঁট্‌লাটা রইল, দেখবেন।

কাঃ। থাক! আমি ভাল করে তুলে রাখব।

জঃ। পেন্নাম বাবু।

হাঃ। সেলাম কারিকর বাবু, সেলাম! আর শুনল না। পাকা ব্যবস্থা লাই, মাল তৈয়ারীর ঝোঁক! ক্ষ্যাপা যেন।

[জনার্দ্দন প্রস্থান করিল]

কাঃ। ও আমায় খুব ভক্তি করে কিনা।

হাঃ। ও নসীর, বাবু কি বলছেন শুনছ?

১ম অঃ। ও— না ও?

হাঃ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ নসীর ঠিক বলছ। বাবু দ্যাবতাটা কে? আপনি ওনার দ্যাব্‌তা— কি—উনি আপনকার দ্যাব্‌তা—? এই নসীর পুছ করছে।

কাঃ। উভয়েই উভয়ের।

হাঃ। গাসেরে গুরা খায়। আবার— গুরারে গাসও কবি কবি খায়। সেলাম বাবু— সেলাম, সেলাম।

[হাফিজ ও অনুচরদ্বয় প্রস্থান করিল]

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির। কালী প্রতিমা।

কাল—প্রত্যুষ।

[গণপতি ও নিতাই]

গঃ। মা! যুগে যুগে তুমি অবতার। কখন জ্ঞানে, কখন কর্ম্মে, কখন ভক্তির পথে তোমার আবির্ভাব। কিন্তু মা, মন্দিরে যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কালের গতি নূতনের বেড়া তুলে দিচ্ছে চারিধারে, স্থূল করে। সেই বেড়ার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য্য যত। সাধক আর আসে না মন্দিরে, তার সোনার স্বপ্ন সফল করতে। পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ্য আর অনুষ্ঠিত হয় না তোমার ব্যাকুল সন্ধানে। শ্রেতি, স্মার্ত্ত, উপাসনাদি ক্রিয়া আর দেয় না আধ্যাত্মিকের ছাপ কারো অন্তরে। যেথায় যাই, আস্তিক্য চলে গেছে। আছে শুধু অসুরের আদর্শ। সে আদর্শে অভিভূত, হিংসায় বিদীর্ণ, বিদ্বেষে পরিপূর্ণ মানুষের মন। হায় মানুষ! ভগবানের রাজ্যে এ কোন্ ভ্রান্ত অগ্রগতির পথে ছুটেছ তুমি? ঋষি সঞ্চিত অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের পথ ছেড়ে, এ কোন পথে চলেছ? মানুষকে করেছ মানুষের শত্রু। হিংসাকে করেছ বীরের অস্ত্র। অন্যায়কে মহাসত্য বোধে পালন করছ। ধর্ম্মনীতি, ক্রীড়ানীতি। অসত্যেই সুখ। ধনতন্ত্র শ্রেষ্ঠতন্ত্র। মানবতার কোন মূল্য নাই। নীচস্বার্থ সাধনের জন্য মস্তিষ্ক পরিচালিত। এতে যে জগতের ধ্বংস অনিবার্য্য। রক্ষা নাই, রক্ষা নাই। নিতাই, এই হ'ল আধুনিক সভ্যতা।

নিঃ। আদিম যুগের সঙ্গে আধুনিকের ব্যবধান তাহ'লে কতটা দাদা— সেই আদিম যুগ যখন মানুষ অরণ্যে বাস করত, আর দুর্দ্দান্ত, হিংসা পরায়ণ, কাম, ক্রোধের দাস ছিল ?

গঃ। যা বলেছ খুব সত্য। আধুনিক সভ্যতার আবরণে মণ্ডিত, বিদেশী শিক্ষায় প্রভাবিত, বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত মানুষ ফিরে পেতে চায় তার অরণ্য সভ্যতা। ঠিক কথা : ঠিক কথা ?

নিঃ। রক্ষা পাবার কি কোন উপায় নাই ? জগতের ধ্বংস কি সত্যিই অনিবার্য্য ?

গঃ। জীবের হিতার্থে যিনি মধ্যে মধ্যে ধরাধামে অবতীর্থ হন, তিনি যেন আর আসতে পারলেন না ! তিনি এলেন সত্যের ভিখারী রূপে, জগৎকে শিক্ষা দিতে। ঈশ্বরাবিষ্ট, যোগীশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশু, গৌরাঙ্গ, পরমহংসদেব যেরূপ করেছিলেন তিনিও ঐরূপই করলেন। ব্রহ্মময়ীর স্তবের সঙ্গে একতান হ'য়ে তালে তালে পা ফেলে চল্লেন। সেই "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" স্তব।

নিঃ। দাদা, মহাপুরুষ এলেন। সকলে স্বচক্ষে দেখলুম। তবু তাঁর প্রভাব, পবিত্রতা, নিষ্কলঙ্কতা আমাদের চরিত্রে উদ্বুদ্ধ হল না !

গঃ। বোঝ। এত অসত্যগত মন আমাদের, মুখে যা বলি, কাজে তা একটিও করি না। এই অন্যায়টাই মানুষের চিরশত্রু। আজ তাই তাপসের তপে, মন্দিরের পূজায়, যাগ যজ্ঞাদির মন্ত্রে অসত্যের আবিলতা এসেছে। তাই সত্যের ভিখারী পথে পথে ফিরল সত্যের মর্ম্মবাণী ঘোষণা করে, জগৎকে মূর্ত্ত করে তুলতে। আহা ! তার ঠিক সেই গৌরাঙ্গেরই ভাব।

"তারে কেউ চিনলি নারে,
ও সে পাগলের বেশে,

(দীন হীন কাঙ্গালের বেশে)
ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে" ॥

দুজনের সেই একই ভাব।

নিঃ। হ্যাঁ দাদা। আমরা কেউ তাঁকে চিনলুম না! বল আমাদের কি কর্ত্তব্য?

গঃ। দুনিয়ার দিকে চোখ মেলে দেখলে দেখতে পাই, প্রত্যেক জাতিই জীবনধারণের জন্যে হিংসাকে আশ্রয় করেছে। সত্যের ভিখারী দুনিয়ার চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিল অহিংসার নীতি প্রকাশ করে। কে তখন ভেবেছিল, চতুর্দ্দিকে যে ধ্বংসনীতি পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে, সেইটাকে রোধ করতে যে আনবিক শক্তির প্রয়োজন, যার নাম আত্মিক শক্তি, সেটা নিহিত আছে ঐ অহিংসা নীতির মধ্যে।

নিঃ। দাদা, এই নীতি জগৎ কতদিনে উপলব্ধি করবে?

গঃ। নিতাই, উপলব্ধির কথা বল না; বল, কতদিনে পালন করবে। সেটা মানুষ করবে না। তাই তারা আপনারাও বাঁচবে না, অপরকেও বাঁচতে দেবে না।

নিঃ। সেই সত্যের ভিখারী মহাত্মা গান্ধীকে আমি প্রণাম করি।

গঃ। সাধনার সোপানগুলি তিনি যে নিজের আচরণ দিয়ে একটি একটি করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তার কি হবে? তাঁর অনুসৃত পথই কি আমাদের প্রত্যেকের পথ হবে না? তাঁর কৃত কর্ম্মই কি আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হবে? নিতাই, তুমি পারবে কি সেই পথ অনুসরণ করতে?

নিঃ। কি করতে হবে, বল।

গঃ। মন্দির ছেড়ে, মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিশ্বাস চাই, জীবে জীবে মা আছেন। জীবের সেবাই ভগবৎ সেবা। যা সত্য তাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলতে অন্য কিছু নেই। ভগবান সত্য দিয়ে গড়া। তাঁর অন্য রূপ নাই।

নিঃ। আমরা সামান্য পূজারী, আমাদের দ্বারা কি এসব প্রচার সম্ভব হবে? শাস্ত্রের শাসন মানতে চায়না যে মানুষ, তার মনে কি কোনদিন এই বিশ্বাস জাগবে?

গঃ। নিতাই, তিনি তর্ক করেন নি। যেখানে হিংসা, পশুশক্তি, অসুরের আদর্শ, তিনি নীরবে সেখানে দাঁড়িয়েছেন যতক্ষন না সেই মানুষটাকে নিয়ে আসতে পেরেছেন ঐ গুলোর বাহিরে, সেখান থেকে নড়েন নি। আমাদেরও বাহিরে নিয়ে গিয়ে বলতে হবে, তবে মানুষ শুনবে।

নিঃ। সাধনা কি নিয়ে করব?

গঃ। বৈদিক কাল থেকে জলকে আমরা বহু পূজা ও মান্য করে আসছি। সকল জলের মধ্যে গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যা ও পবিত্রা। মনকে নির্ম্মল ও পবিত্র করতে আর একটা যন্ত্র আছে। তিনি আবিষ্কার করলেন, গঙ্গারই মত চরকার নির্ম্মল ও পবিত্র করবার শক্তি আছে।

নিঃ। চরকা ঘোরালে মন নির্ম্মল ও পবিত্র হয়।

গঃ। চরকা সম্ভূত ভাবধারা বড় সূক্ষ্ম। সেগুলি গঠনমূলক কার্য্যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন।

নিঃ। চরকা ঘুরিয়ে সাধনা করব কি করে?

গঃ। চরকা সংজ্ঞা চাই নিতাই, চরকা সংজ্ঞা চাই। যেমন করে তিনি করেছিলেন, আমরাও ঐরূপই করব। জানত পথে, ঘাটে, কুটীরে, প্রাসাদে, জেলে, সভায় সর্ব্বত্র চরকা ঘোরাতেন তিনি। আহ্নিক

ক্রিয়ায় "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি বলে জল শুদ্ধি করতে হয়। চরকার উপাখ্যানে আছে "রঘুপতি রাঘব রাজারাম" ইত্যাদি বলে মনশুদ্ধি করা। দুটাই ইন্দ্রিয়াতীত সুক্ষ্ম জগতের ব্যাপার, ভাই।

নিঃ। সত্যের পূজারী মন্দিরে যান নি।

গঃ। নাই বা গেলেন। মা যে সর্ব্বত্র। চরকার মন্ত্র একাগ্রভাবে জপ করলেন। তুমি কি বলতে চাও ঐ মন্ত্রের যিনি দেবতা তিনি তথায় আকৃষ্ট হন নাই? না, নিতাই, সত্যের পূজারী অসাধারণ যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রবল অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা ছিল। তিনি মন্ত্রের মূর্ত্তিটীকে পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর ঐ চরকাতে। তুমি স্থির জেন, ঐ দেবতা ঐ মূর্ত্তিতে চরকার মধ্যে অধিষ্ঠিত হ'য়েছিলেন। তাঁর কামনা পূর্ণ করেছিলেন। তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন।

নিঃ। দাদা, চরকার এত গুণ, এত ব্যাপার! আমি জানতেম চরকা কেবল বস্ত্র সমস্যা নিরাকরণের একমাত্র উপায়।

গঃ। ঐ চরকার মধ্যে তিনি একটা জগতের তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন। যে অর্থনৈতিক চিন্তা সন্তানকে পিতা থেকে, স্ত্রীকে স্বামী থেকে, ভাইকে ভাই থেকে, মিত্রকে মিত্র থেকে, দেশ প্রেমিককে দেশাত্মবোধ থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, জগতের সুখ-শান্তিকে একটা প্রহসনে পরিণত করেছে, সেই গুরু সমস্যাটীর সমাধান ঐ চরকার মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে।

নিঃ। দাদা, আমি কখন ধারনা করতে পারি নি, চরকার মধ্যে এত নিগূঢ় রহস্য আছে। তাহ'লে বল সমস্ত জগতের দারিদ্র সমস্যা ঐ চরকা মেটাতে পারে একদিন।

গঃ। সাধে কি আর জাতীয় পতাকার বুকে তার স্থান করা হয়েছে?

নিঃ। এখন তিনি থাকলে আমি তাঁর চরণে হৃদয় লুটিয়ে দিতুম। তাঁর

পদধূলি গ্রহণ করতুম।

গঃ। আমরা সকলেই তাই। এস আমাদের অজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত করি তাঁর কাজে আত্মদান করে।

নিঃ। দাদা এই শিক্ষা দিতেই কি আজ আমায় প্রত্যুষে সাক্ষাৎ করতে বলেছিলে ?

গঃ। হ্যাঁ নিতাই। সত্যের উপাসনায় আমি যাব। তুমি কি যাবে ? এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে আমি তোমায় ডেকেছিলুম।

নিঃ। তুমি যদি যাও, আমিও যাব।

গঃ। ভগবানের সেবা, জীবের সেবা। সেবায় সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে জাতি, বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় সব ত্যাগ করতে হয়। গান্ধীজী তাই সব ত্যাগ করে, অস্পৃশ্য ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তুমি বোধ হয় জান— তিনি ভাঙ্গী হয়েছিলেন ? ভাঙ্গী মানে মেথর !

নিঃ। অস্পৃশ্য হ'তে হবে। যেকালে তুমি—

গঃ। আমি মার চরণ স্পর্শকরে ঐ ব্রত গ্রহণ করেছি ?

নিঃ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) যেকালে তুমি করেছ, আমি শপথ করে ঐ ব্রত গ্রহণ করব।

গঃ। আজ এখনি।

নিঃ। প্রস্তুত আছি দাদা। পূজা কে করবে ?

গঃ। সে মা বুঝবেন। যাবার সময় নায়েব মশাইকে বলে দিলেই চলবে। তিনি কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন।

নিঃ। দাদা কোথায় যাব ? কোথায় বাসা হবে আমাদের ?

গঃ। কেন, ভাগীরথি তীরে ভাঙ্গী পাড়া আছে। সেইখানে বসে সত্যের উপাসনা করব আমরা। সেইখানেই আমাদের বাসা হবে।

নিঃ। উপাসনায় কি মন্ত্র ?

গঃ। মন্ত্র আছে— মন্ত্র যেমন প্রাচীন তেমনি সহজ। মন্ত্র এই—

"সত্যকথা, অহিংসা, পরদার মাতৃসমান।
এই সাধিলে হরি না মিলিলে গান্ধী ঝুট জবান" ॥

নিঃ। "সত্যকথা, অহিংসা, পরদার মাতৃসমান।
এই সাধিলে হরি না মিলিলে গান্ধী ঝুট জবান" ॥

[চীনামাটীর কলের ভোঁ বাজিয়া উঠিল]

গঃ। ঐ ঐ কলের ভোঁ। আমরা কলে কাজ করব। শিল্প শিল্পীর সেবা করব। ভাঙ্গী পাড়ায় বাসা বাঁধব। দুবেলা তাদের সকলকে নিয়ে চরকা ঘুরাব।

নিঃ। শিল্প শিল্পীর সেবা— এটাও কি সত্য উপাসনার রীতির মধ্যে গেল ?

গঃ। হাঁ— নিশ্চয়ই গেল। যে মাঠে কোদাল বসায়, সে যদি পরের জন্যে বসায়, আর সেই সঙ্গে যদি তার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান আর ফলাকাঙ্খার তিরোধান হয়, ব্যস আর দেখতে হবে না। মোক্ষলাভ তার হয়ে গেছে।

নিঃ। পূজা কি নিষিদ্ধ সেখানে ? মার পূজা আর করতে পাব ন ?

গঃ। তিনি নিষেধ করেন নি। দেখ মন্দিরে বসে পূজা হোম, আরতি, শাস্ত্রপাঠ কত কি করেছি। বল নিতাই, কারু কোন উপকারে এসেছি কি কোনদিন ? কেবল মন্ত্রোচ্চারণ করেছি, চালকলা বেঁধেছি, আর দক্ষিণা কুড়িয়েছি।

নিঃ। তা বটে ! তা বটে !

গঃ। আর সেদিন কোথাকার একটা চাষা, কলে বসে কি একটা সাধনা করলে জানি না, মার অমূল্য বরদানের মতন মন্দির কাঁপিয়ে কলের ভোঁ বেজে উঠে গ্রামকে জাগিয়ে দিলে।

নিঃ অনেক জোর বেজে উঠেছিল।

গঃ সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে যেখানে যত ভগ্নস্তূপ পড়েছিল মৃত্যুকে বরণ করে, তারা মৃত্যুর সব চিহ্ন ধূয়ে মুছে বার হ'ল রোজগার করে সংসার প্রতিপালন করতে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য কি বল্‌ব আর তোমায়। দেখবে ? তুমি দেখবে এস।

[মন্দিরের বারন্দায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে নির্দ্দেশ করিল]

ঐ দেখ

নিঃ। ওঃ পিরাণ গায়ে দিয়েছে। পায়ে জুত-জুতা, আবার মাথায় ছাতি ধরে চলেছে। উঃ, দেখ দেখ, কি জোর পা-গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে।

গঃ। নিতাই ওরা এবার ঘর বাঁধবে, ভদ্র হবে, দুবেলা অন্ন পাবে, রোগে শুশ্রূষা পাবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হবে ওদের। সংযম শিখবে ওরা। মানুষ হবে! ওরা মানুষ হবে! মানুষ হবে।

নিঃ। আর যদি অন্য পথে যায় ?

গঃ। দোষ শুধু ওদের হবেনা। দোষ হবে সকলের, তোমার আমার, সমাজের রাষ্ট্রের, দেশে যত নরনারী আছে সকলে তার জন্যে দায়ী হবে।

নিঃ। শিল্পর কিছু বুঝি না আমি।

গঃ। ভাবছ কেন, শিল্প-সিন্ধুনীরে ঝাঁপ দেব চল। তার অনন্ত লীলা লহরী। সে লীলার আদি নেই, অন্ত নেই। তারই একটা লহরীর মধ্যে প্রবেশ করে, কখন কি উজান পথে বেয়ে যেতে পারব না ? আমি একা না পারি, ভাই নিতাই তুমিত আছ, তুমি আমায় তুলে দিও।

নিঃ দাদা, শেষবারের জন্যে মাকে স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে হবে।

গঃ। হাঁ, নিতাই।

নিঃ। শেষবারের জন্যে !!

গঃ। শেষবার বৈকি! যতদিন না অস্পৃশ্য পরিবৃত আমরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারি আবার— শেষদিন ত বটেই। তবে সে দিন আসবে— যে দিন প্রভাত সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় অস্পৃশ্য আমরা ভক্ত হৃদয় অস্পৃশ্যদের সঙ্গে লয়ে, মাকে আবার দর্শন করতে পাব। পূতদেহে গলবস্ত্র হ'য়ে সেদিন মার নৈবেদ্য নিজহস্তে সাজাব। তাদের হাতে মন্দিরের শাঁক ঘণ্টা কত মধুর রবে না বাজবে! ব্যাকুল অন্তঃকরণে তারা মাকে "মা" "মা" বলে কতই না ডাকবে! স্বর্গহতে ঋষিরা দেখবে, ভারত আবার জাগ্রত দেবদেবীর আবাস স্থান হয়েছে। তারা পুষ্পবৃষ্টি করবে। এস নিতাই, মার কাছে বিদায় নিই! এস।

[উভয়ে প্রতিমার সন্নিকটে ভূলুণ্ঠিত হইল]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

পঞ্চম দৃশ্য।

চীনামাটির কারখানা।

কাল—অপরাহ্ন।

[বিশাল টিনের ছাউনিগুলি একটির পর একটি করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেকটির নীচে বহু শ্রমিক কাজ করিতেছে। এইরূপ একটি ছাউনির নীচে দেখা গেল, শ্রমিকগণ কাজে মগ্ন। কল চলিতেছে। মাল রাশি রাশি উৎপন্ন হইতেছে। হাতগাড়িতে মজুরেরা উৎপন্ন মাল বোঝাই করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ কলের চাকাগুলির বন্ধ হইবার লক্ষণ দেখা গেল। সেগুলি আস্তে আস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবারে নিশ্চল হইল।]

[শ্রমিকগণ।]

১ম শ্রঃ। কি হল রে ? এযে বারটা বেজে কাঁটা নড় নড় করছে।

২য় ,, । মাঘের জাড়ে বাঘ পালায়, বুঝেছিস ? কি রকম জাড়! কাজ পালিয়েছে। এখন বসে বসে সবাই মিলে গল্প করি আয়।

৩য় ,, । ওরে না রে, তার কেটে গেছে !

৪র্থ ,, । চন্দুরে দা'র চিঠি এসেছে, বিয়ে হবে।

শ্রঃ গণ। হ্যাঁ চন্দুরে দা ? হো হো হো! বিয়ে তোমার ? হো হো হো হ্যাঁ চন্দুরে দা। হো হো হো। হ্যাঁ চন্দুরে দা, বল না ?

৫ম শ্রঃ। যা না, বকিস কেন ?
৬ষ্ঠ „ । কি বাবা, একলা একলা বিয়ে করছ ?
২য় „ । এই, বড় কারিকর বাবু !
৩য় „ । দা-ঠাকুর, নিতাই দা, মাধব সর্দ্দার সবাইরে সবাই।
১ম „ । পথ দে না। আসছে সবাই।

[জনার্দ্দন, গণপতি, নিতাই, মাধব, অবিনাশ
দীনু, ও অন্যান্য শ্রমিকগণ পশ্চাতে
ভিড় করিয়া প্রবেশ করিল।]

জঃ। না দা-ঠাকুর।
গঃ। রং চড়ালে ?
জঃ। তাতেও হবে নি।
গঃ। গরম বেশী ক'রে দিলে ?
জঃ। পেষাইয়ের দোষ ?
গঃ। না ?
জঃ। পাট হয় নি মাটির। কাঁকর গিজ্ গিজ্ করছে।
গঃ। তাহ'লে পাটের দোষ।
জঃ। সব মাল বাতিল যাবে।
গঃ। কাঁকর থাকলে কি হয় ?
জঃ। মাল বাদে না।
গঃ। রং শুকালে দেখা যাবে।
জঃ। ফাট ধরেছে দেখা যাবে।
গঃ। রংয়ের জৌলস থাকবে না।
জঃ। কাঁকর পেশাই হ'য়ে ধূলো বার হয়। আল্‌ত আল্‌তি ঘসে দেখ রং সব উঠে যাবে। যত ঘসবে কেবল ধুলাই বের হবে। এ মাল

চলবে না। এত মাল সব ফেলা যাবে।

গঃ। এত কাঁচা মালের দাম, মজুরীর দাম, তৈয়ারীর খরচ সব কোম্পানীর গচ্ছা যাবে।

জঃ। বলত, কি জবাব দেই ?

গঃ। লোকেরা সবাই দায়ী। যে পাট করতে কাঁকর বাছেনি শুধু যে সেই দায়ী, তা নয়। আমরা সবাই দায়ী। মালে দোষ আছে না দেখে, তাতে কাজ করেছি। যে যে আছি, সবাই দায়ী। একজনও বাদ পড়বে না।

জঃ। কথাটা এই, কাল যেখন বড়বাবু এসে ধরবে আমায় "নমুনা মাফিক মাল দেবার কড়ারে কাজে নেগেছ, পুরো রোজ খেয়েছ, কোথায় মাল ? লিয়ে এস"। আমি তেখন কি জবাব দেব ?

গঃ। তাত বটেই ! বড় বাবু ও কথা খুবই বলতে পারেন।

জঃ। আমি কি বলব ? এ কি হল ?

গঃ। এতে বেশ প্রমাণ হ'চ্ছে, কতক গুলো কারিকর আদতে কাজে মন দিচ্ছে না। তাদের কাজে নিষ্ঠা নাই। নিষ্ঠাই হল সততা। অর্থাৎ জোচ্চুরি, শঠামি করে টাকা খাওয়াও যা, আর নিষ্ঠা হারিয়ে কাজ করাও তা। দুই একই পদার্থ। এর একটা উপায় আছে, আমরা যদি রোজটা আজ না নিই। সবাই যদি রোজটা আজকের ছেড়ে দিই।

জঃ। দা-ঠাকুর, আমরা কারখানাকে একটা রোজ গুণগার দিলেই শুধু এসে যায় না। বড় বাবু যে পাইকেরদের কাছে মাল দেবার কড়ারে দাদন নেছে। বড় বাবুকে মাল দিতে না পারলি, তাদের কাছে মাথা হেঁট করতে হবে। পয়সার চায়ে বড় বাবুর সম্মান

যাবে, সেটা আর বড় কথা লয়? কারখানার বদনাম হবে, সেটা যা তা কথা? বল তুমি দা-ঠাকুর।

গঃ। কি বলব?

নিঃ। আমাদের জন্যে বড় বাবুর মানের হানি হবে? আমরা তাঁর নেমক খাই। এ বড় রকমের নেমক হারামি করা হল।

গঃ। বড় কারিকর বাবু! কারখানায় আমরা শুধু রোজ নিয়ে কাজ করতে আসি না। আময়া কর্ম্ম-নীতিকে সেবা করতে আসি। আজ তোমার কাছে শিখলুম কারখানাকে, কর্ম্মনীতিকে, বড়বাবুকে সেবা করতে আমরা আসি। আমাদের কারখানার প্রতি আনুগত্য দেউলিয়া হবে যদি আমাদের জন্যে কারখানার বদনাম হয়, বড় বাবুর মাথা হেঁট হয়! আমরা ঘোরতর অন্যায় করব।

জঃ। বল, এখন কি করি?

গঃ। যদি সেবা করতে এসে থাকি, সেবার খাতিরে আমরা কাজ চালব—যতক্ষন কাজে ফল না পাই। যদি এখন আমরা চলে যাই, জোচ্চুরি, শঠামি করে পিট্টান দেওয়ার মত কাজ হবে।

জঃ। আমি কাল কারখানায় মুখ দেখাতে পারব নি।

গঃ। তোমরা বল, বড় বাবুকে কি উত্তর দেওয়া হবে। বল তোমরা।

নিঃ। আমরা যদি দাঁতে দাঁত দিয়ে জোরসে কাজ চালাই, এ কাজ তুলে দিতে আর কতক্ষন লাগে?

মাঃ। আয়রে সবাই, কাজে লাগবি আয়। যে শ্যালা কাজ না তুলে দে ঘরকে যায়, সে শ্যালা জোচ্চোর। বল্ কে আছিস, কোন গোর-ব্যাটা আছে হিতাকে কাজ ছেড়ে ঘরে যাবে? বল্ কেউ আছিস তোরা?

শ্রঃ গণ। আমরা কাজে লাগব। কাজ তুলে দে যাব! বাতিল মালের রোজ নেব নি। ভাল মাল না তুলে দে পারি, ঘর যাব নি।

গঃ। আমরা সততাকে ভিত্তি করে চলতে চাই। আমরা চোর নয়, জোচ্চোর নয়, শঠ নয়, ঠক নয়। বড় কারিকর বাবুর হাতেকরে শেখানো কারিকর আমরা, শ্রমিক আমরা।

মাঃ। আমি বড় কারিকর বাবুর মাথা হেঁট হ'তে দেব নি। তাঁর আগে আমি গলায় ছুরি দেব।

শ্রঃ গণ। হেঁট হ'তে দেব নি। আলবৎ হেঁট হ'তে দেব নি। বড় কারিকর বাবু আমাদের বাপ মা, আমাদের মান ইজ্জৎ, আমাদের গুরু, আমাদের ইহকাল পরকাল। ওর জন্যি আমরা আজ খেতে পরতে পারছি।

গঃ। আর কেন মাথায় হাত দিয়ে বসে তুমি, খুড়ো? সবাই কাজে লাগতে প্রস্তুত। যতক্ষন না কাজ শেষ হয়, ভাল মাল না ওঠে কেউ ঘর যাবে না। এখন কাজ চালু হ'ক, হুকুন দাও।

জঃ। চলুক কাজ তবে। ছুটির ভোঁ হ'লে কেউ যেন ঘর যায় নি।

গঃ। কেউ যাবে না। এস সবাই। এইবার ভাল করে কাজ করি, এস ভাইরা।

মাঃ। আপনার আপনার জায়গায় দাঁড়াগে সব। কাজ ঠিক ঠিক করবি। নয়ত খুনোখুনি হবে বলে দিচ্ছি, হাঁ।

[ভিড় ভাঙ্গিল। সকলে আপন আপন কার্য্যস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিল। জনার্দ্দন প্রভৃতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কালীনাথের অট্টালিকা।

ভাঁড়ার ঘর।   সৌদামিনী ও সুধা।

কাল—অপরাহ্ন।

[সৌদামিনী কুটনা কুটিতেছে। সুধা সেইখানে চাবির আঁচলটা ঘুরাইয়া মার সহিত কথা কহিতেছে।]

সৌঃ। বঁটীখানা পাড়লি না ? সেই অবধি এত করে বল্লুম !

সুঃ। কি করব বল, আমি কুটনো কোটা ঝি হতে পারব না।

সৌঃ। ঐ রকম করেই কি মাকে জবাব দিতে হয় ?

সুঃ। আচ্ছা I beg your pardon, মা শুনেছ, দাদা যায় কারখানায়, বাবা যান না ?

সৌঃ। জানি না।

সুঃ। বাবা কেন যান না; মা ?

সৌঃ। কি জানি। তা যাই বল তোমায় যখন দুদিন পরে, শ্বশুরের ঘর করতে যেতে হবে, তখন কি করে কাজ করবে সেখানে ? সংসারের কাজ বলতে কিছুই শিখলে না।

সুঃ। মা আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, দেখো, ও সব ছোট কাজে কলেজে পড়া মেয়েকে কেউ কখন নিযুক্ত করবে না। আর করে যদি ভুল করবে !

সৌঃ। যদি ফুট ফুটে নাতি নাৎনী আমার দেখা দেয়, তাদের গরবে গরবিনী

মা হয়ে তাদের মানুষ করবি কি করে ?

সুঃ। কেন, nurse আসবে। ভাল European nurse রেখে দেবেন বাবা।

সৌঃ। তাহলে কিন্তু বাছা সে সব ছেলে মেয়েরা নার্সেরি ছেলে মেয়ে হবে।

সুঃ। তা হ'লেও তাদের কেউ খারাপ বলবে না। ভালই বলবে। মা! তোমার মতে, মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি যখন আমার আর aim, ambition, career, এসব কিছু দরকার নেই। আসল সত্যি কথাটা শুনবে তবে ?

সৌঃ। শুনি।

সুঃ। আমি, রমলা, পপি, আরতি সকলেই ঠিক করেছি, বিয়ে করব না।

সৌঃ। ওমা এমন কথাও কস্মিন কালে শুনেছে কেউ ?

[পাচক ঠাকুর প্রবেশ করিল]

ঐ বগি থালাটায় ঝোলের আনাজ আছে। ঠাকুর, মাছগুলো ভাল করে সাঁত্‌লে নেবে। ঐটেই নিয়ে যাও না। আবার ডান হাতে ও থালাটা নাও কেন ? সেদিনকার মতন করবে। ঝোলের আনাজ তরকারিতে আর তরকারির গুলো ঝোলে দিয়ে বসবে।

পাঃ। একদিন হ'য়েছিল মা, আবার রোজ কি হইবার আছে ?

সুঃ। নেইত ? আচ্ছা, ডান হাতে তোমার কিসের থালা ? ঝোলের না তরকারির আনাজ আছে ?

পাঃ। দিদিমনি মতে পরক করিচে।

সুঃ। বল, তা নয়ত যেতে পাবেনা।

পাঃ। মা।

সৌঃ। সুধা—

সুঃ। ও বলে যাক না। ডান হাতের থালায় কিসের আনাজ আছে, ঝোলের না তরকারির ?

পাঃ। মা।

সুঃ। বলেই যাও না বাপু।

পাঃ। ডানহাতে তরকারির আনাজ আছে।

সুঃ। ঠিক বলেছে। মা, তোমার বামুন বগি থালার আনাজ সব তরকারিতে ঢালতে যাচ্ছে।

সৌঃ। এই তোমায় বল্লুম বগি থালায় ঝোলের আনাজ।

পাঃ। আমি গুটা মনে করছি তাই! দিদিমনি গুলায়ে দিছে।

সুঃ। আচ্ছা আবার জিজ্ঞাসা করছি বল। বাঁ হাতে কি ঝোলের না তরকারির আনাজ ?

সৌঃ। আহা যেতে দে না। যাও তুমি ঠাকুর—

[পাচক ঠাকুর দুইখানি থালা লইয়া প্রস্থান করিল]

সুঃ। যেম্‌নি একটু গর্জ্জন করে উঠল, মা অম্‌নি ভয়ে আড়ষ্ট। ঐ করেইত লোকজনেদের discipline থাকে না।

[মহেন্দ্র প্রবেশ করিল]

দাদা দুটো সাইন বোর্ড করে দিতে পার ?

মঃ। কি হবে ?

সুঃ। একটায় লেখা থাকবে ঝোলের, আর একটায় তরকারির।

মঃ। যা, বকিস নি। এমন ফক্কুড়ি করতে শিখেছে। বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেছেন জান মা ?

সৌঃ। না। জানিনাত'।

সুঃ। আমি বলছি। বাবার জুতোর আওয়াজ পেয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যাচ্ছিলেন।

সৌঃ। কি দরকার ?

মঃ। কারখানায় কি হচ্ছে সেই খবরটা বাবাকে দেব।

সৌঃ। কি হচ্ছে ?

মঃ। মাল বাতিল হয় খারাপ মাল বলে। তারপর বড় কারিকর বাবু বাবার ভয়ে সারারাত কারখানা চালিয়ে ভাল মাল তুলে দিয়ে তবে কারুকে ঘরে যেতে দেবেন।

সৌঃ। বলিস কি ! সারারাত কাজ হবে। সারাদিন খাটুনির পর আবার সারারাত। পারবে অত খাটতে ?

মঃ। বড় কারিকর বাবুর হুকুম।

সৌঃ। চল না, বলবি। আমিও শুনব, সুধা মা, বামুনকে একটু বলে আয় না যেন মাছ গুলোকে ঠিকমত সাঁৎলাতে নিতে ভুল না করে।

সুঃ। ও বাবা ! এখনি ফোঁস করে উঠবে। তোমার লোকেদের সঙ্গে কথা কওয়া যায় ? discipline জানে না। ও আমি পারব না।

মঃ। তাদের discipline জ্ঞান নেই, আর তোমান খুব আছে।

সুঃ। You better oil your own machine please.

[সুধা প্রস্থান করিল]

সৌঃ। থাক মা।

মঃ। বড্ড ইংরিজি শিখেছে

[সৌদামিনী ও মহেন্দ্র প্রস্থান করিল]

সপ্তম দৃশ্য।

জমিদার ভবন।

কাল—অপরাহ্ন।

[রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, মাথায় গামছা ঢাকা, ঝাঁটা দিয়া কালীনাথ ছাদ ঝাঁট দিতেছেন।]

[সৌদামিনী ও মহেন্দ্র প্রবেশ করিল]

সৌঃ। ও মা! এ কি করছ তুমি ।

কাঃ। এঁ্যা কি কোঁরছি আঁমি ?

সৌঃ। লোকে শুনলে কি বলবে ?

কাঃ। লোকের কথায় গেলে তোমরা!

সৌঃ। ঝাঁড় দেবে তুমি!

কাঃ। মহাভারত তবে অশুদ্ধ হয়ে গেল ?

সৌঃ। কেউ যদি ছ্যাখে কি বলবে ?

কাঃ। কি বলবে ? লোকেরা বলে তাদের জিজ্ঞাসা কর, যখন নল বুজে গিয়ে ছাদ দিয়ে ঘরে জল পড়বে, তখন কি তারা এসে আমার ছাদ মেরামত করে দিয়ে যাবে ?

মঃ। অনন্তকে বল্লেই হ'ত।

কাঃ। আর কি, বল্লেইহত! তার আর কাজ নেই ?

সৌঃ। আচ্ছা আমায় ঝাঁটা গাছটা দাওত।

কাঃ। তারপর ?

মঃ। নীচে চলুন কথা আছে।

কাঃ। কি কথা। কারখানার— ?

মঃ। হাঁ।

কাঃ। আমি কারখানার কোন কথায়—

মঃ। কেন বাবা ?

কাঃ। কেন— ? ঐ জনার্দ্দনটা কত বড় shrewd, তা জান ? হাফিজবে insfluence করে নিজের নামে সব করে নিয়েছে।

মঃ। বড় কারিকর বাবু !!

কাঃ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার বড় কারিকর বাবু। Rascal কে আর ও নামে ডেক না। I object to it.

মঃ। বাবা, বড় কারিকর বাবু এই আমাকে নিজে বল্লেন "আপনি যদি কাল কারখাখায় যান, আর নমূনা মাফিক মাল চান, তখন কি দেব"। এ কথা বলবার মানে কি ?

কাঃ। মানে কি। কত বড় ভেতর বুজে, তা বোঝ। তোমাকে হাতে রাখছে। ভেতরে ভেতরে উদ্দেশ্য আছে। Dangerous লোক ! Dangerous !! Dangerous !!! এদিকে কারখানাটা নিজের নামে registry করিয়ে নিয়ে তবে ছেড়েছে। বুঝলে মনু, ওর পেটের ভেতর ডুবুরি নাবালেও তল খুঁজে পাবে না।

সৌঃ। তুমি কারখানাটা ওর নামে লেখাপড়া করে দিয়েছ ?

কাঃ। না দিয়ে করি কি ? নিলেমের চাপ আছে পেছনে। হাফিজ শাসাচ্ছে।

মঃ। সব মিথ্যে। বড় কারিকর বাবু মিথ্যুক, তুমি সেটা আজ জানলে।

কাঃ। হাফিজে আর ওতে কারখানাটা চালাবে। এ অনেকদিন বড় করেছে।

মঃ। এ কথাত বল্লেই পারতেন, লুকোবার কি দরকার ছিল ?

কাঃ। Diplomacy। ওর ভেতর মতলব আছে।

সৌঃ। চুপি চুপি কারখানাটা বেহাত করলে তুমি। আমরা কেউ একবার জানতেও পারলুম না। অমন কারখানাটা।

কাঃ। জানতে পারলে কি করতে ? আচ্ছা কি করতে ?

সৌঃ। দিলে যদি, একবারে সবটাই কি দিতে হয় ?

কাঃ। শোন, তোমার মার একবার কথাটা শোন। কারখানাত আর বাগানের কলার কাঁদি নয় যে তু চার ছড়া রেখে বাকিটা দেব ?

মঃ। তাহ'লে "আপনি আসেন না" একথা কেন বল্লেন ?

কাঃ। এবার যদি বলে, তুমি বলবে "বাবা কি চাকরের চাকর হতে আসবেন" ? এ কথা বলবে। যেমন লোক, তাকে তেমন উত্তর দেওয়া চাই।

মঃ। আমি এখনি যাচ্ছি বলতে। এখনি বলব।

কাঃ। পেটে পেটে বুদ্ধি ! ওরা এক রকম লোক। ওদের তুমি চেন না।

[সৌদামিনী সম্মার্জ্জনী হস্তে কাজে প্রবৃত্ত হইল।]

[কালীনাথ ও মহেন্দ্র প্রস্থান করিল]

অষ্টম দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

কাল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ

রেবতী ও ভূপীন।

ভূঃ। তারপর জান পিসি? বাবা ঝাঁপ ঝাঁপ ওড়ালো। আমি ভাঁড় ভাঁড় ওড়ানু। কত ভাঁড় যে রস খেনু পিসী কি বলব— গোণে শেষ হয় নি। এত ভাঁড় খেয়েছি।

রেঃ। দূর তোর ছাই কথা, শুনব নি। আমার কাজ আছে।

ভূঃ। এই দেখ দেখি! আমি যে গান গাব। বড় দাদা কোথায়? হ্যাতাকে আসবে নি ত?

রেঃ। পুকুর পাড়ে গেছে। এইবার এ্যাসবে।

ভূঃ। বল কি এ্যাসবে— তবে শোন পিসী। গান পিসী, শুনে নাও পিসী। এমন গান আর শুনবে নি কওন। হায়, হায়!

[রেবতী হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসিল]

(গান)

পাঁচ গাছি মল পায় গো দিদি,
পাঁচ গাছি মল পায়।
স্যাকরা মেয়ে স্যায়না হ'য়ে,
মাজা দুইলে যায়॥

রেঃ। আ মোল যা! যাঃ তোকে আর গান করতে হবেনি। তুই ঘর যা। ঘর যা। যা বলছি। ওঠ্। যা, যা, যা।

[ছোট মা প্রবেশ করিলেন]

ছোঃ মাঃ। কি হয়েছে রেবা? ওকে অমন করছিস্ কেনে?

রেঃ। দেখনা মা, গানের ছিরি। মুখে দুগ্‌গন্ধ, বলে রস খেয়ে এসেছে।

ভূঃ। বাপ দিলে ত খাবু নি? চারটে বিড়ি দেছ্যাল, তা শুদ্দু খেয়েছি।

রেঃ। গান করছে অসভ্যো গান।

ভূঃ। হ্যাঁ অসোব্যো! ভাল গান। শোন দিদি। আমি গাই—(পাঁচগাছি—

রেঃ। জ্যাঠাবাবু এলে বলে দেব। গাওনা। খুন করবে তোমায়।

ভূঃ। (গানের সুরে) স্যাকরা মেয়ে স্যায়না হয়ে—

রেঃ। আবার? মুখ টিপে ধরবো।

ভূঃ। দেখছ? ছেড়ে দাও আমায়।

[ছোট মা টানিতে টানিতে ভূপীনকে লইয়া ভিতরে যাইতে লাগিল। ভূপীন গাহিতে গাহিতে, তালি দিতে দিতে যাইতে লাগিল। রেবতী পশ্চাদনুসরণ করিল। ত্রৈলোক্য প্রবেশ করিল। তাহার থলিটা বিছাইয়াছে সবে, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল।]

ত্রৈঃ। কে?

[উত্তর আসিল "বাবু বাড়ী আছেন?"]

খুলছি, খুলছি দাঁড়াও।

[ত্রৈলোক্য দ্বার খুলিল। হাফিজ মিঞ্যা প্রবেশ করিল]

আপনি বস। আমি এসতিছি।

[ত্রৈলোক্য প্রস্থান করিল এবং জল, ঘটী ও গামছা লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল।]

হাঃ। এ জল আনতি গেলে কেনে বাবু?

ত্রৈঃ। এত রাস্তা হেঁটে এ্যালে তুমি, পা-টা, হাতটা, মুখটা ধোবেনি? জল দিই, এস বাবু। হাত মুখ ধোও।

হাঃ। হুঃ। জলে কুছ কাম নেই বাবু।

ত্রৈঃ। না, না। সে কি হয়? হাত মুখে জল দিবে নি-কি হয়? নেও, এস।

হাঃ। হুঃ। মিথ্যা কেনে কষ্ট করলেন? থোড়াই হেথা নিমাজ পড়তে আসছি।

ত্রৈঃ। এ কি ঠিক, ফিরায়ে দেবা কি ঠিক!

হাঃ। তুমি বলতি পার, বড় কারিকর বাবু কখন আসবান?

ত্রৈঃ। ঠিক বলতি পারি না। কখন দেরি হয়, কখন আবার এমন সময় এ্যাসে। তার ঠিক নেই।

হাঃ। বড় কারিকর বাবু কে লাগে তোমার?

ত্রৈঃ। আমার? ছোট ভাই।

হাঃ। আপন বাই?

ত্রৈঃ। আপন না ত কি? মার প্যাটের ভাই।

হাঃ। সেলাম বাবু। সেলাম, সেলাম। আপুনি জল আনচেন পাঁ ধুলাই করাতে? তোবা, তোবা। কি আপশোষ! আমি জাতে মোছলমান!

ত্রৈঃ। আমি কি জানি না, তুমি হাফিজ সাহেব? কামার পাড়ায় তোমার বড় বাড়ি, বড় নোক তুমি?

হাঃ। জেনে পানি আনছ্যালেন আপনি? এ আপনার মোহব্ব।

ত্রৈঃ। তামাক ইচ্ছে করবে কি? আনব?

হাঃ। না মুশায়। আমি ঠাওরাতে একটু ভুল করেছিলাম। আপনি তেনার দাদা।

ত্রৈঃ। স্যাঙেতে বস। না আগে বস বাবু।

হাঃ। মুশয় একটা কাম ছ্যাল। বড় কারিকর বাবুর সাথে কয়বার লেগে আসছেলাম। তিনি যে কারখানাটা লিলেমে মোল করেছেন, তেনার সাথে তারই সম্মুন্দে কথা ছ্যাল।

ত্রৈঃ। মোল করেছে কি?

হাঃ। খরিদ লেওয়া বুঝেন? বড় ভারি কারখানা বাবু! চীনামাটীর কারখানা। বড় কারিকর বাবু খরিদ করে ছাছেন।

ত্রৈঃ। কিনেছে? জনার্দ্দোন? কারখানা কিনেছে!!!

হাঃ। হঃ। বড় কারিকর বাবু মালিক। আপনারে কয়বার ফুরসদ পান নাই। কি, আপনি শুনেন নাই?

ত্রৈঃ। না। আপনি বস, সে এ্যালে বল।

হাঃ। আর বসে কি করব! তেনারত আসার কিছু ঠিক ঠিকানা লাই। ও কয়বান আপনি। কারখানাটা কাজে লাগাবার কি কি প্রয়োজন শুনবার লেগে আসছিলাম। (কুলঙ্গিতে চরকা দেখিয়া) আপনি চরকায় সূতা কাটেন কি?

[ত্রৈলোক্য ইতিমধ্যে চরকা লইয়া বসিল]

ত্রৈঃ। তা মাঝে মাঝে কাটি।

হাঃ। এ চরকায় সূতা কাটে কিছু লাভ হয় কি?

ত্রৈঃ। যে ক'গাছা সূতা পাই, তাতে আয় দেখে। সূতা যে বড্ড আক্রা আমাদের ছ্যাশে।

হাঃ। কারখানাটা চালু হইলে পর, বড় কারিকর বাবু কাম স্মুরু করলি পর। একবার কারখানায় আমদানিটা হ'ক, দেখবান। আর অভাব বলি কিছু রইবে না। পেরকাণ্ড কারখানা। একবার যায়-এ দেখবান বাবু। সবচায়ে বড় কারখানা। এ অঞ্চল ভোর অতবড় কারখানা আর লাই। আমি চলি বাবু।

। যাবে আপনি? বসবে না?

হাঃ। উকিল বাবুরে টাইম দেইছি। আর বসবার পারছি না। আচ্ছা।

হাঃ। পুরাপুরি দলিল দস্তখৎ হয় নাই কিনা। সেইটার লেগে বড় কারিকর বাবু আমার গরে কাল ফজির ফজির একবার আসলি পরে, আমি সব বুঝায় দিমু।

ত্রৈঃ। তাকে বলব। তাকে বলব।

হাঃ। হুঃ। বলবান মুশায়।

ত্রৈঃ। আপনি এ্যাসেছালে, বলব। আর কাল সকালে তুমি ডেকেছ বলব।

হাঃ। হুঃ হুঃ। আমি এখন যাই বাবু। সেলাম।

ত্রৈঃ। নমস্কার।

[হাফিজ মিঞ্যা প্রস্থান করিলেন। পুনরায় দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ত্রৈলোক্য চরকা চালাইতে বসিল। রেবতী প্রবেশ করিল।]

রেঃ। জ্যাঠাবাবু, ও বুড়ো মানুষটি কে জ্যাঠাবাবু?

ত্রৈঃ। ও পাড়ায় বাড়ি। বড়নোক। কারবার করে। ওর নাম হাফিজ সাহেব।

রেঃ। মোড়লদের গরুটা ভারি পাজী। আজ সকালে ছাই ফেলতে গেছি, আর সেই ফাঁকে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। শ্যামলীর জাব হাঁউ হাঁউ করে খাচ্ছে। আমি যেই মারতে তাড়া করেছি, আমায় আবার শিং দেখাচ্ছে। তোমার সেই বড় নাটিটা নে গেনু, তখন পাইলে গেল।

[দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ]

খুলছি বাবা।

[দ্রুত গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল— মহেন্দ্র। রেবতী ছুটিয়া পলাইল। মহেন্দ্র প্রবেশ করিল।]

মঃ। আমি এসেছি। আজ বড় কারিকর বাবুর সঙ্গে আমার দরকার।

তিনি উপায়ক্ষম লোক। মাথা আছে, বুদ্ধি আছে। সম্ভবতঃ আপনাদের ইতিহাস সৃষ্টি করবার ইচ্ছা তাঁর আছে; দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রাম করার ইচ্ছা আপনাদের। বেশ তাই করতে ইচ্ছা হয় করুন। কিন্তু আমি বলব, "বড় কারিকর বাবু কারখানার একছত্র মালিক হ'য়েছেন বাবাকে কারবারে ফাঁকি দিয়ে"। তিনি আমাদের ডুবিয়েছেন। সব চেয়ে বড় কথা, আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এ কেন করলেন? এ তিনি কেন করলেন?

ত্রৈঃ। মন্নু বাবু যা বল, ঐ ব্যাঞ্চিটায় বসে বল। আমি শুনছি।

মঃ। আপনার সৌজন্যতার দরকার নেই। ঢের হ'য়েছে। বোঝা গেছে। খুব ভাল লোক আপনারা। বোঝা গেছে।

ত্রৈঃ। তুমি আমার উপর রেগে গেছ, না?

মঃ। ও সব গান্ধী-কায়দা চরকা-নিয়ে জানা আছে। গান্ধী শুধু চরকায় সুতো কাটতেন না। তিনি সত্য আর অহিংসা খুব বেশী মানতেন।

ত্রৈঃ। হাঁ মন্নু বাবু, তোমার কথা ঠিক। আমিত কিছু জানি না।

মঃ। আপনি জানেন না? তা যদি না জানতেন, হাফিজ সাহেবকে বাড়িতে পুরে তার পা ধোয়াতে যেতেন না। আপনাদের চালাকি সব জানি।

ত্রৈঃ। আইন মাফিক তোমারও "পা ধোওয়া" পাওনা, কেমন মন্নু বাবু? এস পা ধোয়াই। জল আনি?

মঃ। কে বোলছে? বড় কারিকর বাবুকে যা বলবার বলে আমি চলে যাব। বিদায় হব। এ বাড়িতে আর কখন ঢুকব না।

ত্রৈঃ। একদিন বলেছ্যালে, চরকা ঘুরিয়ে সুতো কেটে দেখবে? রাগের মাথায় সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ মন্নু বাবু?

মঃ। গঙ্গার জলে ফেলে দেব চরকা। বাড়িতে নেই জনার্দ্দন বাবু?

ত্রৈঃ। না মন্নু বাবু, জনার্দ্দন বাড়ি ফেরেনি এখন।

মঃ। আমি যাচ্ছি। আবার আসব পরে। তাঁকে বলবেন।

[মহেন্দ্র রোষভরে প্রস্থান করিল ও রেবতী প্রবেশ করিল]

রেঃ। জ্যাঠাবাবু, দরজাটা দি ?

ত্রৈঃ। হাঁ বন্ধ করে দে।

[রেবতী দ্বার অর্গল-বন্ধ করিল]

রেঃ। ও বাবু কি বল্লে তোমায় ?

ত্রৈঃ। কত কি বল্লে। তোর দরকার কি মা শুনে ?

রেঃ। কথা কইছে— না, তোমায় বাড়ি মারছে ।

ত্রৈঃ। রাগ হয়েছে কি না। তাই অমন।

রেঃ। অত রাগ তোমার ওপর ? —কেনে ?

ত্রৈঃ। ওদের মনে কি শান্তি আছে ?

[পুনরায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল]

রেঃ। আমি পালাই জ্যাঠাবাবু। আমি খুলব নি। তুমি খোল।

ত্রৈঃ। তুই যা, মার কাছে কাজ করগে যা। আমি খুলছি।

[রেবতী ছুট দিল ও আবার কড়া নাড়ার শব্দ হইল]

কে ?

[উত্তর আসিল "আমি দাদা"]

খুলছি।

[ত্রৈলোক্য দ্বার অর্গল মুক্ত করিল ও জনার্দ্দন গৃহে প্রবেশ করিল।]

জঃ। দাদা, আজ আমাদের মাইনে ছ্যাল।

ত্রৈঃ। তাই বুঝি রাত হ'ল ? তোমার আজকাল এসবার ঠিকানা থাকে না।

জঃ। (ত্রৈলোক্য চরকার কাছে বসিলে পর) দাদা, এই মাইনেটা।
(নোটের গোছা পায়ের কাছে দিল)

ত্রৈঃ। (হাতে উঠাইয়া দেখিতে দেখিতে) এতে কত টাকা আছে ?

জঃ। তিনশো।

ত্রৈঃ। এঁ্যা— কত ? "তি—ন—শো" !

জঃ। হঁ্যা দাদা।

ত্রৈঃ। এত ট্যাকা মাইনে হয় ?

জঃ। ধরেছে ওরা—

ত্রৈঃ। কে ধরবে ?

জঃ। বড় বাবু আর হাফিজ সাহেব।

ত্রৈঃ। তবে যে শুনছি, তুমি কারখানার মালিক ?

জঃ। কে বল্লে ? ওসব বাজে কথা শোন কেন ?

ত্রৈঃ। তোমার কি বড় লোক হবার ইচ্ছে নেই ?

জঃ। বড় লোক হ'তে গেলুম কেনে !

ত্রৈঃ। তোমার জীবনে আনন্দো ভোগ করবার জন্যি।

জঃ। তোমার আশীর্ব্বাদ চাই দাদা। অমন আনন্দো চাই না।

ত্রৈঃ। আমি মুরুক্ষু মানুষ আমার আবার আশীর্ব্বাদ ! নাও। ট্যাকাটা তুলে রাখ, ভাল করে। খোলা যায়গায় রেখনি যেন। আবার চোর ডাকাত পড়তি পারে বাড়িতে।

জঃ। দাদা, টাকা আমি কেনে রাখব ? রোজগার করে এনে আজ বাবা থাকলি পরে, বাবার হাতে দিত্তোম্। বাবা নেই, তুমি আছ। তোমার হাতে দিয়েছি। তুমি রাখবে না ?

ত্রৈঃ। কেনে ! কি হবে, অত ট্যাকায় আমার কি দরকার ?

জঃ। তোমার ট্যাকা যে ?

ত্রৈঃ। না তোমার, তোমার। তুমি রেখে দেবে, খরচ খর্চ্চা করবে। দেবে খোবে। আমোদ আহ্লাদ করবে। তোমার বাড় বাড়ন্ত হোক। পাকা এমারত হোক। ডেপুটীর মাইনে তোমার। ডেপুটীর মতন এমারত হোক।

জঃ। দাদা, কি বল! আর ট্যাকায় বুঝি তোমার দরকার নেই?

ত্রৈঃ। কি দরকার বল?

জঃ। এই সেবার হাটে গেলে ট্যাকায় কুলাল নি। কাপড়, গামছা কিনা হ'ল নি। সোমবচ্ছর ছিঁড়া কাপড়ে, ছিঁড়া গামছায় কাটল তোমার।

ত্রৈঃ। আর সে দিন হবে নি আমি বেঁচে থাকতি। সূতার অভাব চরকায় মিটোতে পেরেছি। কথা হচ্ছে তা নয়। যদি মনে কর নাই কুলায়, ছিঁড়া পরবু নি। তবে কর্জ্জ করব।

জঃ। কর্জ্জ বলছ? ওবার সেই কর্জ্জ করনি? চাল বদলাতে কর্জ্জ করে আনলে নি?

ত্রৈঃ। কর্জ্জ শোধ দিয়েছি। কেউ আর একটা পয়সা পায় নি।

জঃ। না বলছি, ঠ্যাকাত তোমার আছে।

ত্রৈঃ। কবে ঠ্যাকা এসবে, তার জন্যি ট্যাকা জোগাড় করে নে, বসে থাক্তি হবে? এমন বিবিষিকের জীবন আমি করিনি।

জঃ। ট্যাকাটা থাকলে ঘরে, ঠ্যাকায় কাজে নাগ্‌তো।

ত্রৈঃ। তুমি কি মনে কর জনার্দ্দন, আমার ঠ্যাকার বরাত তুমি ট্যাকার রাশ ঠেলে ফিরিয়ে দেবে?

জঃ। না, তা বলছি না।

ত্রৈঃ। বরাত ফেরাতে মানুষ পারেনি। যিনি আমার ঠ্যাকায় চাইলে দেন এক শুধু তিনিই পারেন।

জঃ। দাদা তবে কি এ ট্যাকা বড় বাবুকে ফিরত দিয়ে এসব ?

ত্রৈঃ। তবে কি তুমি ধনী হবার নোব করনি ?

জঃ। না দাদা।

ত্রৈঃ। তবে কি তুমি কারখানার মালিক হও নি ?

জঃ। না দাদা।

ত্রৈঃ। তুমি কি সত্যি সত্যি বড় বাবুর কারখানার নোব করনি কোন দিন ?

জঃ। না দাদা, করিনি কোনদিন।

ত্রৈঃ। এইযে আমাকে বিশ্বেস করালে—

জঃ। কে বল্লে ?

ত্রৈঃ। কেনে, ঐ হাফিজ সাহেব। তারপর মনু বাবু।

জঃ। ওরা কি এ্যাসেছ্যাল ?

ত্রৈঃ। হ্যাঁ।

জঃ। ওদের কথা ছেড়ে দাও।

ত্রৈ। তুমি বল। আমার সাথে অসোদভাব হবে, ভয় কর নি। একবার তুমি সত্যি কথা কি, মন খুলে বল।

জঃ। দাদা, এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি বড় বাবুর কারখানার নোব করিনি।

ত্রৈঃ। যাক্, তুমি আমায় বাঁচালে। আমি ভেবেছ্যানু বড়া বয়সে বুঝি ভাইটা জাত হারাল রে। বড় নোক হ'ল, আমায় তাই দেখতে হবে। ভাই বড় নোক হ'লে শান্তি পাবে নি। ভাই ট্যাকার নোভ করলি পরে, হরিকে পাবে নি। ওঃ তাদের মনে কত অশান্তি! তারা জানে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কারখানাটী তুমি নিয়ে নেছ।

জঃ। কে বল্লে, মনু বাবু ? আমি যাচ্ছি।

ত্রৈঃ। যেতে হবে নি। সেই আবার এসবে বলে গেছে।

জঃ। না দাদা, আমি এখনি যাব।

ত্রৈঃ। যাবে ?

জঃ। তেতক্ষণ দাদা, ট্যাকাটা রাখবে নি তুমি ?

ত্রৈঃ। তা রাখব নি কেনে, দাও। (যে থলির উপর বসিয়াছিল' তাহারই একটা পাট উঠাইয়া টাকা রাখিয়া, চাপা দিল।) একটু জিরিয়ে গেলে হ'ত নি ?

জঃ। না, আগে সেরে আসি।

ত্রৈঃ। তাদের বড় মনে অশান্তি।

[জনার্দ্দন দরজা খুলিল]

জঃ। যাই দাদা।

ত্রৈঃ। দুর্গা শ্রীহরি ! দুর্গা শ্রীহরি !! দুর্গা শ্রীহরি !!!

[জনার্দ্দন প্রস্থান করিল]

[দ্বার দিয়া ত্রৈলোক্য আবার
আসিয়া চরকা লইয়া বসিল]

সবই তোমার খেলা। হরি, তুমি আমার মনের ভূল ভাঙ্গালে। মিথ্যে মিথ্যে অমন ভাই আমার, ওটারে সন্দিয় করেছি !

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

নবম দৃশ্য।

চীনামাটীর কারখানা।

ঘাট।

[ঘাটের ধারে মালের বাক্স লাট লাগান আছে। মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকা ঘাটে ভিড়াইতেছে।]

গান

মাঝিগণ।

জল এল রে, জল এল রে।
মরা গাঙ্গের বুক চিরে ভাই,
জল এল রে॥

শেওলা ভরা নদীর কূলে,
দাঁড়িয়ে একা আপন ভুলে,
বেগনী রংয়ের শাড়ি পরা
পল্লী মেয়ে রে॥ (ও

কলসী-খানা ঝাঁপিয়ে উঠে,
কাঁকের পরে সোহাগ লুটে,
বেড় দিয়েছে তারি গলে,
চাঁপার কলিরে॥ (ও সেই)

দখিণ হাওয়ায় নৃত্য করে,
চুলের গোছা মুখের পরে,

বরণটি তার বলব কি ভাই,
ভাষা নেইক রে ॥ (ও যে ভাই)

কলসী-খানা ভরে জলে,
সোণার বরণ আকাশ তলে,
বকুল ডালে কাল পাখী,
আকুল ক'রে রে ॥ (তার প্রাণ)

আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে,
ব্যথার কথা সব ভাসিয়ে,
চল্লো ধনি ঘরকে তার,
দূর গেরামে রে ॥ (ও সেই)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

[মেথর পল্লীর সন্নিকটে একটি ভাঙ্গা মন্দির। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘন জঙ্গল। মন্দিরের অনতিদূরে একটি কুটীর নির্ম্মাণ হইয়াছে। উহা পত্র ও আলিপনায় সুসজ্জিত। পল্লীস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বহু গ্রাম-বাসীরাও আসিয়াছে উৎসব দর্শন করিতে।]

কাল—অপরাহ্ন।

[গ্রামবাসীগণ ও মেথর পল্লীবাসিগণ।]

১ম গ্রাঃ। ঐ সেই জঙ্গলটা !! ওর মধ্যে কত কি পোঁতা আছে বাবা !

২য় ,, মাধব ছিল একদিন কি বলে— সর্দ্দার।

৩য় ,, তিন পুরুষে সর্দ্দার।

৪র্থ ,, ডাকাতের সর্দ্দার ?

১ম ,, ঐ ! ও কথাটা নাই উচ্চারণ করলে।

৪র্থ ,, বুঝেছি 'ডাকাতের সর্দ্দার বলব না।

২য় ,' 'একাতের সর্দ্দার' বলব না। দেখত।

৪র্থ গ্রাঃ। ভ্যাংচাবার কি আছে? ডাকাতের সর্দ্দারকে আবার তোমরাই বলছ তিন পুরুষে সর্দ্দার।

৩য় ,, ও বোকা লোকটাকে বের করে দাওত।

৫ম ,, তোমরা অত ঝগড়া করছ কেন?

২য় ,, এদের হুদ্দোর ভেতরে দাঁড়িয়ে যেটা মনে রেখে কথা কইলে হয়, কিছুতেই তা করবে না।

৬ষ্ঠ ,, ক্ষেপে ওঠে যদি। চারটে দারোগার মণ্ডড়া নিত এককালে। এখন অনেক ঠাণ্ডা হয়েছে, ভয় নেই।

৫ম ,, দারোগারা ও ক্ষেপেছে শুনলে তেজপাতার মতন ভয়ে থর থর করে কাঁপত।

৬ষ্ঠ ,, তারপর ঢেঁকি ঘুরিয়ে লড়াই দেওয়া। এখন সে অনেক বদ্‌লেছে।

১ম ,, ও গোলাপীর মা, তুমি যে বল্লে এখানে আজ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হবে?

১ম মেঃ রাণী। তাইত শুনছিলাম।

২য় ,, ,, না বাবু, দা-ঠাকুর এসবে।

৩য় ,, ,, আচ্ছা হ্যাঁ গোলাপীর মা, তোমাদের কি সেইজন্যে এত সাজগোজ? সবাই পায়ে জুতো এঁটেছ। রং বেরংয়ের কাপড়, জামা চড়িয়েছ। সব খুব সাজিয়েছ।

১ম ,, ,, আমাদের কি সাধ যায়না বাবু সাজতে, সাজাতে?

১ম গ্রাঃ। অবশ্য অবশ্য। সাজ, সাজাও। যত পার সাজ।

২য় ,, কিছু মনে করনা। তোমাদের পূজার ব্যাপার মনে করে বলছি। কারুর হাতে শাঁক, কারুর হাতে ধুনো, গঙ্গাজল। পায়ে জুতোটা যে খাপ খায় না।

১ম মেঃ রাণী। এই সব তরে তোদের বলেছিলুম জুতোটা থাক। তোরা কথা শুনলি না। খোল পা থাকে জুতো। খালি পা কর। সবায়ের জুতো খোল।

৪র্থ গ্রাঃ। মদ্দগুলোর সাজ দেখেছ? চুলের বাহার ঠিক আছে। ঐ গেঞ্জী, কেউ ফতুয়া নিয়ে মাটি করেছে। কোটের ওপর গেঞ্জী চড়িয়ে তার ওপর গামছা!

৫ম „ কেউ আবার মালকোঁচার ওপর গামছা!

১ম „ কি, কি, ব্যাপার কি?

১ম মেঃ এই— এই দেখে এনু তাই বলছি।

২য় „ কানাই, কি দেখলি রে?

১ম „ বাঁকের মুখে দেখনু, সর্দ্দার পিছনে আছে। নিতাই দা দা-ঠাকুরের সাথে সাথে আসছে।

২য় „ সবাই পথ দে। সরে যা— পিছনে, পিছনে।

৩য় „ আগে বাড়, ও বাগে। আগে আগে।

৪র্থ „ হাট না। (ধাক্কা দিয় সরাইয়া)

৩য় গ্রাঃ। এই, গণপতি আসবে তাই নিয়ে এত ঘোঁট পাগাচ্ছে কেন বলত?

১ম „ গণপতি এখন এদের বামুন, নিন্দে ফিন্দে কর না।

৩য় „ আচ্ছা; লোকটা কি! অমন কালী মন্দির ছেড়ে এই ভাঙ্গা মন্দিরের পূজারী হ'তে এল?

৪র্থ „ কি জন্যে এল, কেন এল। কটা আম, ক হাজার ডাল, ক হাজার পাতা। তোমার অত খবরে দরকার কি বলত? আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও না বাবা।

১ম „ ঠিক বলেছ।

৩য় গ্রাঃ। জানাইত যাচ্ছে। এদের বামুন হলে— আজকাল এদের রোজগার ভাল হচ্ছে— পয়সা আমদানী হবে ভাল।

সকলে। আসছে, আসছে। এই আসছে। চুপ। সরে সরে দাঁড়া। এই। চোপ। চুপ্, চুপ্।

[গণপতি, নিতাই, মাধব, অবিনাশ,
করুণা প্রভৃতি প্রবেশ করিল]

[মেয়েরা উচ্চৈঃস্বরে উলুধ্বনি দিয়া উঠিল। শাঁক বাজিল। পায়ে জল ঢালিল। সরায় আগুন ধূপ, ধূনা আনিয়া ধরিল। আঁচলে পা মুছাইতে একদল মেয়ে অগ্রসর হইল। একজন বৃদ্ধা আপন কেশগুচ্ছ হাতে লইয়া মুছাইতে যাইল। গণপতি ও নিতাই আপত্তি করা সত্বেও যখন শুনিল না, তাহারা দুইজনে সাষ্টাঙ্গে প্রণমিত লোকেদের কাটাইয়া, মন্দিরের চাতালের উপর উঠিয়া বাঁচিল।]

মাঃ। দা-ঠাকুর! একবার যে নেবে আসতে হবে। ঐ লোতুন ঘরে পেরবেশ করতি হবে।

গঃ। না বাবু। এমন করলে পারব না। পালিয়ে যাব।

মাঃ। কি, কেউ আর কিছু করে, আমি তার দায়ী থাকব। এই, সবাই লড়বি না। যে যেথাকে খাড়া আছিস, লড়বিনি। খবরদার। এস এবার দা-ঠাকুর।

[মাধব গণপতি ও নিতাইকে
লইয়া নব নির্ম্মিত কুটীরে
উপস্থিত হইল।]

গঃ। আমরা আজ শেষ করছি না, তোমাদের কাছে থাকব তাই আরম্ভ করছি। তোমরা সহজ ভাবে আমাদের নাও যদি, আমরা থাকতে পারব। আর যদি তা না পার, বিদায় চাইব।

মাঃ। সহজ ভাবে নেব, দা-ঠাকুর। নেব, কেমন করে নেব বলে দাও। তুমি আমাদের সাথে বাস করতে এসেছ। লোতুন ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছ। আমাদের যে আনন্দে প্রাণটা ভরে যাচ্ছে। গান্ধীজী! কোথায় তুমি, তুমি ছিলে তাই আমাদের বরাত আজ ফিরল। ওরে যোগীন, ওরে অবিনাশ, ওরে করুণা, ওরে যে যেথায় আছিস আয়, আয়, দেখে যা আমাদের ভাগ্যিটা। আমার যে মরতে ইচ্ছে করছে। এত আনন্দের মধ্যে আমার মরণ হয় না কেন? আহা! আজ আমাদের পল্লী শুদ্ধ্ হ'ল। ওরে আর কারুকে কাশীতে মর্ত্তে যেতে হবে না রে।

গঃ। ভাই মাধব! স্থির হও। শান্ত হও। ভাই জন্ম জন্ম ধ'রে তোমাদের সেবা খেয়ে এসেছি। এবার তোমাদের অজস্র সেবা করে তোমাদের ঋণ কতকটা শোধ দিতে পারি যেন, হে গান্ধীজী এই আশীর্ব্বাদ কর।

নিঃ। ভাই অবিনাশ, স্থির হও। ভাই করুণা, শান্ত হও।

মাঃ। দা-ঠাকুর একটি বারের জন্যে, একটি বারের জন্যে হুকুম দাও, এই ধূলাতে গড়াগড়ি খাব। একটিবার।

গঃ। শোন মাধব, হুকুম তিনি দেবেন— সবাই একসাথে গড়াগড়ি খাব। এস সবাই মিলে হরিনাম করি, রাম নাম করি; করে গড়াগড়ি খাব।

মাঃ। জয় বাপুজীর জয়! জয় গান্ধীজীর জয়!! জয় মহাত্মাজীর জয়!!! বল হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিঃ। "রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতারাম॥
ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম।
সবকো সম্মতি দে ভগবান॥
যোভি আল্লা সোভি রাম।
সবকো সম্মতি দে ভগবান॥

[মুহুর্মুহু হরিধ্বনি হইতে লাগিল। রাম নাম হইতে লাগিল। গান্ধীজীর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে নাচিতে নাচিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]



দ্বিতীয় দৃশ্য।

রায়বাহাদুরের গৃহ।

বাথরুম।

[আধুনিক বাথরুম। সেই বাথরুমের অর্দ্ধেকটুকু সাদা রংয়ের ফার্নিচারে সুসজ্জিত। বড় বড় আয়না দেওয়ালে ঘরে একটি কাঁচের দরজা বসান আলমারিতে নানাবিধ যন্ত্র ও প্রসাধনের দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। মহিলাগণ নখ কাটিতে, চুলের প্রসাধন করিতে সকলেই ব্যস্ত]

কাল—মধ্যাহ্ন।

[রমলা, অরুনা, কল্পনা, আরতি ও সুধা।]

সুঃ। আজকাল আমাদের আর সেদিন নেই। সাহেব বাড়ি থেকে দেদার জিনিষ আসছে। দেদার দেদার— মার জিনিষ পর্য্যন্ত।

অঃ। বল কি আসছে, মার খড়কে কাটী, সাড়ি গামছা-সব ?

সুঃ। ঐ সব বুঝি বলেছি ?

আঃ। আমি জানি যা দিয়ে সক্‌ড়ি পাড়া হয়, তাই প্যাকেট প্যাকেট আসে।

সুঃ। না মশাই, যে ছাই ছিল জুতো পরা নিয়ে মা একদিন চোখের জল ফেলিয়ে ছেড়েছেন। আর রুজ, পমেড, ক্রিম যেগুলো মার ত্বচক্ষের বিষ ছিল, যেগুলো আসছে। ছোট-দা, দাদা যে যখন কলকাতা যাচ্ছে এত এত আনছে। মা আর কথাটি বলে না।

কঃ। তোমার মা একটি remark করেছেন সেদিন কানে এল। কে বলছিল, তিনি ব্যাগ, প্যারাসোল হাতে মেয়েরা বেরোন মোটেই like করেন না।

রঃ। সুধা, তুমি কিছু মনে কর না ভাই, তোমার মা কি মনে করেন অমন করে কেউ বেরোলেই, তার দৈহিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে?

অঃ। প্রবীনেরা তাঁদের নোংরা অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারেন না, তাই জগৎটাকে তাঁরা সন্দেহের চোখেই দেখে থাকেন।

আঃ। আচ্ছা বল, সুধার মা যদি the only lady in the universe হ'তেন, আমি গ্রাহ্য করতেম না, 'যেতে দাও' বলতেম। কিন্তু সুধার মা একটা communityকে represent করছেন। আর সে community is still a very large community.

কঃ। I agree with you আরতি। আমার বিশ্বাস, এখন যে পুরুষদের সম্পর্কে আধুনিক মেয়েরা shy; তাদের সঙ্গে freely মেলামেশা করতে চায় না, তার কারণ পুরুষরা যে শুধু তা নয়। সুধার মার মতন প্রবীণারা যাঁরা এমন নবীনা মেয়ের দল তৈরী করছেন যে পুরুষ দেখলেই সঙ্কুচিত হ'য়ে একবারে শালপাতার ঠোঙ্গা হ'য়ে যায় তাঁরাই really responsible.

অঃ। পুরুষরা স্বভাবতঃ সুবিধে পেলেই অত্যাচারী হ'য়ে দাঁড়ায়। তারপর যদি আবিল-বুদ্ধি, মূঢ়মতি প্রবীণেরা তাদের হাতে গড়া মেয়েগুলোকে সামনে ফেলে দেন, পুরুষরা অত্যাচারী হবেইত, এ আর তাদের দোষ কি? ঐ প্রবীণেরাই হলেন আমাদের সমাজের শত্রু। তাঁদের জন্যেই female emancipation আমাদের দেশে শেকড়

গাড়তে পারছে না। আমার বোধ হয়, তাদের পিছমোড়া করে বেঁধে সমাজ থেকে বিদায় করে দেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার।

রঃ। এ সব বিষয়ে আমাদের তৎপর হওয়া দরকার। আমরা যদি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকি, দেখ্‌বে নূতন সভ্যতার উদ্বোধনের পরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে বন্দীশালা বিস্তার লাভ করবে। পুরুষরা আবার মেয়েদের দিয়ে আবার দাসীবৃত্তি করাবে। তাদের গুদমজাত করে রাখবে।

অঃ। যখন আমরা জানি, এটা একটা axiomatic truth যে পুরুষরা সুযোগ পেলেই ঠিক একপেশে চাকা ঘুরিয়ে বসে থাকবে, তখন মেয়ে পুরুষ উভয়ে সমান দায়িত্ব নিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় কাজ করতে বসে যাতে, তার ব্যবস্থা মানে আইন laws frame করাবার চেষ্টা করিনা কেন।

আঃ। তাহ'লে that means আমাদের একটা Campaign— a tearing campaign start করতে হবে।

কঃ। হবে— কিন্তু সেটা কার বিরুদ্ধে করা হবে? পুরুষদের বিরুদ্ধে, না প্রবীণাদের বিরুদ্ধে?

রঃ। আমি বলি, Calcuttaয় চল। Let us convene a big meeting. Let us agitate there, তারপর একটা Association form করতে হবে। সেই Association থেকে আমরা Governmentকে দিয়ে bill pass করাব।

সুঃ। কিসের bill হবে, বাঃ সেটা বল্লে না?

কঃ। এতক্ষনে তবু সুধা একটা কথা কয়েছে। Bill হবে female emancipation এর বিপক্ষবাদীদের দমন আর স্বপক্ষবাদীদের পালন— সেই মর্ম্মে।

রঃ। Excellent idea. But I differ with you.

আঃ। কেন, তুমি differ করছ কেন ?

সুঃ। কেন differ করছ, তা বল ?

অঃ। ওসব করলে কাজ হবে। Direct action চাই। দেখছ না Labour direct action অর্থাৎ Strike করে করে কতদূর এগিয়ে যেতে পেরেছে ? আমাদেরও লাগতে হবে ঐরকম কিছু ভীষণ প্রতিবাদের list নিয়ে। Resolution কাগজে ছাপান is a tame process. প্রতিবাদের list হাতে করে প্রতীকার চাও দেখবে Tribunal appointed হ'য়ে যাবে। তারপর টক্ টক্ করে আইন সৃষ্টি হয়ে যাবে।

রঃ। একটা tearing campaign raise করা দরকার। সুধার মা বলে আমরা আরম্ভ করেছি discussion। কিন্তু এটা general discussion। তুমি কিছু মনে কর না ভাই।

সুঃ। মার সম্বন্ধে মিষ্টি কথার প্রত্যাশী হ'য়ে আসিনি ভাই। মা যে দুঃখ যন্ত্রনা দিয়েছে আমায়, মা বলেই আমি সহ্য করেছি। তা তোমরা কি জান ?

কঃ। আমি হ'লে তোমার মত অমন পড়ে পড়ে মার খেতুম না। আমার rights I must have. My rights there will be none to dispute. মা বলেই কি পীর না কি ? I will fight like a heroine.

আঃ। আমি চাই অসহযোগ আন্দোলন start করতে।

কঃ। কার বিরুদ্ধে ?

আঃ। পুরুষ, প্রবীণা সকলের বিরুদ্ধে। Direct actionএর armoury থেকে অনেক কিছু পাব।

অঃ। সে গুলো rust ধরা weapon। কেন বলছি। শুধু direct action হ'লে হবে না। Immediate action চাই। এখন মেয়েরা নোংরা কলঘর ব্যবহার করে। তুমি জান কানভাঙ্গা চ্যাঁৎলা পড়া গাড়ু মহাশয়কে নিয়ে হাত ধোওয়াতে আসে এখন। সেদিন ভাই এক জায়গায় নেমতন্ন খেতে গেছি ঐ রকম এক গাড়ু মহাশয়কে এনেছে। সেটা যেন রাগে ভরা টৈটুম্বুর এক প্রবীন মহাশয়! তুলতে গেলাম, হাত ফস্কে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমার জরির কাজকরা satin shoeএর উপরে। আর পড়ে তিনি বগ্ বগ্ বগ্ বগ্ বগ্ বগ্ করে কত যে অভিসম্পাত দিলেন, কি বলব।

কঃ। তারপর জুতো ভিজে ঢোল, ফিরে আসতে পথ পাও না। তুমি অত কি বলছ, পুরুষরা যখন ইচ্ছা বাড়ী আসবেন। তার জন্যে মেয়েদের বাড়ী থেকে বেরবার কোন time নেই— এমন অনেক আছে।

সুঃ। ভাই, চায়ের টেবিলে চা খেতে দেয় না। এমন অনেক বাড়ী আছে, নেমন্তন্ন করে floorএ বসিয়ে খাওয়ায়। এটা কি disgaceful ব্যাপার নয়?

আঃ। আমাদের নব সভ্যতার যুগে, নব সভ্যতা উদ্বোধন করতে আইন কানুন প্রয়োজন।

কঃ। নিশ্চয়ই।

সুঃ। নিশ্চয়ই।

অঃ। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

আঃ। মনে কর কেউ, আমি সুধার মাকে mean করছি না— কোন প্রবীণা, যদি নবীনা একটু ভাবে বিভোর হ'য়ে— এমন হয়ত হতে

পারেত — " নিমেষ তরে তাই আপন ভুলি,
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি।
অমনি চারিধারে, নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি॥ "

এ রকম case হ'লে সেই প্রবীণাদের কি হবে?

রঃ। Here is a specific case। এর solutionএর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

কঃ। I fully agree with you, যদি এই সব clements সমাজে থাকে, দেখবে নবীনেরা সমাজে টিক্‌তে পারবে না। আগুণে পুড়ে মরা, গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া, জলে ডোবা, পাড়ায় পাড়ায় daily incident হবে।

অঃ। আচ্ছা, মেয়েদের সমাজ যা চায়, পুরুষরা দেবে না কেন? What right the man has to interfere in the affairs of woman?

আঃ। I differ with you গোড়ায় বলেছি। fight করতে হবে। কি করে fight করবে, তাই বল।

কঃ। কি করে fight করবে, বলা বড় শক্ত।

আঃ। ঐ ঐ মেয়েছেলে কিনা। fight নাম শুনে ভয়ে পালাচ্ছে। female fight— male fight দু'রকম আছে।

রঃ। কি রকম, specific instance দাও।

আঃ। দিচ্ছি। Violent fight এই revolver, sten gun, Jipএ চড়ে গিয়ে attack করা, hand bomb এই সব use করে fight করা হ'ল Violent fight। আর এক রকম fight আছে তাতে এই

light লাঠী-chargeএর অবতারণা মাঝে মাঝে দরকার হ'তে পারে। খুব extreme caseএ। তাকে বলে non-violent fight.

রঃ। আমাদের কি lathi ধরতে বলছ? কথাটা কি, খুলে বল না ভাই।

সুঃ। সে আমরা ভয় করি না: জেলে যেতে হয় তাও পারি।

অঃ। কথাটা এই— ঘোরতর বিদ্বেষবাদীদের, সে নারী হোক, আর পুরুষই হোক, never mind, তাদের পদে পদে দুর্গতি ঘটাতেই হবে।

আঃ। Ah! এইবার পথে এস। অন্দরে বসে হবে না। fight, if you have to fight and fight like a heroine। Asquith Virgin অবস্থায় Theatre Hallএ এক সৈনিক পুরুষকে দেখে একটু মুগ্ধ হন। Play থামতে দুজনে হাত ধরাধরি করে সকলের সাম্‌নে দিয়ে জ্যোৎস্না-স্নাত footpathএর উপর দিয়ে কোন্ এক অজানা সত্যের সন্ধানে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। আমাদের সমাজে কেউ যদি তা করে, সেটা অমনি হৈঃ হৈঃ ব্যাপার হ'য়ে পড়ে কেন? Why?

কঃ। ও সব বিষয়ে যাই বল, দেশ এখন যে পরাভবের দেশ তাই আছে।

রঃ। ঠিক কথা। এখন উপায় কি?

আঃ। Ah! উপায় কি। উপায় খুব সহজ। একটা Consignment Jibet থেকে ভেঁপুর আমদানী কর। খুব লম্বা লম্বা— এই আট হাত অবধি লম্বা হয়।

সুঃ। কি, ভেঁপু!

অঃ। ভেঁপু!!

কঃ। Jibet থেকে ভেঁপু!!!

রঃ। আহা বলতে দাও না। তারপর ভেঁপু নিয়ে—

আঃ। বর্ষিয়াদের কানের গোড়ায় ধরে, খুব জোরে ফুঁ দিয়ে দাও। দেখবে পাগলের মতন ছুটবেন। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় একবার ভেঁপু হাতে করে round দিতে হবে। I tell you— আস্তে আস্তে সব সোজা হয়ে যাবে।

রঃ। এত হ'ল মেয়েদের বেলায়। আর পুরুষদের ব্যাপারে ?

আঃ। Don't worry ! বর্ষিয়াদের আয়ত্ত্বের মধ্যে আনতে পারলেই পুরুষরা আপনি টিট্ হ'য়ে যাবে।

রঃ। Wait। Light লাঠী-charge যেটা আগে বলেছ, ওটা আমাদের ঠিক suit করে না। ভেঁপুটা চলতে পারে। একটা medium sizeএর ভেঁপু হাতে করে বেড়ান বিশেষ Unruly দেখাবে না।

আঃ। Unruly ! পুলিসের rule যেমন, ঐটে আমাদের rule। সকলকে অবলম্বন করে চলতে হবে। sign of progress— ওটা হাতে থাকা মানে—

রঃ। O. K. তোমার এই novel discoveryর জন্যে আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি।

অঃ। I congratulate you !

কঃ। Congratulations— come on.

স্বঃ। Many congratulations.

[সকলে আরতির করমর্দ্দন করিল।

[দ্বারে ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল।]

রঃ। কে ?

(অন্তরাল হইতে— "জর্জ্জ")

Come in, George।

[খানসামা প্রবেশ করিল]

Russian ? তুমি ? তুমি ? তুমি ? all Russian.
Russian Tea— 5 Cups.

খাঃ। Thank you madam.

[খানসামা প্রস্থান করিল]

রঃ। আজ কে গান গাইবে ?

কঃ। অরুণা

অঃ। সুধা

সুঃ। আরতি

রঃ। All success to you— আরতি। আজ আরতির— জয়। কি হবে ?

অঃ। বাউল

সুঃ। অনেক দিন আরতির কীর্ত্তন শুনিনি ভাই।

কঃ। আমি বলি কীর্ত্তনই হোক।

রঃ। O.K. কীর্ত্তনই হোক। কি বল অরুণা ?

অঃ। O.K.

গান।

আঃ।

"রাধে আন জন যত বলে।
সে সব বচন এ চুয়া চন্দন
লেপন করেছি হেলে॥
তুমি মোর ধনি, নয়ন অঞ্জন—
তুমি মোর দুটি আঁখি।

যবে দিনে আধ তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি॥
শয়নে ভোজনে ভাবি মনে মনে,
আঁখি অগোচর যাবে।
তবে কি পরাণে স্থিরতর রহে
পরাণ না রহে তবে॥
দেখি আন পথ যো পথ আরোপি,
সকল গোচর পায়।
নিরন্তর মন সঁপেছি চরণে,—
কমলে মধুপ প্রায়॥
গোলক বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥
তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি
শুনই কিশোরী গৌরী।
চণ্ডীদাস কয় হেন মনে লয়,
নাহি আঁখি আড় করি॥”

তৃতীয় দৃশ্য।

কালীনাথের সংস্কৃত ভবন।

শয়নকক্ষ।

কাল—প্রত্যূষ।

কালীনাথ।

[ড্রেসিং বুরোর সামনে বড় আয়না।
কালীনাথ টাই বাঁধিতে ছিলেন]

কাঃ। La, la, la, la, la,
Long long way to Tiperary!
The sweetest girl I ever found!

[সৌদামিনী প্রবেশ করিল।

[সৌদামিনী স্বামীকে হঠাৎ গান গাহিতে শুনিয়া প্রথমে চিন্তিত হইয়াছিল। তারপর মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল]

কি, হাসছ কেন? অত হাসবার কি আছে— আমি কি মানুষ নয়? মানুষ মাত্রেই গান গায়।

সৌঃ। ইংরিজি গেরটা গলায় বাঁধছ কিনা, তাই ইংরিজি গান গাইছ।

কাঃ। আমায় কি তুমি কেত্তন টেত্তন গাইতে বল না কি।

সৌঃ। আমি তোমায় কোন গানই গাইতে বলি না। এখন যে জন্যে এসেছি, শোন।

কাঃ। কি হুকুম ? ফরমাইয়ে হুজুর।

সৌঃ। আঃ! কি যে হ'চ্ছ দিন দিন।

কাঃ। খাতির করছি, তাতেও দোষ। বেশ, তবে কিছু বলব না।

সৌঃ। না, এই বলছি— আবার ঐ হুসেনটাকে জোটালে কেন ?

কাঃ। একধারে পড়ে থাকবে। ও বাড়ীর ভেতর না আসলেই হ'লত ?

সৌঃ। পড়ে থেকে কি করবে ? রান্নার জন্যে তবে যে শুনছি।

কাঃ। একটু কাটলেট মধ্যে মধ্যে খাব, ইচ্ছে আছে।

সৌঃ। তার জন্যে লোক রাখবার কি দরকার ?

কাঃ। তুমি রেঁধে দিতে পার, তা জানি। তবে সেটা মনে হয় কষ্ট দেওয়া হবে— সেই জন্যে।

সৌঃ। ও কি জাত ?

কাঃ। কে— হুসেন ? জাত খুব খাঁটি।

সৌঃ। মুসলমান নয়ত ?

কাঃ। রামঃ। সে না হয়ে যাবার যো আছে কি।

সৌঃ। তা হ'লেই হ'ল।

কাঃ। হ্যাঁ।

সৌঃ। আচ্ছা মেয়ের কি করব ? সে আমার কথা নেয় না। বারণ শোনে না।

কাঃ। শুনবে না কেন ? শুনবে। একটু ভাল করে বল্লেই শুনবে।

সৌঃ। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে যাওয়া একা —ঐ সমর্থ মেয়ে ; কি বলত ? তাকে যত বলি, সে শোনে না।

কাঃ। এখন কি বলতে এসেছ ? মেয়ে দেহরক্ষী সঙ্গে সঙ্গে বেরুবে এই কথা। সেটা কেউ আজকাল করে না। রেওয়াজ নেই।

সৌঃ। মট্ মট্ করে কাপড় বের করছে আলমারি থেকে। সাজগোজের

শেষ নেই। যতক্ষন বাড়ি থাকবে, ঐ আর্শির সামনে, বাথরুমে। তারপরেই ব্যাগটা, ছাতিটা নিয়ে ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্ করে জুতো ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে চ'ল্লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একবারে ফটক পার। দেউড়ির দরোয়ানদের বলে দাও, একজন যেন ওর সঙ্গে যায়। আর ওকে বলে দাও, বেশী না বেরোয়।

কাঃ। আমি বল্লেই কি শুনবে ?

সৌঃ। সে কি ! আমি কিছু বল্লে আমায় খেতে আসে। তুমি বল্লেও শুনবে না ? এত আস্পৰ্দ্ধা বেড়েছে !

কাঃ। চুপ চুপ ! আস্তে। চটে উঠ না। আজকাল আগেকার মতন দিন নয়। এটা স্বাধীনতার যুগ। ছেলে মেয়েও অনেকটা স্বাধীন আজকাল। অভিভাবকদের তোয়াক্কা রাখে না।

সৌঃ। তা হ'ক। একা অত বড় মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া কি ? না, বন্ধ করে দাও।

কাঃ। ও-ত আর ছেলে মানুষ নয় ? বড় হয়েছে।

সৌঃ। মেশে, আমি শুনেছি।

কাঃ। মিশলেই বা।

সৌঃ। যার তার সঙ্গে মেশামেশি করবে ?

কাঃ। লেখাপড়া জানা মেয়ে, জানে কি ভাবে মিশতে হয়।

সৌঃ। তা হ'তে পারে না। তা হয় কখন ? আশ্চর্য্য করেছে !

কাঃ। শোন, তুমি গোঁয়ার্ত্তমী কর না। ও দুনিয়ার বাঁধা চালেই চলছে। ওকে ফেরান মানে দুনিয়ার বাঁধা চালকে ফেরান। সে একটা মহা যুদ্ধের ব্যাপার। যে ফেরাতে যায়, সেই আত্মঘাতী হ'য়ে মরে।

সৌঃ। দেখ, তা হতে পারে না। হতে পারে না। হয় না।

কাঃ। তোমাদের কালে লেখাপড়া ছিল না। ওরা পড়েছে, জানে। Englandএর মেয়ে কি করে একা পথে চলে? ক্যালকাটায় রাশি রাশি মেয়েরা ট্রামে, বাসে, ফুটবল গ্রাউণ্ডে, মার্কেটে, সিনেমাতে একা যাচ্ছে আসছে, কারুকে গ্রাহ্য করে না। ওদের সীমানা ওরা জানে।

সৌঃ। তা জানুক। সে হয় না। হ'তে পারে না। হবে না।

কাঃ। জোর করলে, রাস ছিঁড়তেও জানে।

সৌঃ। আমি বেঁচে থাকতে ও অমন ধিঙ্গি মেয়ে হ'তে পারবে না। আমি আগে মরি, তারপর ও যা খুসি করবে।

কাঃ। মরাত আর সহজ নয়। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলে দেব।

সৌঃ। যার তার সঙ্গে মেশা! তোমার জন্যেই মেয়ে অমন হচ্ছে।

কাঃ। আমি এমন করে বলে দেব যে ও আর বেরবে না। রুজ পমেড যে গুলোর ওপর তুমি হাড়ে হাড়ে চটা, সেগুলো আর মাখবে না। খালি পায়ে থাকবে। আর বলে দেব— একটু করে মৃত্তিকা মাখবে

সৌঃ। মৃত্তিকা মাখতেই যেন আমি বলছি!

কাঃ। তুমি বলবে কেন? আমি চাই আমি বলব। ঘরের কোনটীতে বসে থাকবে, মৃত্তিকা মাখবে, আর চা পানের পরিবর্ত্তে একটু একটু তুলসি পত্র ভক্ষণ করবে।

সৌঃ। আমি কি তাই বলেছি? আচ্ছা তুমি বল, আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি? খোঁচে লেগে কাপড় ছিঁড়ে যায় না?

কাঃ। অত কাণ্ড না করে, তার সহজ উপায় হচ্ছে— অন্যের অসাক্ষাতে সেটাকে রিপু করে ফেলা। কেউ তোমার মতন অমন ছেঁড়াটা টেনে টেনে বাড়াবার দিকে যায় না।

সৌঃ। কি বল যে ?

কাঃ। বলি ঠিক। অসাবধানে যদি একটু সুতোটা সরেই যায়, রিপু করে নিলেই চলবে।

সৌঃ। কি যে বল ? রিপু করে নিলেই চলবে !

কাঃ। রিপু চলছে।

সৌঃ। রিপু চলছে !

কাঃ। রিপু করে। ওগো তারপর যখন কালের গতি অবকাশের দিন এনে দেয়, তখন ধর্ম্মের সেলাই বাক্সটা পেড়ে নেয় ; পেড়ে নিয়ে তালি লাগায়। আর তালি দিতে দিতেই পাড়ি দেয়।

সৌঃ। অনাছিষ্টি কথা তোমার। আমায় কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে যা খুসি কর। ঐ মেয়ে তোমার জন্যেই অমন হ'চ্ছে।

[সৌদামিনী প্রস্থান করিল]

কাঃ। Unbending attitude ! বাবা ! নিজেও ভেঙ্গে চুরমার হবে। আর সংসারটাকেও তাই করবে। Hopeless !! Hopeless case !!!

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

চতুর্থ দৃশ্য।

[চালা ঘরের মধ্যে উন্মুক্ত উঠান। একখানি করিয়া ইঁট পাতিয়া তাহার উপর উপবেশন করিয়া পনের' বিশজন তাড়ির কলসী লইয়া তাড়ি খাইতেছে। দূরে একখানা বেঞ্চিতে চারিজন ব্যক্তি, তাহার মধ্যে গদা সাহেবও আছে, বসিয়া পান করিতেছে।]

[গদা সাহেব ও তাহার সঙ্গীরা।]

গঃ সাঃ। শ্যালারা গ্রামটা উচ্ছোন্ন দিলরে। খালি করছে ঈশ্বর আল্লা। ঈশ্বর আল্লা। আমার কাছে যদি আসে, আমি তাদের শিকিয়ে দি একবার।

"ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম।
সবকো সম্মতি দে ভগবান॥ "

ঐ! মার শ্যালাদের। আসুক একবার। এই সব তোরা লাঠী নিবি। ইঁট আছে, হাতে লে। মাথা ফাটা। ছাড়িস নি।

[গণপতি, নিতাই, মাধব, অবিনাশ, করুণা আর আর ভিড়ের লোকের প্রবেশ করিল।]

নিঃ। "ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম।
সবকো সম্মতি দে ভগবান॥"

গঃ সাঃ। মার শ্যালাদের। মার, মার। কি বাবা মাধব! তুমি আমার সঙ্গে চলে এস। যত ভাঁড় লাগে দেব।

নিঃ। (আবার গাহিল ভিড়ের সহিত সমস্বরে)
(আবার আবার গাহিল। গদা সাহেব ভিন্ন প্রায় সকলেই গানে যোগদান করিল।)

গঃ সাঃ। এই পুলিস— সব লুট লিয়া। পাকাড়কে লে যাও। গণপতি বাম্‌না দেশটাকে মজালে, আমি খাই তোর কি ?

[নিতাই গাহিল "জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম ইত্যাদি"]

গঃ সাঃ। দেখ আমিও গাইতে জানি। এই আমার দল ! গা সব গা।
ইস্প্রাণটী বঁটীর বাঁট—।
চিংড়ী দিয়ে পান্তা ভাট॥
এই শ্যালা হাসতা কাহে ? মার কে ছাতু কর দেগা।

মাঃ। কি ?

গঃ সাঃ। তোমাকে বলিনি দাদা। তোমাকে— এই গড় করছি।

মাঃ। ঠাকুরকে গাল দিবি ?

গঃ। যেতে দাও মাধব। ওর সংশোধন নেই। পূর্ব্বের সংস্কার নিয়ে জন্মেছে, ওকে ছেড়ে দাও।

নিঃ। গাহিল— "ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম।
সবকো সম্মতি দে ভগবান॥ "

[গদা সাহেব ভিন্ন সকলেই গানের সহিত প্রস্থান করিল।]

গঃ সাঃ। সব শ্যালা ভাগলো। যা শ্যালারা, যা। এত খরচ করে লেশা করলুম, লেশাটা ভেঙ্গে দিলে। লেশা কর্ব্বুই।

[যত কলসী ছিল, উল্টাইয়া উল্টাইয়া মুখে ঢালিতে লাগিল।]

পঞ্চম দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

কৃষক ও কৃষকপত্নী।

[কৃষকপত্নী ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে আর কৃষককে ডাকিতেছে।]

কৃঃ পঃ। শোন্, ওরে শোন্ না রে। ওরে শোন্ রে। আজ আমার কি কষ্ট তোকে কি বলব রে। সারাদিন ঘুরছি, তোকে পাচ্ছি না। ঘরে একটা কাণা-কড়ি রাখিস্ নি। চালে দেখি, বিছানার নাবোয় দেখি, কোথাও কিছু নেই। সদা গয়লাকে বল্লু, সে আমায় ছুটো ট্যাকা দিয়েছে। এতে কি হয়?

কৃঃ। কি হয়েছে তোর?

কৃঃ পঃ। এই গ্যাখ মিন্সের কথা। কেনা কাটা কর্ব্বু নি? ঘাটে যে ফুল ফুটে রয়েছে। চ, চ, চ, দেখবি চ।

কৃঃ। কিসের কিনাকাটা?

কৃঃ পঃ। কিসের? চ, চ, চ, দেখবি চ।

কৃঃ। এই, কাপড় ছাড়। আমার লোতুন কাপড়। ছিঁড়বি তো দেখবি।

কৃঃ পঃ। কি, আমায় একটা ছিঁড়া কাপড় সার করে রেখে মিন্সের আবার লোতুন কাপড়ের জাঁক। ছিঁড়ব কার কাপড়?

[কৃষক হ্যাঁচ্কা টান দিয়া টানিতে তাহার পত্নী দূরে ঠিকরাইয়া পড়িয়া গেল।]

কৃঃ। রাদি, রাদি, রাদি ওঠ। ওঠ না রে।

কৃঃ পঃ। ছাখ্, ছাখ্। কি করে দিলি, ছাখ্।

[তাহার কপাল, হাত ছিঁড়িয়া গিয়াছে]

কৃঃ। ঘর চ।

কৃঃ পঃ। বলছি ঘাটে ফুল ফুটে রয়েছে। কাণে কথা যায় নি ?

কৃঃ। কি ফুল ?

কৃঃ পঃ। হেঁ হেঁ। হিঁ হিঁ হিঁ। তুই কেন বুঝিস্ নি বলত ? ফুল কি ? ম্যায়েরা ঘাটে ফুল হয়ে ফুটে আছে।

কৃঃ। আমি তোর কথা বুঝিনি।

কৃঃ পঃ। শোন্, শোন্ তবে আবার বলি। ঘাটে ম্যায়েরা সব আসছে রে। কলসী নে জল নেতে এস্তেত। এ তা লয়। এ কেমন কে মাগ, তার ভাতার তাকে কত দেয়, তাই দেখুচ্ছে। আমি ত তোর বে করা মাগ লয়। গাঙ্গের জলে ভেসে আসা মাগ !

কৃঃ। তোকে কি কেউ গাল দেছে ?

কৃঃ পঃ। না রে। শোন্। এই সচ্চা জরির ফিতায় খোপ্পা নারাণীর মাথায়। মাথার কাপড় খুলে সে যায় সবাইকে দেখতে দেখাতে। সে ডাগর ডোগর, তবু মাথাকে কাপড় দিবে না। পরাণীরে দেখে চিন্‌বি না রে, এমন রং ধরিয়েছে মুখে, হাতে, বুক্কে। ঘেঁচির সামিজ যদি দেখিস্, সাধ যায় কাপড় ফেল্লে সামিজ পরি।

কৃঃ। তুই ঘর যাবি নি ?

কৃঃ পঃ। রেখে দে তোর ঘর এখন। টুকীর জ্যাকোট ! ওঃ মা ! কি কইব রে। ডোরা ডোরা রং, তার ওপর আবার ফুল। তারা আছে ফুলের ধারে ধারে। হ্যাঁ।

কৃঃ। আমার ভুক্ নেগেছে। ঘর চ।

কৃঃ পঃ। সব ম্যায়ের পায়ে জুতা। ফোঁকোর মালা রং বেরংয়ের সবাই পরে। আর তোর মাগ কেন খালি পায়ে থাকবি রে? এই শোন্, আজ কেনা কাটা করে তারপর যাব, ভাত চড়াব।

কৃঃ। পয়সা পাই, মাইনাটা পাই, তোর যা মন যায় কিনাব।

কৃঃ পঃ। আমি ও কথা শুনব নি। শুনতে চাই নি। দে, তোকে এই সাঁজের মদ্ধি দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে।

কৃঃ। কোথা পয়সা?

কৃঃ পঃ। না আমার কি কি চাই বলি শোন্।

কৃঃ। পয়সা কোথায়?

কৃঃ পঃ। ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোর নি। ভাল হবে না। আমি খুনোখুনি করব।

কৃঃ। আয় বাবা। বল্, কি বলবি তুই বল্?

কৃঃ পঃ। আমায় আগে দে— পডার দে, রুশ দে, পমটেম দে, জরি দে, জ্যাকোট দে, একটা ফুলদার ভাল হেঁ হেঁ রেশমি শাড়ী দে। আর কি বাকী রইল? হ্যাঁ— ফোঁকরালা ভাল রংয়ের জুতা দে। এ যদি না দিবি, আমি তোর সঙ্গে ঘর করবু নি। মার কাছে চাল্যে যাব। বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।

কৃঃ। আমি দেব। মাইনে পেলে দেব। মাইনেটা পাই।

কৃঃ পঃ। আমার ত হাতের বাউটি আছে, চুড়ি আছে, কাণের মাকড়ি আছে, কোমরের গোঠ আছে, পায়ের মল আছে, সে বারকর। বাক্সতে আছে, বার কর।

কৃঃ। তারপর?

কৃঃ পঃ। রাম কিসানের দোকানে ধরলেই ট্যাকা। আর একটা বেগ চাই। লোতুন বেগ। ভিতরে থাকবে আয়না। এই যেখন ঘাটে যাব

না? বেগটা খুলে আয়নাটা লেয়ে, পডার ছিটাব, এমনি করে বাগ করে দাঁড়াব, আর এমনি এমনি এমনি করে আয়না ধরে পডার ছিটাব— পডার, পডার। আমি সব জানি। রেশমি শাড়ী, ঘ্যাগরা করে পরতে আমি জানি। মাথায় ঢাকা থাকবে নি। আর বলবু নি— মাথায় ঢ্যাকা থাকবে নি। জুতা পরে মস্ মস্ করে তোর সাথে ছবির ঘরে যাব।

কৃঃ। সেই ছবির ঘর? সেই যে সেই যেথাকে তোকে নে গেলাম?

কৃঃ পঃ। হাঁ। ইবার ছ্যাখ্ সামনা সীটে বসবু নি। পিছনকার সীটে বসব। পিছনকার সীটে বসে ছু'কাপ চা আনাব, আর— আর— ছু'টা কাট্‌লিশ।

কৃঃ। এঁ্যা—

কৃঃ পঃ। হেঁ হেঁ হেঁ। কেমন হবে? হেঁ হেঁ হেঁ। চ আর দেরি করিস্ নি। আমার যা দিন গেছে আজ। সেই তুই গেলি কাজে, আর আমি তেখন থেকে কেবল তুকান তুকান দেখে বেড়াচ্ছি। আয় বাপ্! কি বলব তোকে রে— এই মাথায় নাই তেল প্যাটে নেই ভাত, আর এই ঘুরুণী। চ—

[দুর হইতে গান শ্রুত হইল]

(গান)

"ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম।"

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃঃ। ঐ রে মেথর পাড়ার ভিড় আসছে। দা-ঠাকুর আসছে।

কৃঃ পঃ। ঠিক হবে। তুই যেমন আমায় দিস্ নি, আমি দা-ঠাকুরকে বলে দেব। দেখিস্, ঠিক বলে দেব।

[নিতাই, গণপতি, মাধব, অবিনাশ, করুণা ও পিছনকারের ভিড় প্রবেশ করিল।]

দা-ঠাকুর, পিন্নাম। দা-ঠাকুর, দেখ আমার কি দশা করে রেখেছে। একটা ছিঁড়া কাপড় সার। কি করেছে দেখ— জুতা দেয় না, জ্যাকোট দেয় না, রেশমি শাড়ি দেয় না, পডার না, রুশ না, পম্‌টেম দেয় না, কিছু দেয় না।

গঃ। সে অন্য মেয়েরা পরবে মা। ও সব পরা, ও সব আচার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া কি তোমাদের সাজে? আমাদের পোড়া মাটীর দেশ। তুমি যে মা পোড়া মাটীর দেশের পল্লী-মেয়ে। তোমার এইত ঠিক সাজ। আবার যখন ভারত সুজলা সুফলা হবে, তোমায় আমি মা ভগবতীর সাজে দেখব।

কুঃ পঃ। তবে ওরা সবাই সাজে কেন?

গঃ। আমার মায়েরা, বোনেরা, ভায়েরা! এ কোন ময়ূরের পাখা দেখাচ্ছ? বাবুরা ইংরাজের কাছ থেকে চুরি করেছে ময়ূরের পালক। তোমরা আবার বাবুদের ওপর বাটপাড়ি করেছ—। বাবুরা দেউলে। তোমরাত তা নয়?

১ম গ্রাঃ। দা-ঠাকুর, ইংরাজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ভারত স্বাধীন।

গঃ। কে বলে ইংরাজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে? যায়নি, ইংরাজ আছে। প্রত্যেক বাবুতে শ্রেণী ভেদের মানদণ্ড স্বরূপ তারা আজও বর্ত্তমান।

২য় গ্রাঃ। আচ্ছা দা-ঠাকুর, দুধে জল দেওয়াটা চুরি হ'তে পারে। তা বলে কি বাবুদের উন্নত পন্থা অনুসরণ করলে আমাদের চুরি করা হবে?

গঃ। তা যদি কর, গান্ধীজীকে বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। সত্যের উপলব্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। বাবুদের কৃত অন্যায়কে যেদিন সত্য বলে মনে হবে সেদিন তোমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে যাবে। বাবুরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত। মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন, সুচতুর। কিন্তু তাদের মধ্যে উন্নততর লোকদের মধ্যেও এমন কু-অভ্যাস, ব্যাভিচার, তারা এমন ভোগের কীট যে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজের ইজ্জৎ, জাতির ইজ্জৎ, দেশের ইজ্জৎ অম্লান বদনে পরের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করে না।

৩য় গ্রাঃ। এত নীচ, ভেতরে ভেতরে বাবুরা ?

গঃ। ভায়েরা, মায়েরা, বোনেরা! ইংরাজের দ্বারা তাদের ধর্ম্মান্তরটা ঘটে নি বটে— কিন্তু আর সব হ'য়েছে। প্রত্যেক বাবু ধর্ম্মে মতিহীন নিছক ইংরাজ। এটা ঘটেছে। তাদের আদর্শ, অসুরের আদর্শ। তাদের খাওয়া, পরা, আচার, ব্যবহার, হাবভাব, উপায় কৌশল এমন কি বিবাহের পদ্ধতিটা পর্য্যন্ত বদ্‌লে গেছে। তাদের আমি ঘৃণা করি না। তাদের ভেতর যে চোরাই মাল— ইংরাজটা আজও বর্ত্তমান, সেটাকে ঘৃণা করি। তাদের মুখে এক, কাজে আর এক— এই অসত্যগত ভাবটাকে আমি চিরশত্রু জ্ঞান করি। বাবুদের অসুরের আদর্শ। তারা প্রত্যেকে ইডেন হ'তে চায়, চার্চ্চিল হ'তে চায়, হিটলার হ'তে চায়। আমরা চাই— গান্ধীজীকে।

৪র্থ গ্রাঃ। দা-ঠাকুর! বাবুরা বিদ্বান, রাষ্ট্র চালান, স্কুল কলেজ চালান। তারা না হ'লে আমাদের বিদ্যাশিক্ষা হতেই পারেনা। তারাই দেশে স্বাধীনতা এনেছেন।

গঃ। জাতির জনক স্বাধীনতা এনেছেন। জাতির মত, জাতির চৈতন্য তিনিই গঠন করে দিয়ে গেছেন। জাতির মত গঠিত না হ'লে

ভারতে স্বাধীনতা কোন দিনই আসত না।

৫ম গ্রাঃ। বিদ্যাশিক্ষা আমাদের চাই, তাদের আমরা ফেলতে পারি কি ?

গঃ। যতদিন বাবুরা অসুরকে হৃদয় হ'তে না সরাচ্ছেন, যতদিন ইংরাজকে ভারতে বজায় রাখছেন, আমরা ততদিন তাদের কাছথেকে শত যোজন দূরে থাকব। আমরা রঘুপতিকে পূজা করি। দুর্য্যোধন, দুশাসন, জরাসন্ধ, শিশুপাল যতই বিদ্বান হ'ক, যতই ক্ষমতাশালী হ'ক, তাদের প্রাণহীন উন্নতির আখ্যা আমরা কানেও শুনতে চাই না। তোমরা তাদের দেখাদেখি যেটুকু মিথ্যা সভ্যতা গ্রহণ করেছ, যেটুকু সাজসজ্জায় অদল-বদল করেছ— সেটুকুকে বিষ জ্ঞানে ত্যাগ কর। আমরা জানি— আমরা কত হীন। সত্যকে হারিয়ে বিদ্যা চাই না। অন্তরের সৌন্দর্য্য হারিয়ে অর্থাৎ চরিত্র হারিয়ে বাহিরের সৌন্দর্য্য চাই না। আমরা অসুরের মতন পরাক্রমশীল, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হ'তে চাই না। আমরা চাই বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, শান্তি। বাবুরা চায় ইয়োরোপকে ভারতে বসাতে—। আমরা চাই সকলকে সেবা করে বেঁচে থাকতে। আমরা চাই ভারতে রামরাজ্য বসাতে।

২য় গ্রাঃ। দা-ঠাকুর, আমরা সমাজে হীন শ্রেণী। যেটুকু বিদ্যা অর্জ্জন করতে পেরেছি আজ তার জন্যেই খেতে পাচ্ছি। ঐ বাবুদের দয়াতেই বিদ্যাটুকু পেয়েছিলুম। আমাদের ছেলে মেয়েদের বিদ্যা না দিলে, আর যে কোন আশাই নেই। বাবুদের ছেলে মেয়েদের মতন শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের ছেলে মেয়েদেরও চাই।

গঃ। যে বিদ্যায় চিত্তের পশুত্ব কাটে না, সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়। তাতে মানুষের অসুরত্ব বাড়ে কেবল। ওদের শিক্ষা দীক্ষায় আমাদের ইষ্ট নেই— অনিষ্টই যথেষ্ট। আমাদের পাঠশালাই ভাল। সহায়

সম্পদ হারিয়ে যদি শিক্ষা দীক্ষা চালাতে হয়, সেও ভাল। গাছ-তলায়, গোয়াল-ঘরে, পোড়ো বাড়ির ভাঙ্গা ঘরে বসিয়ে যদি আমাদের ছেলেদের শিক্ষা দিতে হয়, তাই দেব— তবু বাবুদের ঐ পাকা ইমারতের স্কুল বাড়িতে তাদের কখনও যেতে দেব না। নিজেদের অর্থে, নিজেদের শ্রমে, নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের সামর্থে যতটুকু পারি ততটুকুই ভাল। তার অধিক আমরা চাই না। আমার মায়েরা, বোনেরা, ভায়েরা! সত্যের উপাসক হও। গান্ধী-জীর শিক্ষাকে বিশ্বাস কর। অহিংসা মনে, প্রাণে, কথায়, কাজে অভ্যাস কর। আচরণের দ্বারা প্রমাণ কর তাঁর শিক্ষা। কর্ম্মে মন দৃঢ় কর। জ্ঞান আপনি একদিন উন্মেষিত হবে আমাদের হৃদয়ে। অধম আমরা, অধমই থাকব। বর্ণ, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, প্রদেশ, ভাষা, কৃষ্টি এ সব সঙ্কীর্ণতার ভেতরে কোন দিন প্রবেশ করব না। আমরা ভাব্‌ব জাতিশূন্য, শ্রেণীশূন্য, ভেদশূন্য সমাজকে। আমরা ভাব্‌ব প্রতিবেশীর সদ্ভাবকে। আমরা ভাব্‌ব গরীবের রাজা গান্ধীজীকে। তাঁরই মন্ত্র আমাদের জীবনের জপ-মালা করব।

"সত্যকথা, অহিংসা, পরদার মাতৃসমান।
এততেও না মিলে হরি গান্ধী ঝুট জবান॥"

বল জয় বাপুজীর জয়! জয় গান্ধীজীর জয়!! জয় মহাত্মাজীর জয়!!!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চীনামাটির কারখানা।

বড় সাহেবের কামরা।

কাল—দশটা, সাড়ে দশটা।

[কালীনাথ, রায় বাহাদুর, মহেন্দ্র,
দেবেন্দ্র ও ঘোষাল বাবু।]

ঘোঃ বাবু। তিনশ লোক মেথর পাড়া আক্রমন করলে। মেথররা ভয়ে পালাল। পুলিশের সাহেব গিয়ে পড়ল। গণপতির ঘরটা সাহেব আসবার আগেই পুড়িয়ে সাফ করে দিয়েছে। মাধবকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে! গণপতিটা খুব ওস্তাদ, তাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে এইটেই সাহেবকে বুঝিয়েছে। একজন মেথর পালাচ্ছিল কাঁটাবন দিয়ে, সেটাকে ধরে খুব মেরেছে। পুলিশ গিয়ে পড়ল, নয়ত তাকে সাবাড় করে দিত।

রাঃ বাঃ। মেথরদের আর অন্য হিন্দুদের মধ্যে বিরোধটা তা'হলে বাধল না?

কাঃ। যাদের চক্রান্ত করতে দেওয়া হ'য়েছে তারা পারলে না?

মঃ। এটা কে করালে? কার চক্রান্ত? জানেন কি ঘোষাল বাবু?

ঘোঃ বাবু। বর্ণ হিন্দুদের। গণপতি মেথরদের নিয়ে যা কাণ্ডটা করছে গ্রামে! গ্রামের সকলেই যে তাকে ঘৃণা করবে, এর আর আশ্চর্য্য কি বলুন?

দেঃ। আমার বিশ্বাস গণপতিকে আর মেথরদের যদি তাদের ঐ জায়গাটা ছাড়িয়ে অন্যত্র না পাঠান হয়, এ গোলমাল থামবেনা।

মঃ। যখন গ্রামের বড় বড় মাতব্বরেরা আমাদের কাছে গণপতির বিরুদ্ধে complain করেছে, আমার বোধহয় গণপতিটাকে ডেকে তাকে দিয়ে apology চাওয়ান দরকার।

দেঃ। আমার বোধহয় গণপতিটাকে আমাদের রাখা চলবে না। সে গ্রামের বাবুদের গালাগালি দিয়ে বেড়ায়, that reflects on us all.

নঃ। আমার মনে হয় একটা চিঠি দেওয়া যাক। Your services are no longer required।

রাঃ বাঃ। গ্রামের লোকেরা সেই ভাবের দাবীই জানিয়েছে।

দেঃ। গণপতি এইসব করে ছোট লোকেদের কাছে খুব বাহবা পায়। আমরা তাকে চাকরিতে রেখে, তার এই labour movement এ খুব উৎসাহ দিচ্ছি। হুকুতকারীকে উৎসাহ দেওয়া হ'চ্ছে।

কাঃ। আমার উদ্দেশ্য শুধু এমন একটা উপায় অবলম্বন করা, যে সাপও মরে আর লাঠীও না ভাঙ্গে।

রাঃ বাঃ। আমি বুঝেছি সেটা। সেই রকমই উপায় করব। আচ্ছা তাকে ডাকা যাক। একটু probe করে দেখাই যাক না। আমি তাকে আমার ঘরে ডাকাই। একটু tackle করে দেখি।

কাঃ। কেন, এইখানেই ডাকান না।

রাঃ বাঃ। আচ্ছা ঘোষাল বাবু, তুমি যেওনা। Send for him. আর কারুকে দিয়ে ডাকাবে। [ঘোষাল বাবু প্রস্থান করিল]

মন্থু বাবু, দেবু বাবু, তোমরা কেউ কিছু বল না।

কাঃ। Leave it to Rai Bahadur.

[গণপতি প্রবেশ করিল।]

রাঃ বাঃ। মিষ্টার Dutt এই গ্রামের একজন প্রাচীন জমিদার। গ্রামের কোথাও কিছু হ'লে, লোকে ওঁর কাছেই ছুটে আসে। তোমার

নামে গ্রামের মাতব্বরেরা একটা খুব লম্বা অভিযোগ পাঠিয়েছেন! মিষ্টার Duttএর বিবেচনায় তোমার লোকেরা এবং তুমি যে উপায় অবলম্বন করেছ তাতে গ্রামের শিক্ষা দীক্ষাকে গোপনে হত্যা করা হচ্ছে।

গঃ। ভদ্রলোকেদের অবলম্বিত পদ্ধতিকে আমরা দোষ দিই। আর কিছু করি নি। আমাদের যে তাঁরা রেহাই দেন না! আমরা আমাদের কাজ করতে চাই। তাঁরা বাধা প্রদান করেন। আমরা সেই বাধাকে সাহসের সহিত দূর করবার চেষ্টা করি।

রাঃ বাঃ। তোমার বোধহয় মনে আছে, বাবুদের বিরুদ্ধে তুমি সকল সময়ে বক্তৃতা দিয়ে থাক। আর যা-তা কথা বল। এটা মনিবকেও লাগে। I mean Mr. Dutt কেও লাগে।

গঃ। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার মতামত জানাতে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বাবুদের কখন কিছু বলিনি— ধনী কিম্বা মূর্খ যে কোন বাবুই হ'ক। আর মনিবদের বিরুদ্ধে আমিত কখন কিছু বলি নি।

রাঃ বাঃ। তুমি যে মত বিস্তৃতভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছ, তাতে যে বাবুরা বাদ পড়েন, একথা তুমি বলতে পার না। খোলাখুলি ভাবে না বল্লেও, মনীবদের জড়িয়ে বলা হয়েছে। আমি যে তোমায় না বলার জন্যে সুপারিশ করছি এটা তুমি মনে কর না। তুমি চাকুরী কর। নেমক খাও। আর নেমক যাঁর খাও, কথাটা যদি তাঁকে গিয়ে লাগে, তোমার পক্ষে খুব সামঞ্জস্য-বিহীন কাজ করা হয় না কি?

গঃ। আমার কথায় বাবুরা যদি দোষ নিয়ে থাকেন, আমি ক্ষমা চাইছি।

কাঃ। দেখ গণপতি, পল্লীবাসী বালক বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার প্রাচীন সভ্যতার প্রস্তাব যদি দ্বিধা বিভক্ত করা হয়, সেটা খুব সুবিবেচনার কাজ হবে না।

গঃ। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত মত যা ছিল, আমি সেই মতটাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করে থাকি। যে নীতির উপর ভিত্তি করে, আমার মতটা গঠিত হ'য়েছে, আপনারা শুনলে বোধহয় সে মতটা নির্দ্দোষ বলেই মনে করবেন।

রাঃ বাঃ। যাক— ও গান্ধীজীর মত কেউ কেউ ভাল বলে আবার কেউ কেউ ওটা idealistic বলে ছেঁটে বাদ দেয়। আমার বোধহয় মতামত নিয়ে তর্ক বিতর্কের এখানে কোন দরকার হচ্ছে না।

মঃ। আমি একটা কথা বলব।

রাঃ বাঃ। বল।

মঃ। আমাদের কারখানার লোকেদের তাতে ক্ষতি হচ্ছে কি না?

গঃ। সে আপনারাই জানেন। আমি তাদের সাহায্য করবার খুব চেষ্টা করি। আমার চেষ্টা সফল হ'চ্ছে কি না, সে আপনারাই বলতে পারেন।

মঃ। আমি দেখছি, গণপতির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে, বড় কারিকর বাবু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।

গঃ। কেন, কেন? ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন কিসে বলুন?

মঃ। আপনি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, উপার্জ্জনের টাকা তাঁর ভাইকে দিয়ে দিতে।

গঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দে। তুমি Economicsএর কিছু জান?— জাননা। আমি কিছু জানি।

রাঃ বাঃ। দেবেন্দ্র বাবু Economicsএ M. A. First class honours পেয়েছেন।

দেঃ। তুমি পরামর্শ দিয়েছ, তার সমস্ত উপার্জ্জনের টাকা দাদার তহবিলে তুলে দিতে?

গঃ। হাঁ সত্য, পরামর্শ দিয়েছি।

দেঃ। এ কাজ করা হ'ল কেন?

গঃ। উনি তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা করেন।

দেঃ। সেইজন্যে স্বোপার্জ্জিত অর্থ পরহস্তগত করতে দিতে হবে!

গঃ। শ্রদ্ধার লক্ষণই যে তাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থে, তার কোনও মমতা থাকবে না।

দেঃ। এ theory বড় সর্ব্বনেশে theory। পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতদের মত হচ্ছে— প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য এই যে, সে তার আর্থিক স্বার্থকে জীবন দিয়েও রক্ষা করবে। তাকে রক্ষা করা, পরিপুষ্ট করা, তাকে সুদৃঢ় করা, আর তার প্রসার বৃদ্ধি করা তার সর্ব্বরকমে দরকার।

গঃ। কথাটা যাঁর টাকা তাঁকেই যদি বুঝিয়ে দেন, ভাল হয়।

মঃ। আচ্ছা আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। গদা সাহেবকে কাজে নেওয়া হয় না কেন?

গঃ। আজ্ঞে, সে সজ্জন নয়। চরিত্র দোষ বড্ড। বড় কারিকর বাবু ও রকম লোক পছন্দ করেন না।

কাঃ। তাতে কি। Private lifeএ কে কি করে আমার দরকার কি? কাজ বজায় করে যদি সে দুগেলাস কেন, দুবোতলও খায়, তাতে আমার আপত্তি করবার কি আছে?

দেঃ। আমি শুনেছি, সে নাকি কেটে জোড়া দিতে পারে, এমন কারিকর।

মঃ। বড় বড় Engineerরা থৈ পায় না। Engine, boiler, সব কল কব্জা সে একাই ঠিক রাখতে পারে।

দেঃ। সে জনার্দ্দনকে eclipse করবে এলে।

গঃ। আজ্ঞে?

কাঃ। না, কিছু না।

গঃ। আমি বড় কারিকর বাবুকে বলব, আপনি যা মত উল্লেখ করলেন।

আপনার যখন মত আছে, আমার স্থির বিশ্বাস, গদা সাহেবকে কাজে নিতে তিনি কখন দ্বিরুক্তি করবেন না।

কাঃ। দেখ গণপতি, আমার ইচ্ছা যে, তুমি যতদিন আমার কাছে কাজ করবে, বাবুদের সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করবে না।

গঃ। আমার মনে এইটে স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, ছোটলোকেদের ভাল পথে টেনে লওয়া, সেটা বাবুদের প্রভাবের ভিতর দিয়ে হ'লে মোটেই সম্ভব হবে না।

রাঃ বাঃ। তোমার ঠিকানা কি গণপতি? ঘর কোথায়?

গঃ। মেথর পাড়ায় আমার ঘর।

রাঃ বাঃ। জাতে কি তুমি?

গঃ। জাতে মেথর।

কাঃ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কাজ করবে, সেটা কি ভাল?

গঃ। আমি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করি, আপনি আমায় অনুমতি দিন।

রাঃ বাঃ। বড় সাহেব তোমার ভালর জন্যেই বলেছেন।

কাঃ। তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি।

গঃ। আপনার কারখানার কোনও ক্ষতি হবেনা আমি গেলে।

কাঃ। ক্ষতি তুমি করবে না জানি।

গঃ। আসি তবে, নমস্কার।

[গণপতি প্রস্থান করিল]

কাঃ। Thank God! খুব অল্পেতেই একটা বড় বিষাক্ত এবং কাঁটা গাছ উপড়ে ফেলা গেছে।

(সকলের হাস্য)

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

সপ্তম দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

কাল— প্রায় রাত দুইটা।

চূড়ামণি যোগের ভিড় চলিয়াছে।

[পথের দুইধারে ঘন জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার স্থানও আছে। মহেন্দ্র ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইল।]

মহেন্দ্র।

মঃ। ওঃ, হুজুগ দেখতে বেরিয়ে যেন মাঝ দরিয়ায় বাণের টানে পড়ে গেলুম। পাগ্‌লামোর বাণ ডেকেছে। উর্দ্ধশ্বাসে, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে— ভগবান পাছে শুনতে না পান, কাণে যদি একটু খাটো হন। আবার উলুধ্বনি, হুলুধ্বনি, হরিধ্বনি— মাথামুণ্ডু আর কত ধ্বনি যে করছে— তার ওপর আবার খোল, খরতাল, শিঙ্গে, শাঁক— পাকা Orchestra বসিয়েছে। প্রাণ ওষ্ঠাগত এদিকে। গণপতিটা না থাকলে এ হুজুগটা এমন বাণ ডাকার আকার ধারণ করত না। গণপতি এই গ্রামের লোকেদের ওপর, অর্থাৎ আমাদের কারখানার লোকেদের ওপর এত প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলেছে, আর সহ্য করা যায় না। গ্রামের ছোট বড়, এমন কি ভদ্রঘরের ছেলে মেয়েদের পর্য্যন্ত অলীক ফাঁদে পা দিইয়েছে। সহায় সম্পন্ন মানুষ, কুঅভ্যাসের চাপে একটা অসহায় জীব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! তারা অব্যক্তের অনুকূলে ছুটে গেল, ব্যক্তকে পায়ে ঠেলে। গ্রামটাকে মনুষ্যত্ববিহীন তত্ত্বকথার বাহন করে ফেল্লে। সময় নেই, অসময় নেই যেখানে দেখ

কেবল 'গান্ধী' 'গান্ধী' আর 'ভগবান' 'ভগবান' করছে। বাবা যা বলেছেন ঐ ঠিক— কারখানা এবার lead করবে গ্রামকে। সাড়ম্বরে দরবার, উৎসব, সভা এই সব করবে। যাতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হয়, সেই সব করবে। তাহ'লেই লোকের মনটা মোহিত হবে। তাদের আর গণপতিতে মন উঠবে না। পছন্দের বাহার তাদের হটিয়ে নিয়ে বেড়াবে হেথা, হোথা, সেথা। জাঁক জমক দেখাবার জন্যে প্রাণ আটু পাটু করবে, যেমন ভদ্রলোকেদের করে। তারা তখন আরাম করতে শিখবে। মানুষকে বেঁচে থাকতে হ'লে যা যা দরকার, সব শিখবে। লোকটা কি পাজী, বদমায়েস, ড্যাম, ফুল! গরীব লোকেরা সারাদিন খেটে খুটে গায়ের ব্যথা মারবার জন্যে একটু আধটু নেশা করত, সে কি না সেই নেশার দোকান গুলোকে উঠিয়ে তবে ছেড়েছে। গ্রামে একটা parallel government run করছে যেন। ওর কথাই সর্ব্বত্র বলবৎ থাকছে। ওকে সায়েস্তা করতে হবে। গ্রাম থেকে তাড়াতে হবে। প্রয়োজন হয়— (গুলী করার ঢং) আমরা থাকতে ও কিছুতেই আর এক পা এগোতে পাবে না।

[একজন অন্ধের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

(গান)

অঃ।

"কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তুই।
কত লোকে কত বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে,
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে, সোণার অঙ্গে মাখিস ছাই॥
এত কিরে ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে পরে, বলব উমা ঘরে নাই॥"

[অন্ধ প্রস্থান করিল]

মঃ। মর্ম্মান্তিক অবস্থা! জামাই ভিক্ষা করে। কে অন্ধকে খবরটা দিয়েছে? অন্ধ এবার তাই উমাকে আটকাবে। শ্বশুর বাড়ি যেতে দেবে না। Most pathetic part হচ্ছে ভগবানই— ওর দুই চক্ষু কাণা করেছেন! ইনি আবার কে আসছেন ফিস্ ফিস্ করতে করতে? (টর্চ্চ মারিয়া দেখিল)

[ভিখারী প্রবেশ করিল]

ভিঃ। ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাত্রী প্রহর্ত্ত।
ত্বমেকং পরম নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥

মঃ। ত্বমেকং ভয়নকং বক্চং। এই শোন। Come on।

ভিঃ। ভয়ানম্ ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাম্।
গতি প্রনিনাম, পাবনম্ পাবনানাম॥

মঃ। বাপু হে! ভগবান তোমার আবৃত্তি শুনে একটা prize পাঠিয়ে দিয়েছেন— দাঁড়াও।

ভিঃ। মহোচ্চৈ পদানাম্ নিয়ন্তৃ ত্বমেকং।
পরেষাং পরং, রক্ষণম্ রক্ষণাণাম্॥

মঃ। বাঃ বাঃ। বেশ বলা হয়েছে। Delivery অতি সুন্দর। তবে রে পাজী! থামতে বল্লে থামে না। থাম বলছি।

ভিঃ। আমায় কেন অমন কর বাবু?

মঃ। কে তুই আগে বল?

ভিঃ। ভিখিরী।

মঃ। এই গামছা কেড়ে নিলুম। ওঃ, আবার নতুন গামছা। কোথায় পয়সা পেলি?

ভিঃ। বয়ন্তাম স্মরামো বয়ন্তাম্ভোজামো।
বয়ন্তাম জগৎ সাক্ষীরূপম্ নমামঃ॥

মঃ। আরে— থামবি কি না? এত করে বলছি থাম একটু। সৌজন্য

জানিস না ? এই দেখ— (টর্চের আলোতে ব্যাগের টাকা, নোট দেখাইল)

নিবি ?

ভিঃ। (মাথা নাড়িয়া) সদেকম নিধানম্ নিরালম্বমীশম্।
ভবাম্বোধিপোতম্ শরণ্যম্ ব্রজামঃ॥

[ভিখারী ছুটিয়া পলাইল]

মঃ। আচ্ছা তোমার গামছা রইল। যাও।

[দ্বিতীয় ভিখারী প্রবেশ করিল]

(টর্চ মারিয়া দেখিল— জনৈক ভিখারী)

দাঁড়া একধারে— চুপ করে। যাবি নি।

২য় ভিঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মঃ। আচ্ছা, শোন। কৃষ্ণ কে তা জানিস ? কৃষ্ণ হচ্ছে একজন বৃন্দাবনের লোক, গয়লানীদের হাততালিতে বাঁদর নাচ নাচত।

২য় ভিঃ। মথুরেশ—

মঃ। হ্যাঁ— জানি দেবকীকে কারাগারে দর্শনটা দিয়ে ছিলেন। কিন্তু উদ্ধারটাতো করতে পারেন নি ?

২য় ভিঃ। দ্বারকিনাথ—

মঃ। পাণ্ডবদের সহায় ছিলেন। তাদেব ভাগ্যে কি দুর্দ্দশাই না ঘটেছে।

২য় ভিঃ। হৃষীকেশ, যাদবনন্দন—

মঃ। চান করতে যাচ্ছিস, এই নতুন গামছটা নিবি ? না কেন ? বল, না কেন ? কি করে চলে তোর ?

২য় ভিঃ। ভিক্ষে করে খাই।

মঃ। এই দেখ, মণি ব্যাগ, এই দেখ গামছা—

(টর্চের আলোতে দেখাইল)

কোনটে চাই বল ?

২য় ভিঃ। আমায় যোগের দান নিতে নাই।

মঃ। এই ব্যাগটা সব যদি দিয়ে দিই, অনেক টাকা আছে এতে।

২য় ভিঃ। তুমি কি বাবু! নিতে নেই বল্লেও ছাড় না ?

মঃ। তোকে নিতে হবে।

২য় ভিঃ। মেরে ফেল্লেও নেব না।

মঃ। ভারি তোর লম্বা লম্বা কথা। জুতো মেরে বিছিয়ে দেব এখানে, জানিস ব্যাটা ?

২য় ভিঃ। মারবে, মার। এই বসছি। আমায় মেরে ফেল। একবারে মেরে ফেল বাবু। ভাল মূহুর্ত্ত, চুকে যাক্। মার— মার—

মঃ। গামছা নে। টাকা নে। আমি তোর ভাল করতে চাই।

২য় ভিঃ। মারবে যদি মার, আমি নেব নি। মার না।

মঃ। তবে যাঃ। ব্যাটা পাজী। বের।

২য় ভিঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। ইত্যাদি—

[ভিখারী প্রস্থান করিল]

(মহেন্দ্র অন্ধকারে গামছা হাতে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল)

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

অষ্টম দৃশ্য।

গভীর রাত্রি। গঙ্গাতীর।

[মহেন্দ্র একটি নালার মধ্যে পড়িয়াছে]

মহেন্দ্র।

মঃ। নিয়তই নেবে যাচ্ছি নীচে। উঠব কি অতল গর্ত্ত। গঙ্গাতীরের চোরা বালির গর্ত্ত। এ অতি সংঘাতিক গর্ত্ত। যত উঠতে যাই ততই চলে যাই নীচে। বুক পর্য্যন্ত প্রায় ডুবে গেছি। আর একটু হলে নাকের উপর জল উঠবে। এই দুর্গন্ধময় জলে ডুবে প্রাণ হারাব। তাইত— আলাদাইত! অত্যাচারিত আর অত্যাচারীর ভেদ দেখিয়ে দিলেন হরি। ভগবান হরিকে কখন ডাকিনি, আজ তাঁকে ডাকছি। —আমার ডাক তিনি কি শুনবেন? হে হরি! হে হরি!! হে দয়াময় হরি!!! রক্ষা কর। দয়াল হরি রক্ষা কর হরি।

[ভিখারী প্রবেশ করিল]

ভিঃ। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

মঃ। কে তুমি গো—

ভিঃ। আমি ভিখারী গো—

মঃ। একবার দয়া করে এদিকে এস।

ভিঃ। কোনদিকে?

মঃ। আমি এইখানে গেলুম— গেলুম, ডুবে গেলুম। —চোরাবালি —চোরাবালি, —প্রাণ যায়।

ভিঃ। হ্যাঁ তাইত! এর মধ্যে নামতে গেলে কেন?

মঃ। চোরাবালিতে পড়ে ডুবে যাচ্ছি।

ভিঃ। কি দুর্গন্ধ! পচা পাঁকভরা নালা। বাজারের যত নোংরা জল যায় এই পথ দিয়ে। এ তোমার চোরাবালি! তুমিইত সেই চোরা! গামছা নিয়ে দেখাচ্ছিলে? ·হরির নিন্দে করে ছিলে? বড় যে জুতো মেরে বিছিয়ে দিচ্ছিলে। এইবার তোমায় কেমন জব্দয় ফেলেছেন হরি— নিন্দে কর।

মঃ। মারা গেলাম। আমায় রক্ষা কর। হরি তোমার ভাল করবেন। আমায় রক্ষা কর।

ভিঃ। তিনি মারেন যদি, আমি বাঁচাতে পারি কখন?

মঃ। হাঁ পার।

ভিঃ। তিনি বাঁচালে বাঁচ, মারলে মর এটা মান না?

মঃ। হাঁ মানি!

ভিঃ। তবে?

মঃ। এইবার মানব।

ভিঃ। মানবে ত? না তুমি বড় বেগড়ান। উঠলেই আবার ভুলে যাবে।

মঃ। না, এই গঙ্গায় দাঁড়িয়ে দিব্যি করছি।

ভিঃ। কোথায় গঙ্গা— হরিপাদাম্বুজ সম্ভূতা সুরধনির তীরে তুমি। কিন্তু পাঁদাড়ের মধ্যে দিয়ে চল। একটা পচা পাঁকভরা নালা বেছে নিয়ে তার মধ্যে নেমে গঙ্গায় নেমেছি মনে করছ। দেখ, দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা ঐ তার পবিত্র জলরাশি নিয়ে চলেছেন সাগর সঙ্গমে। তুমি পবিত্র মূহুর্ত্তে দেবতার নিন্দা কর— পাপী তুমি। তোমায় স্পর্শ করতে নেই। তুমি ঐ পাঁক সলিলে ডুবে মর। তুমি গঙ্গা পাবে না। গঙ্গা তোমার পক্ষে চিরদিন অনেক দূরে।

মঃ। আমায় রক্ষা কর। একটু এবার মার্জ্জনা কর। একটু দয়া কর। একটিবার। তোমার দয়া আমি জীবনে ভুলব না।

ভিঃ। বেশ—। মার্জ্জনা করলুম বল। তবে বল—

[মহেন্দ্র ভক্তি সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল]

মঃ। বলুন।

ভিঃ। " হে কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ!
কাশী যাদবনন্দন॥
মথুরেশ হৃষীকেশ।
ত্রাতা ভব জনার্দ্দন॥ "

বলেছ ?

মঃ। হাঁ।

ভিঃ। আবার বল—

" মৎসম পাতকী নাস্তি।
ততসম নাস্তি পাপহা॥
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ।
ত্রয়িমাং মাং মধুসূদন॥ "

বলেছ ?

মঃ। আজ্ঞে হাঁ।

ভিঃ। তারপর বল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ "

একা আমি কি টেনে তুলতে পারব তোমায়! ঐ ঐ লোক একদল আসছে— দাঁড়াও আমি ডাকি ওদের।

[একদল লোক মসাল হস্তে প্রবেশ করিল]

(গান)

জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত পাবন সীতারাম॥

ভিঃ। ও সাধূরা— লোক পাঁকে পড়ে ডুবে মরছে— এদিকে এস। এদিকে— এদিকে—। এই যে আমি এদিকে— এদিকে—। হাঁ আসছে। এস— এস— এই নালার ধারে চলে এস। এস—

[সাধূরা গামছায় গামছা বাঁধিয়া এক প্রান্ত ফেলিয়া দিল এবং সকলে মিলিয়া মহেন্দ্রকে টানিয়া তুলিল]

১ম সাঃ। কে। (যাহার হস্তে মসাল ছিল সে অগ্রসর হইল)

২য় সাঃ। এ কি! আপনি !! মনু বাবু !!!

মঃ। (টর্চের সাহায্যে) গণপতি !!!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চীনামাটীর কারখানা।

(নব সাজে সজ্জিত কারখানায় আজ বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছে)

কাল—প্রায় চারটা।

[কালেকটার সাহেব সভাপতি। মঞ্চের উপর বিশিষ্ট নরনারীর মাঝখানে তাঁহার সুন্দর আসন। কালীনাথ তাঁহার এক পার্শ্বে। সভাস্থলে বহু কাষ্ঠাসন পড়িয়াছে। ভদ্রশ্রেণীর নরনারীগণ সেগুলিতে উপবিষ্ট। গ্রামবাসীগণ পশ্চাতে বহুদূর ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া। স্থানাভাবে তাহারা কেহ কেহ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত; সাধারণতঃ উৎসাহের অবধি নাই; তাহারা বক্তৃতা শুনিতেছে। রায় বাহাদুর বক্তৃতা দিতেছেন]

রায় বাহাদুর।

রাঃ বাঃ। প্রকাশ্য প্রথা ছিল চাক ও হাতের কায়দায় মাটির বাসন নির্ম্মান করা। এই ভ্রমাত্মক প্রথার বিরুদ্ধে বিশেষজ্ঞদের সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। দেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা প্রচলিত না থাকায়, দেশের কুম্ভকার শ্রেণী এক শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। কলে তৈয়ারী আমদানী করা মৃৎ-শিল্পজাত বহু প্রকারের মাল,

দেশের চাহিদা কাড়িয়া লওয়ায়, দেশের কুম্ভকার শ্রেণী বেকারগ্রস্থ হইল, দেউলিয়া হইল, এবং অবশেষে ঘরবাড়ি বেচিয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। জমিদার কুল-তিলক মিষ্টার কালীনাথ ডট্ একজন জন-কল্যাণ-ব্রতী পুরুষ। তিনি প্রাণাধিক প্রতিবেশীদের দুর্ব্বিপাক পীড়িত অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া, বিদেশী আদর্শে, বিদেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে কল কব্জা আনাইয়া একটি মৃৎ-শিল্পের কারখানা খুলিয়া দিলেন। এইরূপে এই প্রতিষ্ঠান-Indian Potteries এর জন্ম হইল। তিনি স্বহস্থে গ্রামবাসীদের কাজ শিখাইলেন। এবং তিনি তাঁর বুদ্ধি দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে, বীর্য্য দিয়ে, অপ্রতিহত অধ্যবসায় দিয়ে এবং বহুদিন-ব্যাপী সাধনা দিয়ে এরূপ একটা মূল সূত্র আবিষ্কার করিলেন যাহার বলে মৃৎ-শিল্প জগতে একটা তুমুল বিপ্লব ঘটিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠানের মালে ভারতের বাজার প্রভাবিত হইল। বিদেশী মাল চাহিদা হারাইল। দেশের কুম্ভকারেরা কাজ পাইল। বেকার সমস্যা এই জেলায় যাহা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়' ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। আজ কুম্ভকারেরা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখে হাসি দেখা দিয়াছে। তাহারা আবার ঘর বাঁধিতেছে। Indian Potteries আজ জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। ভারতে যত-গুলি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান আছে, ইহা তাহার অন্যতম। মিষ্টার কালীনাথ ডটের কৃতিত্ব দেশের যুবক-শ্রেণীকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেছে। তিনি স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ। আমরা তাঁহার দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি এই বিশাল প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গল বিধান করুন।

[করতালি পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়া এরূপ অসংযত হইয়া উঠিল যে, স্বেচ্ছাসেবকগণের শ্লেষ-

বাণীতে সভাস্থত মুখরিত হইয়া উঠিল। তক্‌মাধারী দ্বারবানগণ বিকট বদন ব্যাদন পূর্ব্বক বহু ক্রিয়া প্রদর্শন করিল। তথাপি গোলমালের উপশম ঘটিল না। সভাপতি মহাশয় ধৈর্য্য সহকারে বহুক্ষন অপেক্ষা করিয়া অবশেষে সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

তৎপরে সেচ্ছাসেবকগণ ভিড় সরাইয়া পথ করিয়া দিল। কালীনাথ সভাপতি সমভিব্যাহারে পার্শ্বের সামিয়ানার দিকে অগ্রসর হইলেন। সভামণ্ডলীর সকলেই তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। সেচ্ছাসেবকগণও বাদ পড়িল না।

পশ্চাতে গ্রামবাসীদের জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলির দাপট বাড়িয়া গিয়া একটা অনতিক্রমনীয় অসহায় ও নিরুপায় অবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে। কেহ বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিলেও পারে না। সকলেরই প্রাণ ওষ্টাগত। জনার্দ্দন একা। ভিড়ের চাপে দেহ অবসন্ন। তাহার সঙ্গী কোথায় দূরে গিয়া পড়িয়াছে। সে তখনও আত্মহারা, মৃদু মৃদু হাসিতেছে ও করতালি দিতেছে। হঠাৎ একটা ঠেলা আসিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল। তাহার উপরে লোক, লোকের উপরে লোক, তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইল।

ওদিকে তখন সামিয়ানার নীচে অপর্য্যাপ্ত আহারের পরিবেশন চলিতেছে। শেরী স্যাম্পেনের অবাধ গতি এক অভিনব দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে। কালীনাথ তাঁহার মূল্যবান অতিথিকে আপ্যায়িত করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন। ঠিক সেই সময় মহেন্দ্র ভীমবেগে ভিড়ের

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জনার্দ্দনের সমীপস্থ হইল ও মনুষ্যস্তুপ সরাইয়া তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ স্কন্ধে লইয়া বাহির হইল। মঞ্চের উপর দেহখানি রক্ষা করিয়া সে বড় কারিকর বাবুকে ডাকিল। বার বার ডাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

-:০:-

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রৈলোক্যের বাড়ি। চণ্ডীমণ্ডপ।

কাল—প্রভাত।

[জনার্দ্দন শয্যায় শায়িত। দুই হাতে বাড় বাঁধা। শরীর ক্ষত বিক্ষত। সেগুলিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। রেবতী স্থিরভাবে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। নিকটে বেঞ্চিতে গণপতি উপবিষ্ট। দূরে মাধব, নিতাই, অবিনাশ, করুণা ইত্যাদি সকলে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। উঠান হইতে ত্রৈলোক্য হাঁকিল "কে"?]

(উত্তর আসিল— "মনু বাবু")

ত্রৈঃ। খুলে দিচ্ছি।

[ত্রৈলোক্য দ্বারোদ্ঘাটন করিবার সঙ্গে সঙ্গে রেবতী ভিতরে প্রস্থান করিল।]

(মহেন্দ্র প্রবেশ করিল)

মঃ। (খাটের উপর বসিয়া) কেমন আছেন ?

জঃ। (মাথা নাড়িল।)

মঃ। ভাল। থাক্, কথা বলবার দরকার নেই। আপনি কাল কোথায় ছিলেন ?

গঃ। আমায় আবার 'আপনি' হচ্ছে কেন ?

মঃ। আমি দেখছি নিতাই, মাধব এদেরও আমার 'আপনি' বলা উচিৎ।

গঃ। ও সব কি!

মঃ। হ্যাঁ, আপনি জানেন না আমি এতই অপদার্থ !

গঃ। নাঃ। কি বলছেন ?

মঃ। কি বলছি তবে শুনুন। আমি আর ও কারখানায় পদার্পণ করব না। কোথায় মঞ্চের ওপর তুলে সোণার মেডেল দেবে না—

নিঃ। মনুবাবু বড় চটে গেছেন।

মঃ। আমি এবার থেকে ভাঙ্গী পল্লীতে যাব ঠিক করেছি। আপনারা যে বলেন, 'বাবুরা শত্রু' কথাটা ঠিক।

নিঃ। আমরা ও কথা বলি না। আমরা বলি 'বাবুরা' যে নীতি মেনে চলেন, সেই আমাদের শত্রু। আমরা ততদিন তাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকব, যতদিন তাঁরা বিদেশীয় নীতির ধূয়ো ধরে সমাজ পুনর্গঠন করতে চাইবেন। গান্ধীজী যে আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন, আমরা সেইগুলি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করব।

মঃ। কেন, অহিংসা করছি দেখাতে হবে ?

নিঃ। উন্মত্ততা সকল অবস্থাতেই খারাপ।

মঃ। কি বল্লে, আমি উন্মত্ত ?

নিঃ। আপনার ক্রোধ হয় নি ? ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব আপনার ভেতর এত তীব্র আর এত কুৎসিত যে প্রকৃত শত্রু কে, সেটা বোধ হয় আপনি ভূলে যান।

মঃ। প্রকৃত শত্রু ঐ রায় বাহাতুরটা। যে বলে "প্রাণাধিক প্রতিবেশীদের তুর্ব্বিপাক পীড়িত অবস্থা দেখে ইত্যাদি"। তারপরেইতো ওঁর ঐ অবস্থা করেছে।

নিঃ। আমার অনুমান, তিনিও গ্রামের লোকের উন্নতি চান। কারখানার উন্নতি চান। যেমন একটা কংগ্রেসের ভেতর কি বিভিন্ন দল থাকে না ? তাই বলে কি এক দল অন্য দলের লোকেদের শত্রু বলে মনে করবে ?

মঃ। স্বীকার করি আমি তীব্র, আমি কুৎসিত। তা নয়ত কি ও কাজ

আমার দ্বারা হ'ত ?

নিঃ। কি কাজ ?

মঃ। সে একজনের গামছা কেড়ে নিয়েছিলুম। এখন তাকে খুঁজে পেলে ফিরিয়ে দিয়ে ঋণের দায় থেকে মুক্ত হই।

(সকলের হাস্য)

গঃ। কারখানার বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে। তোমরা যাও।

[নিতাই, মাধব, করুণা, অবিনাশ প্রস্থান করিল]

[ত্রৈলোক্য দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা বড় চুবড়িতে কাটা খড় বোঝাই করিতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপের এক-প্রান্তে খড় কাটিয়া রাখা থাকিত। মহেন্দ্র ত্রৈলোক্যের কাছে গিয়া বসিল।]

মঃ। আপনি বলুনত, আমি আর কারখানায় যাব কি ?

ত্রৈঃ। কারখানা কি দোষ করেছে ?

মঃ। কার কারখানা ? যার কারখানা তিনি ফিরে পান। ফিরে পেলে তখন কারখানায় যাব। এখন কি করি বলুন ?

ত্রৈঃ। আমি বল্লে কি তুমি শুনবে মনু বাবু ?

মঃ। শুনব, শুনব। বলুন না ?

ত্রৈঃ। কাটুনী হও। তকলী তৈয়ার কর। চরকা ধর।

মঃ। যখন শুনব বলেছি, শুনব। তাতে কি আমার মনের গোলমাল মিটবে ?

ত্রৈঃ। হ্যাঁ মিটবে।

মঃ। আচ্ছা তবে তাই। চল্লুম।

[মহেন্দ্র প্রস্থান করিল]

(ত্রৈলোক্য খড়ের ঝুড়ি হস্তে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিতে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য।

চীনামাটীর কারখানা।

বড় সাহেবের কামরা।

কাল—মধ্যাহ্ন।

[কালীনাথ, ইঞ্জিনীয়ার ম্যাল্লিক, রায় বাহাত্নর, দেবেন্দ্র]

কাঃ। এখনকার বড় কারিকরকে কি রকম দেখলেন? —গদা সাহেব।

ইঃ। Not a bad man at all. He knows his job.

কাঃ। Working staff আর কিছু বাড়াতে হবে?

ইঃ। Lay out অনেক change দরকার।

কাঃ। আর?

ইঃ। Machinery কিছু বাড়াতে হবে।

কাঃ। I think so.

দেঃ। যদি Calcutta থেকে efficient labour— I mean craftsmen import করা যায়, improvement হয় কিছু?

ইঃ। Give me only one dozen capable craftsmen— I guarantee 50 per cent more profit.

দেঃ। আর যদি Lav out যে রকম বলছেন change করা যায়?

ইঃ। Another 50 per cent easily.

রাঃ বাঃ। On the top of all that, যদি machinery বাড়িয়ে দেওয়া হয়?

ইঃ। Another 50 per cent বাঁধা।

রাঃ বাঃ। হবে কি? Hundred and fifty per cent profit on

the present profit— হবে কি ?

ইঃ। You chuck me out, যদি না হয়। Leedsএ যখন কাজ কর্ত্তুম, অমনি একটা firmএ five hundred per cent profit বাড়িয়ে দিয়েছিলুম। I have got my papers.

কাঃ। I quite belive it. You cannot imagine Rai-Bahadur what is possible and what is not possible. আমি এতদিন যে এই কাঠের বেড়ালে বাঘ শিকার করেছি। জনার্দ্দনের মতন চাষাকে দিয়ে যদি এই turnover, আর এই profit possible হ'য়ে থাকে, real expert আর যা যা improvements ইনি বল্লেন যদি introduce করা যায়, তাতে যে hundred and fifty per cent profit বাড়াতে পারেন না, তা আমি মনে করি না।

রাঃ বাঃ। Exactly, Exactly, Absolutely right, এখন বুঝতে পারছি আমার সন্দেহ করাটা ভুল। এই দু'মাস যে জনার্দ্দন নেই কোন কাজটা আটকাচ্ছে ? Turnover কি কিছু কমেছে ?

কাঃ। কিছু না।

দেঃ। Turnover গদা সাহেবের হাতে improve করেছে।

কাঃ। একটা Written scheme you submit and I sanction it. You start immediately.

ইঃ। Calcuttaয় যেতে হবে একবার।

কাঃ। You can go and put up there in some Hotel.

ইঃ। Labour leadersদের সঙ্গে দেখা করে, ভাল picked craftsmen secure করে আনতে হবে।

দেঃ। There you are. That's the point. That's it. Get them

কাঃ। Select your list of machinery also. কতদিনে এ সব

complete হবে ?

ইঃ। Four weeks at the most.

কাঃ। Splendid ! Simply Splendid.

ইঃ। Can I take your car to start for Calcutta to-morrow ?

কাঃ। Right'O. You do. Take it. I will manage. কাজ আগে— কি বলেন রায় বাহাদুর ?

ইঃ। In half an hour you get the scheme.

কাঃ। Thank you ! Thank you.

[দেবেন্দ্র ও ইঞ্জিনীয়ার প্রস্থান করিল]

কাঃ। এ-কে কোথায় পেলেন ?

রাঃ বাঃ। Dum Dum Aerodromeএ আমি খবর পেয়ে আগে থেকে হাজির ছিলুম। Air Portএ যেমনি পৌছান, একেবারে গ্রেপ্তার। একবারে engagement করে ফেলা then and there.

কাঃ। এ রকম qualified Engineer for two thousand a month is really, very cheap, you know.

রাঃ বাঃ। আবার foreign qualification. What you pay him, he pays you back ten times.

কাঃ। Exactly, Exactly.

[কতিপয় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।]

কাঃ। Halo ! Halo !! Mr. Basu— Good morning, Good morning, Good morning.

রাঃ বাঃ। Good morning, Good morning, Good morning.

১ম ভঃ। একটা Ceramic forum। আমাদের form করা স্থির হয়েছে। আপনি হলেন pioneer in our line, আপনি আমাদের guide

করুন। আমরা আপনার পেছনেতো আছিই।

কাঃ। সময় কোথা? নিজের কাজ দেখবার সময় পাই না। আবার ও সব করি কখন?

২য় ভঃ। তা বল্লে হবে না। You are the leader in our line.

৩য় ভঃ। Government যা-তা করছে। আমাদের বলেও না আমরা যে advice দেব। We are experts in the line. I. C. S. officers are no experts in our techniques.

কাঃ। তারা যখন বিলেত ঘুরে এসেছে —they are supposed to be jack of all trade.

১ম ভঃ। —and master of none. Ha, Ha, Ha.

২য় ভঃ। They are but rolling stones.

৩য় ভঃ। —You mean, gathers no moss.

[রায় বাহাদুর উঠিয়া গিয়া চাপরাশিকে কি আদেশ দিয়া আসিলেন]

কাঃ। আমাদের একজন Engineer রাখতে হ'ল। Foreign qualification. Two thousand salary.

১ম ভঃ। Two thousand rupees per month.

কাঃ। তার কমে কোথায় পাচ্ছি?

২য় ভঃ। এতদিন কেমন করে চালিয়ে যাচ্ছিলেন?

কাঃ। আমি আর Rai Bahadur —ছেলেরা ছোট। আর যত সব আছেন, তাঁরাও initiative নিজে কাজ করতে পারেন না।

রাঃ বাঃ। Prince of merchants খেতাবটা সাধে কি collector সাহেব দিয়ে ছিলেন?

১ম ভঃ। Of course not. He is nothing short of genious that we all know.

[চাপরাশি ট্রেতে করিয়া বিয়ার
ইত্যাদি আনিয়া ধরিল]

২য় ভঃ। Oh ! splendid.

রাঃ বাঃ। বড্ড গরম। শুধু জলে কি তেষ্টা মেটে !

রাঃ বাঃ। মিষ্টার বাসু, মিষ্টার মজুমডার, মিষ্টার ব্যানার্জ্জী have you marked a strong similarity in the lower part of the jaw ?

১ম ভঃ। Of Mr. Dutt.

রাঃ বাঃ। Yes — with Hitler.

২য় ভঃ। Yes. A strong resemblance. Really.

৩য় ভঃ। I must say, it is wonderful. He is a man in India, having strong resemblance with Hitler of Germany. একবারে ঠিক মিলে যাচ্ছে।

১ম ভঃ। It is wonderful !

২য় ভঃ। Wonderful !!

৩য় ভঃ। Wonderful !!!

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

চতুর্থ দৃশ্য।

ভাঙ্গীপল্লী।

কাল—সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

[ভাঙ্গা মন্দিরের চতুর্দিকে ভিড় শান্তভাবে বসিয়া আছে। মন্দিরের চাতালের মধ্যস্থানে একটি চৌকি শুভ্র কাপড় দিয়া ঢাকা, তাহার উপর একখানি বড় চরকা সিন্দুর মাখান, রক্ষিত আছে। ভাঙ্গী বালিকা, যুবতী মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়াছে। গণপতি ঠাকুর আসিয়া চরকাকে প্রণাম করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল এবং পশ্চাতে মহেন্দ্র ও নিতাই উপবেশন করিল। ভাঙ্গীগণ ও গ্রামবাসীগণ প্রাঙ্গণের উপরে (যাহা বহুদূর পর্য্যন্ত কাটিয়া সাফ করা হইয়াছে,) বসিয়া আছে। ভাঙ্গী বালিকা, যুবতী মিলিয়া রামধূন গাহিল। জনতা যোগদান করিল।]

গণপতি ঠাকুর।

গঃ। মহেন্দ্র বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কেন ভাঙ্গী হ'য়েছি। গান্ধীজীর কথায় আমার বিশ্বাস আছে, আমি তাই ভাঙ্গী হয়েছি। গান্ধীজী বলেছেন "হিন্দু মাত্রেরই ইহাই পেশা হওয়া উচিত"। তিনি আরও বলেছেন "হিন্দুরা যখন অন্তরে অন্তরে ভাঙ্গী হ'য়ে উঠবে, জাতিভেদহীন মনোভাব লাভ করবে, মাত্র এই কুৎসিত অস্পৃশ্য প্রথা তখনই দেশ থেকে বিলুপ্ত হবে। "অতএব ভাঙ্গী হওয়া সকলের সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। ভাঙ্গী হ'তে কেবল আচরণ প্রয়োজন আর কিছুই নয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে আবর্জ্জনা নিজ হাতে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আর মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হলেই হ'ল। খাদি

নীতি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস থাকা চাই। তাঁকে খাদি পাগল হ'তে হবে। তকলী প্রেমিক হ'তে হবে। গ্রামের প্রত্যেক নরনারী খাদি উৎপন্ন কার্য্যে ভাল করে বুঝে যদি চলেন, এ গ্রামকে কাপড়ের জন্যে ঘোরতর দুর্ব্বিপাকে পড়ে থাকতে হয় না। চরকা স্বাবলম্বনের অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে হবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেন "আমাদের অনেকগুলি সমস্যার সমাধান বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে"। দেশবাসী প্রদত্ত করের রাশি রাশি টাকা খরচ করেও, দেশবাসীকে ঘোরতর বস্ত্র সঙ্কটে পড়তে হয়। সরকারের পক্ষে এটা অতি লজ্জার কথা। কাপড় নিয়ে অনেক বিশ্বাস ভঙ্গের ব্যাপারও ঘটেছে। কাপড়ের মূল্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এ সব ঘট্‌ত না যদি সরকার গান্ধীজীর কথার পরম গুরুত্ব উপলব্ধি করে চলতে পারতেন। অনেকে মনে করেন চরকা কেবল গরীবের সমস্যা সমাধান করবার জন্যে। কিন্তু ইহার চেয়ে অসত্য আর কিছুই হ'তে পারে না। কাপড় নিয়ে আজ পর্য্যন্ত যে সব ব্যাপার ঘটেছে, তার প্রতিকার একমাত্র চরকার দ্বারাই সম্ভব। এখন অনেক ধাক্কা খেতে হবে সরকারকে, তারপর বোধ হয় সরকার চরকার গভীর তাৎপর্য্য বুঝতে পারবেন। আমাদের কর্ম্মধারা গ্রামের অনেকের মনে বিরোধ উপস্থিত করেছে। এ বিরোধিতা ভাঙ্গী-পল্লীর সবায়ের বিরুদ্ধে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এ বিরোধকে ভয় করব না। আমরা যদি সত্যই চরকা প্রিয় কর্ম্মী হই, আমরা আমাদের প্রভুর কথা স্মরণ করে আরও অধিক মনোনিবেশ করব, আরও অধিক আগ্রহের সহিত, দৃঢ়তার সহিত আমাদের কর্ত্তব্য পালন করব। প্রভু বলেছেন "যন্ত্রবৎ ঈশ্বর নাম না করে, আমাদের সময় সমাজের কথায়, পরস্পর সুখ শান্তির কথায়, আর সকলের আশা ও মঙ্গলের কথায় যদি আমরা মন প্রাণ দিয়ে মেতে উঠতে

পারি— আমরা শান্তির পথে, পুণ্যের পথে, ভগবান লাভের পথে অগ্রসর হ'তে পারব"। বল ভাই জয় গান্ধীজীর জয়।

[সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল]

[নিতাই গান ধরিল]

(গান)

সীমাকে বীচ অসীম দেশকা কৌন অতিথি
আয়া রে।
জান পহছান ন হ্যায় তথাপি দিলমে
আচ্ছা ভায়া রে॥
ক্যা য়হ হ্যায় অওধ বিহারী বৃন্দাবন
কা বনচারী।
জড় বিজ্ঞান কা দর্পহারী কৌন অতিথি
আয়া রে॥
বেদ, বাইবেল, পূরাণ, কুরাণ, তন্ত্র
ইসমে হ্যায় মূর্ত্তীমান।
বন্ধা প্রেমসে সভীকে প্রাণ কৌন
যাতুগর আয়া রে॥
যো হো সো হো হম্ ন জানে, অগুণ
কা গুণ কোন বাখানে।
কেবল য়হী দিলমে মেরা প্যারে বাপুজী
আয়া রে॥
যোহী খবর নহী গ্রন্থমেঁ, বাপুজী বিন কৌন
বতাওএ।
সচ্চিদানন্দকী কৃপা ভাওএ, মেরা প্যারে
বাপুজী আয়া রে॥

জগমেঁ যেত্তে দিন রহো বাপু প্রভুকা
বাত মান লেঁয়।
সত্য কথা অহিংসাকী পূজারী
বাপুজী আয়া রে ॥
মেরা প্যারে বাপুজী আয়া রে!
মেরা প্যারে বাপুজী আয়া রে!!
মেরা প্যারে বাপুজী আয়া রে!!!

[চাতালের উপরে নৃত্য হইল। মহেন্দ্র তাহাতে যোগদান করিল। অন্য পুরুষেরাও নৃত্য করিতে লাগিল।]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

পঞ্চম দৃশ্য।

চীনামাটীর কারখানা।

কাল—টিফিনের সময় আগত প্রায়।

[কারখানায় কাজ চলিতেছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত। গদা সাহেব কয়েকজন নূতন কারিকর আসিয়াছে, তাহাদের লইয়া গল্প করিতেছিল।]

গদা সাহেব, মোবারক আলি, গোফুর,
আহাম্মদ মিয়াঁ, রুস্তম ইত্যাদি।

আঃ মিঃ। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব আতা।

[গদা সাহেব ও অন্যান্যেরা পুরাতন কারিকরদের হাত হইতে কাজ কাড়িয়া লইয়া, যেন কতই কাজ করিতেছে ভাণ করিল।]

(ইঞ্জিনীয়ার, দেবেন্দ্র, ঘোষাল বাবু প্রবেশ করিলেন)

[কয়েকজন নূতন কারিকর ও গদা সাহেব হাত তুলিয়া সেলাম করিল। মোবারক মিলিটারী সেলুয়ুট জানাইল।]

ইঃ। Good morning, Go—da. Thank you, মোবারক। Good morning, Good morning

দেঃ। Good morning, Good morning

ইঃ। ক্যা খবর ?

গঃ সাঃ। হুজুর ! কামমে কুচ হ্যায় নেই সমজিয়ে। ইয়ে দেখিয়ে হামরা হাতকা বনা হুয়া কাম।

ইঃ। This is alright, Very good গো—দা।

মোঃ। ইয়ে মেরে হাতকে কাম। হাম আবসে বানায়া। ইয়ে যো হ্যায় আহাম্মদ মিয়াঁ বানায়া। ইয়ে রুস্তম— Sir।

দেঃ। I think they are getting on quite well.

ইঃ। Most decidedly. There is a kncak in their doing it, You won't find it with others.

দেঃ। I must say, you have made a very good selection about new craftsmen.

ইঃ। I had a very hard time to pick and choose before I could select. I worked in Calcutta eighteen hours a day—working, working, working. Oh!

ঘোঃ বাঃ। Sir, গদা সাহেবের কাজ আর জনার্দ্দনের কাজ। এই কাজের কাছে দাঁড়াতে পারে জনার্দ্দন? এখন চার বছর এঁর সাগরেদি করলে যদি একটু শিখতে পারে।

গঃ সাঃ। স্যার ওদের সব got up, বুঝলেন sir, আমায় কাজ দেখাতে চাইত না। আমার কথা শুনত না। দল পাকাত। আমি এ কয়দিনে অনেকটা সোজা করে এনেছি।

দেঃ। Troubles! কে এমন করছে? কে সে?

ইঃ। Goda— আমি তোমায় বলে দিয়েছি, you are the বড়া কারিকর। কারখানায় সব লোককে তোমার কথা শুনে কাজ করতে হবে। টুমি— এক নম্বর। জনার্দ্দন? leave him out.

মোঃ আঃ। হুজুর! হাম ইয়ে লোককো বহুৎ দফে বোলা, বোল বোলকে থক্ গিয়া। জান দেকে কাম করো, আউর নেইতো এক পয়সে কি আদ্‌মি তুম নেহী হো। কেৎনা ইয়ে লোককো সম্‌জাতা হ্যায়। শুনতাই নেই। খয়ের দেখা যায়।

দেঃ। যো বাৎ নেহী শুনতা, উস্‌কো পাকাড়কে লে আও ইঞ্জিনীয়ার

সাহেব কো পাশ। He will deal with him.

ঘোঃ বাঃ। Sir, sir মাপ করবেন। নূতন Canteenটা একবার দেখে যাবেন sir আপনারা। আজ থেকে Canteen চলবে।

ইঃ। Come a long, Bara Babu's show, Let us have a look at it.

দেঃ। I don't mind.

ইঃ। চলেন Bara Babu। We will see your canteen.

[কলের ভোঁ বাজিয়া উঠিল
সকলের টিফিনের ছুটী হইল]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চীনামাটীর কারখানা।

ক্যানটীন।

কাল—টিফিনের সময়।

[নূতন ক্যানটীন। বাহিরে amplifier লাগান, গান হইতেছে। ভিতরে পিয়ানো বাজিতেছে। কারখানার লোকেরা কেহই ভিতরে প্রবেশ করিল না। কেবল গদা সাহেবের দল, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ও ছোট সাহেবকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘোষাল বাবু উত্তেজিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুরাতন কারিকরগণ দূর হইতে দেখিতে লাগিল ও আপন আপন কাপড়ে বাঁধা মুড়ি লইয়া মুঠা মুঠা খাইতে লাগিল। বিশিষ্টরূপে সাজান টেবিলের ধারে ভাল ভাল চেয়ার পাতা। সেই চেয়ারে ইঞ্জিনীয়ার ও দেবেন্দ্র উপবিষ্ট ছিল। গদা, মোবারক আলি, রুস্তম প্রভৃতি দশজন কারিকর বেঞ্চিতে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।]

(ঘোষাল বাবু প্রবেশ করিলেন)

ঘোঃ বাঃ। দেখছেন sir ছোট সাহেব আপনাকে আর কি বলব। গরীবকে মারবার ফন্দিটা একবার দেখুন। আজ ক্যানটীন খোলা হবে। গণপতি মেথরটা শিখিয়ে দিয়েছে সবাইকে— ধর্ম্মঘট কর। তা নয়ত, একজন লোকও ভেতরে আসে না? আমি ওদের কত ডেকে বল্লুম। কেউ আসতে চায় না। বলুন দেখি, আমার এত পয়সা

আজ জলে গেল। এ লোকসানটা সামলাব কি করে। আমি যে মারা পড়ব, sir।

গঃ সাঃ। সব got up, sir। বামুন বিটকেল মেথর হ'য়ে ভেতরে ২ work করছে। আমি জানি sir, তাকে। ত্বার সব got up! সব got up.

ইঃ। টুম ইয়ে লোককো আদমী বানায় লেও। মোবারক আলি আউর টুম— সবঠিক কর লেও। Straighten it out.

মোঃ। হুজুর মায় জান দেনেকো তৈয়ারী হ্যায়। হুকুম দিজিয়ে। ইয়ে লোক সব সিধা হো যায়ে গা। আব্‌কা হুকুম।

দেঃ। গাধ্যেকো পীট্‌নেসে ঘোড়া নেহী বন্‌ সেক্‌তা।

মোঃ। ফরমাইয়ে। মেথর পল্লীমে যা সেক্‌তা হ্যায়। টেংরী পাকাড়্‌কে উয়ো গণপৎকো নেহী আবকা পাস হাজির কর স্থঁ, তো মেরা মোছ উখাড় দিজিয়ে।

[ইত্যবসরে ঘোষাল বাবু একটা আলমারির পিছনে দাঁড়াইয়া, ট্রেতে কয়জনের চায়ের পিয়ালাদি ছিল, তাহাতে বোতল হইতে একটু একটু মদ লইয়া মিশাইয়া দিয়া, ট্রেখানি লইয়া গিয়া সকলকে পরিবেশন করিল।]

দেঃ। What is this? It smells liquor!

ইঃ। No, no. This is good flavour. Fine tea. Finest I have ever drunk. Thank you, Bara Babu.

দেঃ। Sure? Taste is alright. You call it flavour?

ইঃ। By all means, you take it, you will enjoy it. Comrades! টুমাদের আমি Comrades বলিব। Comrades মানে বন্ধু। বন্ধুগণ! আমি জানি আপনাদের দুঃখ। World আপনাদের কেমন treatment করে আমার জানা আছে। তারা টুমাদের অত্যন্ত Shabbily treat করে। Russiaতে

লোকেদের treatment কেত ভাল। আমি Russiaতে অনেক বৎসর ছিল। তাদের আমি জানে। সেথায় সকলে একসাথে গান করে, একসাথে খায়, একসাথে আমোদ করে। Lovely life there. হামরা ঐ life এখানে করবে। Now, there is no life here.

গঃ সাঃ। Here, sir, here, here— এক দম্‌সে got up.

ইঃ। সেথায় সকল লোকের মুখে এক কথা— eat, drink, be merry.

গঃ সাঃ। Sir, আমি পিপে পিপে মদ খেয়ে চা বাগানে কাজ শিখেছি। আমি জানি না! কি জানেন sir, Engineering কাজ কি দেবেন দিন। একটা মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত বানিয়ে দিতে পারি।

মোঃ। উনকো বোলনে দেও ভাই।

গঃ সাঃ। কেয়া— হাম কুছ খারাপ বাত বোলা হ্যায়? Sir, excuse me.

দেঃ। No—Go—da! You are alright. Come on, let us drink. Goda's health.

ইঃ। We will sing that song together— "He is a happy good fellow." Very fine song. There is another fine song— Happy birth day to you, my darling. Happy birth day to you.

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

সপ্তম দৃশ্য।

ত্রৈলোক্যের বাড়ির অন্দর।

কাল—মধ্যাহ্ন।

ভূপীনের প্রবেশ।

ভূঃ। পিসী, পিসী। কানে শুনতে পাও নি পিসী? ডাকছি যে!

[রেবতী প্রবেশ করিল]

রেঃ। কেন অমন করে ডাকছিস রে ভূপীন, আমার কি কাজ নেই? আমায় রান্নাঘর মুক্ত করতে হবেনি?

ভূঃ। দিদি কোথায়?

রেঃ। পাৎকো তলায়। তোর হাতে কিসের ঠোঙ্গা রে? কি আছে ওতে?

ভূঃ। হাঁ— বলব কেন।

রেঃ। আচ্ছা না বলিস, আমায় কেন ডাকছেলি বল?

ভূঃ। পিসী বড় মজা। তোমার জন্যে আর আমার জন্যে। দিদিকে পরে দেবে।

রেঃ। কি আছে ওতে?

ভূঃ। কারখানায় হোটেল খুলেছে। জোর গান লেগেছে। ঘোষাল বাবু আমায় ধরে নে গে দিলে। বল্লে তুই গদা সাহেবের ছেলে, তুই হেত্তাকে দাঁড়িয়ে। তারপর দিলে। এক ঠোঙ্গা দে দেলে।

রেঃ। কি দিলে? কি খাবার? কৈ দেখি।

ভূঃ। কাট্‌লুস। হুঁ। যেমন তেমন খাবার— একবারে কাটলুস।

রেঃ। কাট্‌লুস কি রে?

ভূঃ। চোপ, চোপ, চোপ। এই দেখ না— এর নাম চোপ। এর নাম কাটলুস।

রেঃ। থাম তুই, তোর কাটলুস চোপে আর কাজ নেই। তুই এত কষ্ট করে এনেছিস। তুই খা। তাহালেই আমার খাওয়া হবে। ঐ উঠানে বসে খাবি। কেমন— ? নোক্ষি ছেলে।

ভূঃ। পিসী— আমি বলি কি এই চোপটা— খেয়ে লাও।

রেঃ। না রে—

ভূঃ। পিসী— খাবে নি ?

রেঃ। ঐখানে বসে তুই খেয়ে নে। চারদিকে ছড়াস নি। আমাদের বাড়িতে ওসব ঢোকে নি।

ভূঃ। তুমি কেমন ধারা পিসী বলত। আমি নে এনু এত করে, কত দূর থেকে, আর তুমি খাবে নি ?

রেঃ। ওতে যে পিঁয়াজের গন্ধ বইছে বাবা। আমি কি ওসব খাই।

ভূঃ। না পিসী, আমার দিব্যি একটা নেও।

রেঃ। দুর মুখপোড়া, খাবনা বলছি, নেও, নেও করছিস্। তুই খা না।

ভূঃ। খাবে নি ? খাবে নি ? তুমি খাবে নি ? আচ্ছা।

রেঃ। আচ্ছা কি ?

ভূঃ। (ঠোঙ্গা শুদ্ধ ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিল)

রেঃ। রাগ হ'ল। অ— ভূপীন যাস নে। আমি তোকে তুলে এনে দিচ্ছি, তুই খেয়ে যা। আমি তোকে নাড়ু দেব, মুড়ি দেব, নারকেল কুঁড় দেব—

ভূঃ। (উঠানের মধ্যে দাঁড়াইয়া) ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করনি বলছি।

[ভূপীন প্রস্থান করিল]

রেঃ। ও বাবা ! কি রাগ ছেলের।

[দড়িতে গামছা ঝুলিতে ছিল, রেবতী উহা টানিয়া লইয় মুখ সেঁটকাইয়া বাঁ হাতে ঠোঙ্গাটা তুলিয়া লইয়া পাৎকো তলার দিকে চলিয়া গেল]

[রেবতী প্রস্থান করিল ।]

অষ্টম দৃশ্য।

কালীনাথের অট্টালিকা।

হাল ফ্যাসনে সজ্জিত হলঘর।

কাল—সন্ধ্যা।

কালীনাথ, প্রতিবেশীগণ ও ঘোষাল বাবু।

ঘোঃ বাঃ। Sir-এর কাছে তোমাদের যা যা কথা আছে খোলাখুলি সব বলতে পার। Sir এরা ভয় পাচ্ছে। বল না, বল। ভয় কি!

১ম প্রঃ। স্যার গণপতি ঠাকুর সমাজের মুখে চুনকালি দিয়েছে।

২য় প্রঃ। তার দেখাদেখি নিতাই ও এমন বাড়াবাড়ি করছে যে আর টিকতে পারছে না কেউ।

৩য় প্রঃ। হুজুর ব্রাহ্মণ আমরা। আমরা গ্রামে মুখ দেখাতে পাচ্ছি না।

৪র্থ প্রঃ। চতুষ্পাটী, টোল, স্কুল পাঠশালা যা গ্রামে ছিল সব উঠে গেছে।

৫ম প্রঃ। আমি কি বলব হুজুর। শিরোমণি ঠাকুর আমি। আমার কত শিষ্য বাড়ি, সব গিয়েছে। আমায় দেখলে একটা কাষ্ঠ প্রণাম দূরে থাক্; এখন যা হ'য়েছে, তাতে আমার ওদের প্রণাম করলে তবে ভাল হয়। কি করবে জানেন হুজুর এই নোয়াখালিতে মুসলমানরা যা করে পাকিস্থান করলে, এরা এই গ্রামে বামুন কায়স্থদের সঙ্গে তাই করবে। মশায়— হুজুর বহু হৃদয় বিদারক বৃত্তান্ত গ্রামের ভেতর ঘঠেছে, আর রোজই ঘটবে, আর বেড়ে যাবে। ষণ্ডা ষণ্ডা মেথরগুলো, ওরাত আগে ডাকাতি করত, মেধ ডাকাতের দল কে না জানে, সেই সেই তারাইত আপনার

কারখানার লোক। সায়েব মশায় কি বলব ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা, মেয়েদের মর্য্যাদা কিছু আর রাখলে না। সমাজটাকে ভেঙ্গে চুরমার করেছে। বাপে ছেলেয় বনিবনা একটা পরিবারে দেখতে পাবেন না হুজুর। ধর্ম্ম কর্ম্ম গ্রামে বিলুপ্ত করেছে। গ্রামটাকে ছারখার করে দিয়েছে

কাঃ। গ্রামে কি এমন একটা মানুষ নেই, যে ঐ মেথর বামনটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রাম থেকে বিদায় করে দিয়ে আসে।

২প্রঃ। আমি পারি। তারপর যদি মামলা হয়?

কাঃ। বেশ তার কাণটা কেটে আমায় এনে দাও। তারপর যা করতে হয় আমি করব। মামলা মকর্দ্দমা আমি বুঝব।

৩প্রঃ। হুজুর, আর একটা কথা আছে। ওদের পাঠশালায় কাজ সুবিধে হচ্ছিল না। যে অবধি এই বড় কর্ত্তা বড় সায়েব। এই আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র— অ-অ সায়েব পরিচালনার ভার নিয়েছেন। পাঠশালায় দারুণ লোক হচ্ছে। বনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে ভদ্রঘরের ছেলে স্থার একটা থাকছে না।

২প্রঃ। হ্যাঁ sir.

৩প্রঃ। বড্ড লোকে ঝুঁকেছে। ওটা না বন্ধ করলে হুজুর কেউ কিছু করতে পারবে না।

কাঃ। ওর আমি বন্দোবস্ত করছি। বন্ধ হ'বেই— আপনি হবে। আমায় কিছু বলতে হবে না ওর সম্বন্ধে। তোমরা গণপতিটাকে উত্তম মধ্যম দেওয়ার ব্যবস্থা কর। ভয় কর না।

৬প্রঃ। গর্হিত, গর্হিত অন্যায় করার অপরাধে জেলে পুরে রাখুন না।

কাঃ। তোমরা বৃথা সময় নষ্ট করছ। আমি জানি আমি কি করব।

৫প্রঃ। আমরা খেঁটে নিয়ে আজই আক্রমণ করব। আপনি দেখবেন।

১প্রঃ। আমরা আসি তবে?

ঘোঃ বাঃ। হাঁ, হাঁ। কর কিছু। সাহেব কাজে দেখতে চান।

সকলে। আচ্ছা। সেলাম হুজুর। সেলাম, সেলাম, সেলাম, সেলাম।

[প্রতিবেশীগণ প্রস্থান করিল]

(সৌদামিনী প্রবেশ করিল)

কাঃ! গর্ভধারিণী কি ছেলেই মানুষ করেছিলে! গণপতিটার সঙ্গ ওর না ছাড়াতে পারলে, প্রতিবেশীরা আর আমাদের গ্রামে থাকতে দিচ্ছে না। গ্রাম থেকে বাস ওঠাতে হবে। তা বোঝ।

সৌঃ। তাত বুঝি। এখন করি কি!

কাঃ। রমলার সঙ্গে ওর বিয়ে দি। ছেলেটাকে রাজি করতে পারবে? সে ত তোমার খুব অনুগত শুনি। বাবাকে বাদ দিয়ে মাকে পূজো করে।

সৌঃ। রমলা মেয়েটী বেশ।

কাঃ। রমলার মতন মেয়ে কি হয়। বিলেত পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছে। ওকে ছেড়ে দিলে একা সারা পৃথিবীটা পর্য্যটন করতে পারে। মোটর চালাতে জানে। শুনেছি এইরোপ্লেন পর্য্যন্ত চালাতে দিলে ও চালাতে পারে। কি intelligent মেয়ে!

সৌঃ। দেখতেও খুব সুশ্রী। আমার খুব নেটা পেটা। কাকিমা বলতে অজ্ঞান।

কাঃ। এখন ছেলেকে বশে আনতে পারবে?

সৌঃ। আমার কথা মনু শুনবে না?

কাঃ। সে মনু আর নেই। তুমি সুধাকে বলতে। ছ্যাঃ। মনুতে আর সুধাতে আকাশ পাতাল তফাৎ।

সৌঃ। ও শুনবে। শুনবে,।

কাঃ। আমি তাহ'লে রায় বাহাদুরকে বলি?

সৌঃ। বল না।

কাঃ। আচ্ছা।

[কালীনাথ প্রস্থান করিলেন]

(সৌদামিনী অনুগমন করিলেন)

নবম দৃশ্য।

ভাঙ্গী পল্লী।

ভাঙ্গা মন্দির।

কাল—প্রায় সন্ধ্যা

[প্রাঙ্গণ ও চাতালে মেথর পল্লীর লোকেরা বসিয়াছিল। ভদ্র সমাজের লোকেরা আসিয়া জোর করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। ভাঙ্গীগণ দূর হইতে দেখিতে লাগিল।]

[গ্রামবাসীগণ ও ভাঙ্গীগণ]

১ভঃ গ্রাঃ। সেচ্ছাচারিতার একটা সীমা আছে।

২ভঃ গ্রাঃ। করছেনটা কি।

৩ভঃ গ্রাঃ। অবগাহন স্নান। পূজা।

৪ভঃ গ্রাঃ। পূজা !!!

৫ভঃ গ্রাঃ। প্রার্থনা সভায় আসবেন না ?

২ভঃ গ্রাঃ। পা আর চল্‌ছে না।

৬ভঃ গ্রাঃ। তবু ছিটে ফোঁটা কাটা নেই। সে সব পাট নেই।

২ভঃ গ্রাঃ। আচ্ছা মশায়, তিনি ডুব দিয়ে আবার উঠে ছিলেন কি দেখেছেন ?

(সকলের উচ্চ হাস্য)

১ভঃ গ্রাঃ। আসছে, আসছে ! আস্তে, মশায়রা। আসছে দলবল নিয়ে। আসছে। শোভা যাত্রা করতে করতে আসছে।

[গণপতিঠাকুর, মাধব, নিতাই, বিশ্বনাথ, করুণা ও অন্যান্য সহচরগণের প্রবেশ।]

[চাতালের উপর হইতে শিরোমণি পণ্ডিত হাঁকিলেন। সেখানে অন্যান্য পণ্ডিতেরাও ছিলেন]

৭ভঃ গ্রাঃ। গণপতি তিষ্ঠ ঐখানে। তোমার আজ বিচার হবে। আমরা সকলে তাই এসেছি। তুমি ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য নও। সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই বসে আছেন। আগে তুমি এঁর প্রশ্নের উত্তর দাও।

গঃ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

২পঃ। গণপতি তোমার পিতা ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। তুমি সেই নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের সন্তান হ'য়ে, উঞ্ছবৃত্ত মেথরের পেশা কি করে গ্রহণ করলে? তুমি নীচ জাতির পর্য্যায় ভুক্ত। আমি তোমায় জাতিচ্যুত করতে বাধ্য। তোমার কিছু বলবার আছে?

গঃ। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শূদ্রজাতিকে হীন দৃষ্টিতে দেখব এই জানতেম। শূদ্রের সেবা গ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে অবজ্ঞার বিষয় এই মতই আমি আজন্ম পোষণ করেছি। কিন্তু আজ মনে হয় দরিদ্র নারায়ণ বলতে— ওরাই।

৩পঃ। তবে আর কি, ওদের গলা জড়িয়ে থাকুন আপনি।

৪পঃ। ওদের পদ সেবা করুন।

গঃ। মনে হয়— সমাজে যত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁদের মিলিত সেবা দ্বারা তাদের কৃতজ্ঞতা অজস্র পরিমানে পরিশোধ করলেও, কয়টা জীবনে সে ঋণ পরিশোধ হবার নয়, এত ঋণ করেছি আমরা।

২পঃ। শূদ্রের সমাজভুক্ত হওয়াই তোমার অভিরুচি, সেটা স্পষ্ট কথায় স্বীকার করছ।

ভদ্রলোকগণ। শোন, শোন, একবার শোন। শুনুন মহাশয়েরা। কি উদার! ভণ্ড প্রবঞ্চক।

৩পঃ। তুমি ব্রাহ্মণ সমাজের অবমাননা করেছ।

গঃ। ব্রাহ্মণ সমাজকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি।

২ভঃ গ্রাঃ। মেথর ও। ওর কথা শুনবেন না। ব্রাহ্মণদের অপমান করেছে। আপনারা ওকে দণ্ড দিন্।

১পঃ। তোমার মনে পড়ে, মা ৺নিস্তারিনীর মন্দিরের পূজারী ছিলে এক-দিন ? মনে পড়ে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে দেবীব পূজা করতে ? মনে পড়ে শাস্ত্রপাঠ ছিল তোমার ? শুচি অশুচি মানতে তুমি ?

গঃ। মা— প্রসন্ন চিত্তে কি আমার পূজা নিতেন ? সমাজের এই পরিস্থিতির মাঝখানে, কোন মহদুদ্দেশ্য সাধিত হবে শাঁক, ঘণ্টা বাজালে ? কি ফল লাভ হবে শুচি অশুচি নিয়ে আর্ত্তনাদ করলে ? শাস্ত্রের বচন আওড়ে তর্কজাল বিস্তার করলে কারও কোন উপকার দর্শাবে ? ক্ষুধায় অন্ন নেই, রোগে শুশ্রূষা নেই, লজ্জার বস্ত্র নেই, সংযম নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই, গভীর বিশৃঙ্খলে সমাজ ডুবে আছে। এখন কি ব্রহ্ম বিদ্যা দানের সময় ? বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, দর্শন এসব কে শোনে— কে চায় ? চায় দুটী অন্ন। অন্নগত প্রাণ ভারতের। হা অন্ন যো অন্ন করে মরছে ভারত।

২পঃ। গ্রামশুদ্ধ লোক তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তুমি হিংসার অভিযান চালিয়েছ। যে ঘৃণার বহ্নি জ্বলে উঠেছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, এবার ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাবে তুমি। তুমি সমাজ ভাঙ্গতে চাও ? নীচ উচ্চ ভেদাভেদ তুলে দিতে চাও ? কায়স্থ ব্রাহ্মণ নাম বিলুপ্ত করতে চাও ? ছোট লোকেদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া খুব সহজ। ভদ্রলোকদের দুর্জ্জন বলে অপবাদ দিয়েছ তুমি।

ঘৃণার চক্ষে তাদের দেখতে শিখিয়েছ তুমি। এইরূপে গ্রামের হীন লোকেদের পশুর অধম করেছ তুমি।

৩পঃ। তুমি বল, তুমি ইতর ভদ্র মান কি ?

গঃ। ভাই, কে ইতর— কে ভদ্র জানি না। এই শুধু জানি, যে অহিংসা মানে, সত্যকথা বলে, পরস্ত্রীকে মাতৃসমান জ্ঞান করে সে যদি হীন বংশজাতও হয়, তবু সে ধন্য! আর যে এইগুলি মানে না সে যদি উচ্চবংশের পণ্ডিতও হয়, শতধিক তাকে!

৪পঃ। বাবুদের "দুর্জ্জন" বল কেন— আগে এই কথাটার উত্তর দাও।

১পঃ। বুঝিয়ে দাও বাবুদের দোষ কোনখানে? ন্যায্য হয় মেনে নিয়ে নিজেদের দোষ নিজেরা সংশোধন করব।

৪পঃ। হাঁ তা করব। কেউ আপত্তি করবে না।

১পঃ। বিদ্বান বাবুদের অপবাদ দাও তুমি ? কেন দাও বলতে হবে।

১ভঃ গ্রাঃ। দেশে স্বাধীনতা আনলে কে ?

২ভঃ গ্রাঃ। দেশ চালাচ্ছে কে ?

৩ভঃ গ্রাঃ। অতীতের সভ্যতা এখন চলে কি কখন ?

২পঃ। কারণ কি গণপতি বল। অপবাদ কেন দাও ?

গঃ। আমি বাবুদের অপবাদ দিই না। তাঁরা যে অন্যায়টা করেন, আমি সেই অন্যায়ের বিরোধিতা করি। সেই অন্যায়ের শত্রু আমি।

২পঃ। কি অন্যায়টা বাক্যাড়ম্বর না করে বলে ফেল।

গঃ। বাবুরা সংযম মানেন না।

১পঃ। এ কখন হ'তে পারে বাবুরা সংযম মানেন না ?

গঃ। আমি দেখি বাবুদের বাইরে খুব পরিপাটী কিন্তু অন্তঃসার শূন্য। বাবুরা পণ্ডিত, আচার শূন্য, ম্লেচ্ছ তাঁরা। ভোগের কীট তাঁরা। স্বচ্ছন্দগামী, স্বেচ্ছাচারী, ব্যাভিচার-পরায়ণ তাঁরা। তাঁরা অভক্ষ্য

ভক্ষণে লোলুপ, সন্ধ্যা উপাসনাহীন, সমাজের বুকে বসে লাম্পট্য করে বেড়ান। তাঁদের মধ্যে বিবাহে মন্ত্র পাঠ একটা প্রাণহীন পদ্ধতিতে ঠেকেছে। অর্থ ই তাঁদের দেবদেবী— অর্থ ই পরম গতি অর্থের জন্য তাঁরা সব করতে পারেন।

পঃ। তোমার ভাষার সংযম আবশ্যক। তুমি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে মান না। তোমার কথা কে শোনে?

গঃ। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের কথা মুখে আনবেন না। অতীতের কোন গৌরবময় আদর্শটা আপনারা পালন করেন বলুন?

৩পঃ। পুরুষরা একটু আধটু অমন হয়। সমাজে নারীরাই মানেন। বিদ্যোৎসাহী নারীরাই সমাজ রেখেছেন।

গঃ। বিদ্যোৎসাহীদের বিদ্যোৎগমে পুরুষরাও হার মেনেছে—

"নারীষু সন্তি কাপি পুংশ্চলি চ গৃহে গৃহে।
করোতি তর্জ্জনং কান্তং ভৃত্যং তলবৎ কম্পিতম্॥"

নারীদের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার বিষ সঞ্চারিত হয়েছে। তারা এই বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করছে।

৮ভঃ গ্রাঃ। অতীতের গৌরবময় আদর্শ কি যদি বলেন, আ প না র বিবৃতিতে যদি বিশ্বাস হয়, জানবেন এমন লোক সমাজে আছে যে আপনার বিবৃতি নিরুদ্বেগে পালন করবে।

গঃ। অতীত দিনের কথা। সে বহুযুগ পূর্ব্বের কথা নয়। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বের কথা। সেই যে যখন ভারত ছিল যোগভূমি—ভোগ ভূমি নয়। যখন ভারত ছিল অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিকাশ ভূমি— এখন হয়েছে কেবল আভিজাত্যের বিলাস ভূমি। সেই যে যখন তার লক্ষ্য ছিল পরমানন্দে, উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদে নয়। যখন সাধনা ছিল— অনাসক্তিতে, ভোগের আসক্তিতে নয়। শিক্ষা ও শক্তি সঞ্চয়ে, অর্থ সঞ্চয়ে নয়। দীক্ষা— নিষ্কাম কর্ম্মে। আচার

চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানে। ধর্ম্ম— ইন্দ্রিয় সংযমে। আদর্শ— ভগবানে। যখন সমাজ ছিল স্নেহ মাধুর্য্যপূর্ণ ধর্ম্ম নিষ্ঠায়। সামাজিকতা— সাধু, বৃদ্ধ ও দেবসেবায়। গৌরব— ত্যাগে। গর্ব্ব— শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসরণে, উৎসব— যজ্ঞে ,আনন্দ— আত্মদর্শনে—

২প°। থাম, থাম, থাম। আর বলতে হবে না। তথাপি তুমি ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী। তুমি শাস্ত্র নিষিদ্ধ, নীতি বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম বিগর্হিত, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেছ মেথরের ঘরে বাস করে, শূদ্রের পেশা কুলি-গিরি করে, তুমি গ্রামের সমাজ ধ্বংস করতে বসেছ। তোমায় আমি গ্রাম থেকে নির্ব্বাসিত করলেম। তুমি গ্রাম ত্যাগ করে কালই চলে যাবে।

গঃ। সে কথা পরে বিবেচ্য। আগে জিজ্ঞাসা করি, গোপনে পরস্ত্রী দর্শন একটা নীতিবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাজ। তথাপি এরূপ কার্য্যে অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়, এরূপ ভদ্র সন্তান এই সভাস্থলে অনেকে আছেন। তাঁদের কি দণ্ডবিধান করবেন বলুন, আমি তাঁদের একে একে নাম উল্লেখ করছি।

৪পঃ। এ মতলব ভাল নয়। এই থেকে অনেক কিছুর অবতারণা করবে। অনেক কিছু বেরুবে।

৫পঃ। সেরে নাও। আর নয়। সেরে নাও। চটপট্।

২পঃ। আমি তোমার অপরাধের জন্য, তোমায় নির্ব্বাসন দণ্ড দিলাম।

১পঃ। দণ্ড ঠিকই হ'য়েছে। অপরাধ কি যেমন তেমন? গুরু অপরাধ।

[ভিড়ের ভিতর হইতে কয়েকজন চিৎকার করিয়া উঠিল "বেরোও গণপতি। দূর হও। বেরোও। বেরোও।"]

[পল্লীর সকলে যেন একবাক্যে চিৎকার করিয়া উঠিল। "তোমরা বেরোও। দা-ঠাকুর আমাদের থাকবে যেথায় আছে।"]

গঃ। থাম। আধুনিকগণ! পালাও কোথা? দাঁড়াও। দেখছনা পরের অঙ্কের দীপ শিখা জ্বলে উঠছে? আগের দীপ শিখা সব নিভে গেছে। দেখছ না যুগাবতার ভারতকে মৃত্যুর ভুমিকায় বিরাট করে প্রকাশ করবার জন্যে ঐ জাতির জনক রূপে জাতির শিয়রে জীবন্ত দাঁড়িয়ে আছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রদ্ধা ত্যাগ কর। তাঁর ভাব-ধারার বাহক হও। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে তোমার আচরণের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোল। বল আমি ভারতীয়, আমি বাপুজীর অহমিকা বর্জ্জিত, মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর্ম্মীদলের মধ্যে একজন। বল, বাপুজীর অহিংসার সৈনিক আমি।

পণ্ডিতগণ। গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা কে না করে? ভারতবর্ষে এমন লোক কে আছে? হাঁ গান্ধীজীর ভক্ত আমি— নিশ্চয় আমি গান্ধীজীর ভক্ত।

গঃ। এ নহে সে দিন যে ভারতীয়কে বিজিতের দণ্ড দেবে, আর সে মাথা পেতে নেবে। এ আর এক দিন। এ দিনে তুমি ভদ্র— যদি অভদ্রকে সমান রেখা টেনে সঙ্গে নিতে পার। তুমি উচ্চ— যদি তুমি নীচকে সেবা করতে শিখে থাক। তুমি ধার্ম্মিক— যদি শ্রমকে সকল পূজা পদ্ধতির উপরে স্থান দাও। তুমি অনাদির দ্বারা প্রেরিত ভারত সন্তান— যদি শ্রমিককে সাধক জ্ঞানে সমাদর কর; তাদের শ্রদ্ধার সহিত সমাজে বরণ করে, তাদের জীবন সুখী কর; তাদের উৎসাহের ইন্ধন জোগাও, তাদের অজস্র পরিমানে— সুখ সুবিধা না দাও। তোমার স্থান ভারতের বাহিরে— যদি তুমি শ্রেণী, ভেদ, ব্যবধান চিন্তাধারার মধ্যে পোষণ কর। সবাই এক জাতি, এক সম্প্রদায়— এক ধর্ম্ম। ভারত এক অবিভক্ত ভারত। এক ঘাটে স্নান করে— আপন আপন দেব-দেবীর আরাধনা রত আমরা। ভুলে যেও না— গ্রামের সবাইকে "ভাই" বলে আলিঙ্গন দিতে; গ্রামকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ

করতে; গ্রামকে যথাযথভাবে স্বাবলম্বী করতে। ভুলে যেও না, ভারত বলতে— গ্রাম। ভুলে যেও না, ভারত-সন্তান বলতে গ্রামবাসিগণ। ভুলে যেও না— তারা মহৎ— তারা আর্য্য।

নিঃ। বল্ জয় বাপুজীর জয়!

সকলে। জয় বাপুজীর জয়!!

গঃ। (স্তব পাঠ) হে পবিত্রম্ বাপুজী! হে মহাত্মাজী!!

ত্বমেব শরণ্যম্, ত্বমেব বরেণ্যম্

ত্বমেব শান্তি স্থাপনায় সর্ব্বধর্ম্মরূপম্

ত্বমেব জাতিস্য জনকম্, অবতারবরিষ্ঠম্

হে বাপুজী! হে গান্ধীজী!!

লহ ভারতের প্রণামজী!!!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কালীনাথের অট্টালিকা।

কাল—প্রায় রাত্রি ৯টা।

[অট্টালিকার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নূতন হলঘর। নূতন ধরণে সজ্জিত। Party দেওয়া হইয়াছে। বহু নরনারীর সমাবেশ। কালীনাথ, সৌদামিনী, সুধা অতিথিদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। রায় বাহাতুর, ইঞ্জিনীয়ার, দেবেন্দ্র সকলেই উপস্থিত আছেন। কল্পনা, আরতি, অরুণা, পপি, রমলা বিরাজ করিতেছে।]

(গান)

আরতি—

"মন্দিরে মম কে আসিল রে।
সকল ভবন আনন্দে মগন দিশিদিশি
গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে ॥
সকল তুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ॥"

(সকলে করতালি দিল।)

কাঃ। এইবার আমাদের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান "রাশিয়ান ব্যালেট" অভিনীত হবে। এটা একটা আনন্দের বিষয় যে এনজিনীয়ার মিষ্টার ম্যালিক এবং

শ্রীমতী রমলা বাসু ইহার রূপ দিবেন।

(আবার করতালি পড়িল।)

[চারিদিকে উৎসাহের সাড়া পড়িল। কেহ উৎসাহভরে "Here ! Here !! " দিলেন। রমলাকে তাহার বন্ধুরা উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে Engineer ম্যালিক গাত্রোত্থান করিলেন।]

ম্যালিক ও রমলা।

(গান)

পুঃ। ও কমরেড্! ও বন্ধু! আজি এসেছ এসেছ তুমি।
সুধামাখা কথা, আছে মনে গাঁথা,
প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা মনোভূমি॥

স্ত্রীঃ। হে সৈনিক! হে নির্ভীক! দাও পরশ তোমার।
হে চিরবঞ্চিত! হে চিরবন্দিত! এস হৃদয়ে আমার,
প্রেতকীর্ণ শ্মশানে, হে বীর! করিয়াছ স্বর্গ তুমি॥

পুঃ। এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, তুমি যদি এসেছ,
আকুল পিয়াসা মিটাইতে সখি, মেপ্রালিঙ্গণ যদি দিয়েছ
সাগর ছাঁচিয়া, মাণিক পেয়েছি, লয়েছি সুধা ভাণ্ড চুমি॥

স্ত্রীঃ। প্রেম ছড়াইতে, প্রেম কুড়াইতে
পথেরি মাঝারে খেলে বেড়াইতে
জ্যোৎস্না আলোকে তোমাকে পাইতে
আশা-বাঁধা চাতকিনী॥

উভয়ে। এ রাষ্ট্রের জনারণ্যে, কভু আসেযদি তমসা মরণ,
গৌরব শিখরে, উঠিব দুজনে, হবে নব সংগঠন,
বিজয় কেতন, তুলিব শিয়রে, কণ্ঠে মৃত্যুঞ্জয় বাণী॥

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালীনাথের অট্টালিকা।

একই সময়ে, অপরাংশ।

[বারান্দার ধারে একটী বাগান। বারান্দায় সারি সারি আরাম কেদারা পড়িয়াছে। মহেন্দ্র একটীতে শুইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন।]

মহেন্দ্র।

(সুধা প্রবেশ করিল)

সুঃ। ইস্। কি এ! ওঃ। এ কি এ! এঁ্যা দাদা, তোমার কি এ রকম করা সাজে?

মঃ। না সাজে কি? না সাজবার মতন কি দেখলে?

সুঃ। তোমার অপেক্ষায় ছিলুম যে। তুমি এলে না দেখে, তাইত আবার নিজেই এলুম।

মঃ। আমায় তিনবার ঐ হুজুগে ডেকে পাঠান হ'য়েছে, যায়নি বলে বলছ?

সুঃ। তীর্থের কাকের মত প্রতীক্ষা করে আছে অতিথিরা— কখন তুমি আসবে। আর তুমি এখানে দিব্যি সজাগ নিদ্রায় অভিভুত আরাম কেদারায়।

মঃ। তাদের ধৈর্য্য ধারণ করতে বল।

সুঃ। ধৈর্য্য দেখে তবু যদি তোমার এতটুকু করুণা জাগত মনে!

মঃ। না যদি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেন তাঁরা, নিরাশ হ'য়ে ফিরে যেতে বল।

সুঃ। বিদ্রুপ, ছল, আক্রোশ সব কিছুই তোমার কথায় ভেতর দিয়ে ঝরে

পড়ছে। (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) দাদা আজকে তুমি (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমায় হাসাতেও পার, আবার কাঁদাতেও পার। আমিই পার্টি দিয়েছি।

মঃ। তোমার চোখের জল আজকাল অনেকের মত খুব সস্তা। আমার কাছে ওর কোনই মূল্য নেই।

সুঃ। দাদা অনুরোধ জানাতে— এসেছিলুম শুধু। এত কটু, কঠোর, হৃদয় বিদারক কথা বলবে তুমি, আশা করিনি।

মঃ। আচ্ছা ঝাঁ করে আসল কথাটায় এসে পড় দেখি।

সুঃ। রমলাকে তোমায় কাছে আনব কি ? আলাপ করিয়ে দেব। সেত আমদের বাড়িতে অনেকবার এসেছে। সকলের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে, কেবল তোমার সঙ্গে আলাপ নেই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সে বলেছে " বেশ ত। "

মঃ। ঐত বোন, জটীল জাল বুনতে বসেছ।

সুঃ। তোমাদের দুজনের জীবনে যে একটী নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

মঃ। স্বপ্ন রাজ্যে সব কিছুই সম্ভব হ'তে পারে। বাস্তবে নয়।

সুঃ। (নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল) দাদা—

মঃ। আমি কি কঠিন— এইত বলবে ? ও কথাটীতে আমি যেমন কাতর, তেমনি কঠোর। এটা বোধহয় তুমি জান না। অনেকে তা নয়। মহিলা সম্বন্ধে কৃপা কটাক্ষ থাকে অনেকেরই। বিশেষতঃ তোমরা যে সব circleএ মেশ, তাদের মধ্যে ওটা একটা ভাগ্যের কথা।

সুঃ। দাদা নিষ্কলুস আলাপের ছোঁয়াচটা কি মহিলা হ'লেই খুব দোষের ?

মঃ। জীবনকে সার্থক করতে যাদের পক্ষে মহিলা মুখের সৌন্দর্য্যের জৌলুস অবর্জ্জনীয়, তাদের পক্ষে দোষের না হ'তে পারে। আমার পক্ষে ধর্ম্মে বাধে। কারণ, আমি দুর্নিতির দমন চাই !

সুঃ। দাদা— কি আর বলব।

মঃ। এর ওপরও যদি কিছু বল, তোমার প্রগলভতার লক্ষণ প্রকাশ পাবে। না কিছু বলাই ভাল।

[দেবেন্দ্র প্রবেশ করিল]

দেঃ। শিল্প হিসাবে একটা জিনিষ বটে।

মঃ। কি জিনিষ ? রায় বাহাদুর যে fountain penএর setটা আনিয়েছেন আজ presentation করবেন— সেটাত কম জিনিষ নয়। মনে কর aeroplanএ এসেছে। Londonএ যে কোম্পানী ঐ set টা তৈরী করে— তারা দুটী set মাত্র manufacture করেছিল। একটী London এর একটা কোন Association কিনে Princess Elizabethএর বিয়েতে present করেছে। আর একটী ছিল, সেটী রায় বাহাদুর তোমায় দেবার জন্যে আনিয়েছেন। Lovely set ! দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

মঃ। মরজগৎটা স্বর্গ হ'য়ে যাবে— না ?

[সৌদামিনী প্রবেশ করিল]

সৌঃ। তোরা কি করছিস্ ? আমি কোন দিক দেখব ! কি করব ! কিছু বুঝতে পারছি না। সুধা তুই অমন মুখটা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে কেন ? আয় এদিকে। রমলা কোথায় ?

সুঃ। মা জান, দাদা আজ আমার চোখের জল সস্তা বলেছে।

সৌঃ। কথায় কথায় তোদের অমন অনেক কথা কাটাকাটি হয়, আমি জানি। এখন ওসব রাখ। যা বলি কর। রমলাকে এইখানে নিয়ে আয়। বেশ সামনে বাগান আছে। দুজনে বাগানে গল্প করতে করতে বেড়াবে। মনু রমলাকে বাগান দেখাবে।

মঃ। মা—

সৌঃ। কথা পাকা দেওয়া হয়ে গেছে। শুভ দৃষ্টির আগে, আজকাল ঐ যে কি নিয়ম হয়েছে— বর কনে মনের মিলটা করে নেয়— মিলনি দৃষ্টি—

মঃ। হাঁ বুঝেছি আজকাল সে courtship করে বিয়ের নিয়ম হয়েছে— পাড়ায় পাড়ায় শোনা যায়— তারপর কি বল ?

সৌঃ। সব ফর্দ্দ, এই গহনার ফর্দ্দ, এই তোমার গিয়ে নমস্কারি কাপড়ের ফর্দ্দ, সব দেওয়া হয়ে গেছে—এখন কেবল বিয়ের দিনটা announce করে দেওয়া বাকি আছে।

মঃ। তুমি আবার 'announce' কথাটাও শিখেছ।

সৌঃ। রমলা মেয়েটি যেমন আহা—মরি—পরি দেখতে, গুণেও তেমনি। আবার আমার খুব নেটি পেটি। কাকিমা বলতে অজ্ঞান।

মঃ। মা—

সৌঃ। কি বলবি বল না ? হাত রগড়াচ্ছিস্ কেন অমন করে ?

মঃ। কোথা থেকে একটা বিড়াল মড়া-কান্না জুড়ে দিলে।

সৌঃ। কৈ ! কোথা !! আমিত শুনতে পাচ্ছি না।

মঃ। শুনতে পাবে কি করে ? আমার অন্তরে, মনের ভেতরে ওটা হ'চ্ছে যে।

সৌঃ। ওমা ! এ আবার কি কথা। রায় বাহাদুরের ঐ এক মেয়ে, সন্তান বলতে আরত কেউ নেই। মাসির বিষয় পাবে। অগাধ বিষয়। ভবিষ্যতে সব ঐ মেয়ের হবে। তখন তোর খুব আয় হবে।

মঃ। বিয়ে করতেই হবে আমায়— কাণা, খোঁড়া, কাল, খ্যাঁদা, অজ পাড়াগেঁয়ে অনেকত ছিল।

সৌঃ। হ্যাঁরে সুধা তোর দাদা কি বলে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সুঃ। দাদা যেন এক প্রকারের লোক হ'য়েছে। কথা কইলে বুঝতে পারবে ? ও সে দাদা আর নেই।

সৌঃ। আমরা রায় বাহাদুরকে কথা দিয়ে ফেলেছি। তিনি সমস্ত উদ্যোগ, আয়োজন যা করবার করছেন। ছিঃ এখন কি অন্য কথা বলতে আছে ? মাথা হেঁট হবে যে।

সুঃ। তা দাদা বুঝবে না।

মঃ। না, না, বুঝতে পেরেই বলছি। শোন। রায় বাহাদুরের কিছু ফেলা যাবে না। দেবু রয়েছে— ওর সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দাও। আমাকে অনুমতি দিতে হয়— দিচ্ছি।

সুঃ। তা হয় কখন ?

সৌঃ। তোকেই যে রায় বাহাদুর পছন্দ করেছেন। আমরা যে তাতেই রাজি হ'য়ে পাকা কথা দিয়ে দিয়েছি।

মঃ। বেশ ত ! আমার যে মনটা রাজি হচ্ছে না। তার জায়গায় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভাল ভাল পাত্র। এই কাশিতে বিশ্বনাথ দেবের দরজায় যেমন ভিখিরীর দল বসে থাকে, দেখেছত ? সেই রকম এই সিনেটের দোরেও White Elephantএর দল, অনেকগুলো পাশের ব্যাজ গলায় পরে বসে থাকে। তাদের একটাকে— ঐ Fountain Pen Set, বেশী নয় শুধু ঐ penএর setটা দেখিয়ে 'তু' করে একবার ডাকলেই সে লাফাতে লাফাতে এসে রায় বাহাদুরের পায়ের তলায় দাসখৎ লিখে দিয়ে যাবে। রায় বাহাদুর একজন হুঁসিয়ার লোক হ'য়ে সব জেনে শুনে আমার মতন Vagabondএর পেছনে এত ঢালতে চান কেন বলত ?

দেঃ। দাদা, fountain penএর কথাটা কি তুমি ঠাট্টা মনে করলে ?

মঃ। ঠাট্টা মনে করব কেন ? তুই কি fountain penএর গায়ে ঐ গল্পটা লেখা আছে দেখেছিলি ?

দেঃ। আমি সত্যি কথা বলছি, তোমার মুণ্ডু ঘুরে যাবে সে setটা দেখলে।

মঃ। Fountain penএর কারখানাটা সুমুখে এনে ধরে দিলেও নয়। বেঁচে থাকতে আমার হাড় মাংস কারুকে কিনতে দেব না। এটা ঠিক জেনে রাখিস্।

দেঃ। তোমার চেয়ে ঢের ঢের ভাল পাত্র পাবে।

সৌঃ। এরা কি করে গো! মনু, মনু আমি তোমাকে এই ব্যাগত্তা করছি বাবা। তুমি আর গোল কর না। কর না। কর না। আমি তাহ'লে মাথা খুঁড়ে মরব। তোমার অবাধ্য হওয়া চলবে না। তোমার বাবার— আমার মুখে তাহ'লে চুণ কালি পড়বে।

মঃ। বেশ, তাহ'লে অবাধ্য হব না। কি করতে হবে? বরের টোপর মাথায় দিয়ে ঐ ঠাকুর দালানে দাঁড়াতে হবে কেমন? আর তুমি কি বলবে সেটা একবার বল শুনি।

সৌঃ। বর হয়ে দাঁড়াবি যখন আমি কি বলব শুনবি? 'আমি বলব বাবা, তুমি কোথা যাচ্ছ' তুই বলবি "মা আমি তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি"

মঃ। ও কথাটি আমি আমিত বলতে পারব না। নাঃ।

সৌঃ। তবে কি বলবি?

মঃ। আমি বলব, "মা তুমি— চিরদিন যার দাসী হ'য়ে থাকবে, আমি তাকে আনতে যাচ্ছি"

সৌঃ। আচ্ছা, আচ্ছা, তুই তাই বলিস্। আমি দাসী হব বোয়ের এইত? পারব, পারব রে পারব।

মঃ। মা আমার চিরদিন বোয়ের দাসী হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু মা তুমি পারলেও, আমি যে পারব না।

সৌঃ। তবে কি তুই অবাধ্য হবি তোর বাবার?—আমার?

মঃ। অবাধ্য না হ'য়ে করি কি? চিরদিন বাধ্য করাব তোমায় একটা উৎকট ফিরিঙ্গি-ভাবাপন্ন মেয়ের দাসীবৃত্তি করতে? ছেলে হ'য়ে এতটা

গৌরবের কাজ নাই করলুম। আমায় তোমরা সভায় নিয়ে চল। আমি যাব। বাবাকে বলে রেখ— যেমনি বলব "আমি অবাধ্য ছেলে।" বাবা অমনি গুণে অন্ততঃ চার ঘা জুতোর বাড়ি কসিয়ে দেবেন। আমি অমনি তোমাদের পায়ের ধুলো নিয়ে, হাসি মুখে বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে যাব। মা! আমি তোমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছি। না? শোন তবে? একটা কাঙ্গালের কাছে এই শিক্ষেটা পেয়েছি যা-তা দান নিতে নেই। মা, আমি সত্যি বলছি— আমি সে কাঙ্গালের— পায়ের যুগ্যিও নয়। সে এত উচ্চ, এত মহৎ।

সৌঃ। কি বাপু! আজকালকার ছেলেদের সব আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি হবে এখন? কি বলবে সকলে! আমি তাদের সামনে যাই কি করে? মুখ দেখাই কি করে?

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

তৃতীয় দৃশ্য।

কালীনাথের অট্টালিকা।

কাল—রাত ১১টা প্রায়।

[Partyর লোকেরা সকলেই বিশ্রামাদি করিতে বাহিরে গিয়াছে। সুধার বন্ধুরা আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে]

রমলা, কল্পনা, আরতি, অরুণা ও পপি।

কঃ। সুধার দেখা নেই।

পঃ। চা আনতে বলি।

অঃ। চায়ে আর রুচি নেই।

আঃ। আচ্ছা সুধার এত দেরী হচ্ছে কেন?

রঃ। খদ্দর কি ভদ্দর হয় এ আর জান না। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে আনছে।

[একজন দাসী একজন বিধবাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল]

দাসী। ইনি যেতে চাইছেন।

কঃ। কে ইনি?

দাসী। সে অনেক কথা। এনাকে জিজ্ঞাসা করুন।

[দাসী প্রস্থান করিল]

বিধবা। আমি ঐ ওদিকে মন্দিরের পিছনে একটা বাড়ীতে থাকি। ভাই-পোর অসুখ দেখতে গাড়িতে যাচ্ছিলুম ঐ বাঁড়ুয্যে পাড়ায়। আর গাড়ির চাকা ভেঙ্গে পড়ল। গাড়ি উল্টে যায় যায়। আমি গাড়ি থেকে নেবে, কোথা যাই, সামনে ছিল এই বাড়ি, ঢুকে পড়লুম।

অঃ। তা বেশ করেছ। আমরা আজ এখানে "জাগিয়ে যামিনী পোহাব" মনে করেছি। তুমি পারবে ত ?

বিধবা। উপরোধ এড়াতে না পারলে, পারতে হবে।

আঃ। ছাই, ভস্ম গায়ে মাখ তা সইতে পারি। তোমার ঐ শিরে পরা ঘেরাটোপ ও সইতে পারি না। ওটা খুলে ফেল।

পঃ। (ঘোমটা খুলিয়া দিয়া) মাথায় ঘেরাটোপ আজকাল দেয় না। দিলে অসভ্য দেখায়।

কঃ। বা রে! বেশ দিব্যি মুখখানিত !!

অঃ। অতলস্পর্শী রূপ।

আঃ। অতীতের সঙ্গে আধুনিকের ছড়া যেন মেশান রয়েছে।

বিধবা। কেউ যদি ভাই এসে পড়ে ?

কঃ। ছন্দ, রস, মাধুর্য্য যেন অযাচিতের দান, খেলে বেড়াচ্ছে কেমন মুখ চোখে। আমরা পাতাল খুঁড়ে ও জিনিসটা পাই না।

রঃ। কিন্তু একটা tragic culture মেশান আছে। ওকে সাজিয়ে আনলে কেমন মানায়।

অঃ। সাজবে ? চমৎকার দেখাবে। সাজবে ? সাজবে ? আমি সাজিয়ে দেব নিজ হাতে।

বিধবা। কি সাজব ?

অঃ। রত্ন শোভার সাজ। তোমার হরিণ চক্ষু দুটী তখন পুলকিত হ'য়ে পাগলিনী দেখাবে। তুমি চলিতে চঞ্চল, খসিছে কুন্তল, অঞ্চল লুটায় ধরণীপরে হবে। কে এল, কে এল ভাব। বুঝেছ ?

বিধবা। না ভাই। ছিঃ! কি যে বলছ! আমায় কি ওসব করতে আছে ?

কঃ। তোমার রূপের কাহিনী বর্ণনা করতে, ভাষা হার মেনে যায় যে।

বিধবা। ভাই আমার বরাতে রূপ সইল কৈ ? দেখছ না মাথার সিঁদুর পুঁছেছি।

পঃ। বাঃ মুখ তুলে চাও না। কেমন ভাবোচ্ছ্বাসের রেখা খেলছে, দেখ দেখ। এইবার গাওত (সুর করিয়া)—

"আমার কণ্ঠ হ'তে, গান কে নিল,
দিল ভুলায়ে।
কে যেন বাসা বাঁধে, নীরব মনে
মনের কূলায়ে॥"

বিধবা। ছাড়, আমায় অমন কর না।

অঃ। কেন ভাই? সাজবে না? সাজালে কি দোষ? দয়া মায়া কি নেই তোমার প্রাণে? একবারে পাষাণ হ'য়েছ?

বিধবা। যে কাঁটা বিঁধেছে প্রাণে তাতে পাষাণই হয়েছি বটে।

কঃ। সুন্দর ফুলের রীতি নীতির এমন বিধানত হয় না। সে ফুটে ওঠে পাঁচজনেকে দেখিয়ে আমোদ দেবে বলে। তা সাজবে না কেন? সাজতে বাধা কি?

বিধবা। আমায় আর লজ্জা দিও না ভাই। আমার মাথা খাও, ও কথা বল না, বল না।

পঃ। আরতি আজ একে সাজাবই আমি।

বিধবা। আমার সোয়ামী নেই। আমার সাজতে নেই।

পঃ। সাজতে খুব আছে। কে বলে নেই? আর ও সোয়ামী বালাই যত না থাকে, ততই ভাল।

বিধবা। সোয়ামী বালাই!! ও কথা মুখে আনলে কি করে? তোমাদের সোয়ামী হলে ও কথা বলতে পারতে না।

পঃ। (আরতিকে দেখাইয়া) কেন এর মাথায় এ কি? তোমার চশমা দরকার ভাই।

বিধবা। দেখি! ও সিন্দুর আছে বটে। অত সরু করে সিন্দুর কাট কেন ভাই। খড়কের মতন সরু। আচ্ছা কেউ দেখতে পেলে কি

তোমার যৌবনের দাম কম করে ধরবে ?

রঃ। তোমার ভাই সেকেলে নাক সেঁটকান সনাতনী ঢং। ও ঢং আর আজকাল চলে না। তোমার কিন্তু 'যত বড় মুখ, তত বড় কথা' হয়েছে।

কঃ। তোমাদের কি জান, সাধ আছে ষোল আনা। পার না, বাঁধা মতওয়ালাদের ভয়ে। সাজবে এস। পপি নিজ হাতে সাজিয়ে দেবে।

রঃ। কি ভাবছ ?

বিধবা। কি ভাবব আর।

রঃ। তবে যাও, সেজে এস। তোমার প্রখর বুদ্ধি। সবইত বোঝ। নিয়তির ক্রীড়নক হয়ে থাকতে যাবে কেন জগতে। ভাগ্য— সেত নিজের হাতে। ভেবে দেখ কি বলছি। ভেবে দেখ।

বিধবা। ভেবে দেখেই বলছি। ভগবান যদি কখন দিন দেন, যদি একবার সে মুখ দেখতে পাই, তখন সাজব। আমার বাক্স ভরা গয়না আছে, আমি ঠাকুরের চরণে ধরে দেব। একটীবার, শুধু একটীবার যদি তাঁকে দেখতে পাই। ঠাকুর বলেন সেজে গুজে তাঁকে দেখা দিতে— তাই দেব।

কঃ। বুড়ি ঠানদির মতন অত বচন আওড়ে অমন ঢং করা কেন ?

রঃ। ও সব ঢংয়ের বাহবা দেবার লোকত এখানে নেই।

পঃ। ওরে ভট্চায্যি মশায় টোল থেকে এসেছেন, আসনটা পেতে দিয়ে যা-রে। হাত পা ধোবে— জল আনব ?

বিধবা। ঠাট্টা করছ ! কর ঠাট্টা। যা ইচ্ছে বল।

পঃ। ঠাট্টা করব না ? তোমার কি আক্কেল বলত ? আমরা primary বাসরঘর পেতেছি এখানে, আর তুমি এসে যত অমঙ্গলের সুর তুলতে সুরু করে দিলে।

বিধবা। বি—য়ে !!

আঃ, অঃ, পঃ। হ্যাঁ। সংজ্ঞা হ'ল মেয়ের এতক্ষনে।

কঃ। কার বিয়ে বল ?

বিধবা। (রমলাকে দেখাইয়া) এর ?

কঃ। কার সঙ্গে বল দেখি ?

বিধবা। ঐ যার কোমর ধরে ধেই ধেই, ধেই ধেই, ধেই ধেই করে নাচছিল।

রঃ। ওকে চলে যেতে বল পপি। সৌজন্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। আমায় অপমান করেছে। চলে যেতে বল। চলে যেতে বল। যাও।

পঃ। (মাথার পিছনে ধাক্কা দিয়া) তুমি চলে যাও।

বিধবা। আমি কি করেছি ? আমায় মারলে যে বড় ?

রঃ। বেশ করেছে মেরেছে। অমন করে ভেংচে বলে ?

পঃ। খুব করেছি মেরেছি।

কঃ। উপযুক্ত টাই— হয়েছে।

অঃ আঃ। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। অসভ্যর ধাড়ি। ঠিক হয়েছে।

পঃ। যাও, যাও অন্ধকার থেকে এসেছ, অন্ধকারে মেশ গিয়ে। আর যদি না যাও— তাহ'লে দেখবে কি করি।

বিধবা। আবার মারবে ? মার না। মার, মার। উনি কাজে করতে পারেন। আর আমি বল্লেই যত দোষ।

পঃ। (মারিতে উদ্যত হইলে, বিধবা জোরে চিমটী কাটিল) আউ, আউ। বাবারে ! বাবারে !! ইত্যাদি

অঃ। তবে রে মেয়ে, দাঁড়াওত। আউ-উ-উ উহু উহু উহু। গেলুম রে, বাবারে। উ হু হু হু ইত্যাদি।

আঃ। এই এক চড় দেব তোমায়—আ-আ-আউ-উ-উ উহু হু-হু। জ্বলে গেল রে। বাবারে। উ-হু-হু-হু ইত্যাদি।

রঃ। এই থালাটা ছুঁড়ে মারব। তোমার ম্লগ কাণা করে দেব।

বিধবা। মার। মার না। থামলে কেন ?

[সুধা প্রবেশ করিল]

কঃ। ও ভাই সুধা, কোথাকার একটা ভূতে পাওয়া ছুঁচিবেয়ে পেত্নী উড়ে

এসে জুড়ে বসেছে। ওদের মারছে। (তাহারা আউ আউ করিতে লাগিল)। যে কাছে যাচ্ছে তাকেই মারছে। যেতে বল্লে যায় না। কেবল মারতে আসে।

সুঃ। মারছে !! হ্যাগা মেয়ে তুমি আমার বন্ধুদের মারছ ?

বিধবা। ওরা মারলে আমি কি ছেড়ে দেব ? কে আগে মেরেছে জিজ্ঞাসা কর ওদের।

রঃ। অপমান করেছে আমায়। তাইত মাথায় হাতটা দিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

বিধবা। উনি ধেই ধেই করে পর পুরুষের কোমর ধরে নাচতে পারেন। আয়বুড় মেয়ের লজ্জা নেই। আমি বলেছি বলে ওকে দিয়ে, ঐ উনি আমায় কিনা শেষে মার খাওয়ালে।

সকলে। না, খাওয়াবে না। উজীরের নজীর হাতে এসেছেন উনি। ছেড়ে দেবে। যদি পরিত্রান পেতে চাও এখনও বলছি পালাও। নয়ত আমাদের হাতে আজ তোমায় ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষুব্ধ বিদলিত হতে হবে। বলে দিচ্ছি কিন্তু। হাঁ।

বিধবা। (অগ্রসর হইয়া) এইত, কি কররে কি ? মারবে ? মার—মার।

সকলে। (হাত উঠাইল মারিতে)

বিধবা। (সজোরে চিমটী কাটিতে লাগিল। আর প্রত্যেকেই "আউ" "আউ" "উহুহু" "উহুহু" করিয়া হলঘর তোলপাড় করিয়া তুলিল।)

[কালীনাথ ও সৌদামিনী প্রবেশ করিল]

সকলে। (তাঁহাদের দেখিয়া সকলে অত্যন্ত "আউ" "আউ" "উহু" "উহু" করিয়া যতটা পারে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল।)

বিধবা। চুপ। (সকলে চুপ করিল) আমায় কি কিছু জিজ্ঞাসা করছেন ?

কাঃ। (ঢোক গিলিয়া) কি হয়েছে তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম ?

বিধবা। এদের একজন আমায় মেরেছে। আবার সবাই মিলে মারতে এসেছিল। আমি ওদের চিমটী কেটে থামিয়ে দিয়েছি।

কাঃ। কি ?

বিধবা। রাম-চিমটী।

কাঃ। ও ও। বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি।

বিধবা। ওঁরা নবীনা। আমি বিধবা, আমায় সাজতে নেই। এই হ'ল আমার দোষ।

কাঃ। ওরা ছেলে মানুষ। না বুঝে অপরাধ করে ফেলেছে।

বিধবা। এই সব করলে পরে সমাজের বিধবারা তুষ্ট হয়ে থাকে কি করে? এ কথা আপনার একবার মনে হ'ল না ? মা আপনারও মনে হ'ল না ?

সৌঃ। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ক। যম আমায় নেয় না কেন !

বিধবা। তোমারা শুনছ ? মাকে দোষ দেবার কিছু নেই। এ অবস্থা ওই—ওই—ওরাই করেছে। কেমন ঠিক কি না আপনি বলুন।

কাঃ। আমি ওদের হ'য়ে ক্ষমা চাইছি।

বিধবা। ওরা চাইবে। আপনি কেন চাইবেন? ওদের দোষ, ক্ষমা ওরা চাইবে।

কাঃ। তোমরা ক্ষমা চাও। দেরী কর না। এস সব।

সকলে। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ক্ষমা করুন।

সৌঃ। মা, তোমরা কি ?

বিধবা। আমরা জাতে বামুন।

সৌঃ। পেন্নাম কর। পায়ের ধূলো দাও মা।

বিধবা। জুত পায়ের পেন্নাম আমরা নিই না।

সকলে। (জুতা খুলিয়া ফেলিয়া) পেন্নাম।

বিধবা। ভগবানে মন হ'ক। আমোদ আহ্লাদ কর। কিন্তু মনে থাকে যেন সমাজে আমরাও আছি। নবীনাও বিধবা হয়। সাধ করে নয়। তার গের তাকে বিধবা করায়।

(সকলে প্রণাম করিতে লাগিল।)

[বিধবা প্রস্থান করিল]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

চতুর্থ দৃশ্য।

চীনামাটীর কারখানা।

বড় সাহেবের কামরা।

কাল—১০টা বাজে

কালীনাথ ও চাপরাসি।

[কতকগুলি চিঠিপত্র সহি করাইয়া চাপরাসী ট্রে লইয়া প্রস্থান করিল]

[জনার্দ্দন প্রবেশ করিল

কাঃ। কি খবর, জনার্দ্দন?

জঃ। ভাল, এজ্ঞে।

কাঃ। হাতে ওটা কি?

জঃ। ফর্দ্দ। পুরাণ লোকেদের বেতন— ঠিক করার লেগে এনেছি।

কাঃ। বাড়াতে হবে? বুঝেছি। পুরাণদের বল গদাসাহেবের লোকদের মত তারা আগে কাজ দেখান, তারপর হবে। গদা সাহেবের লোকেদের হিংসা করলেই শুধু মাইনে বাড়বে না। কাজ চাই।

জঃ। কাজ এরা ভাল করে। এদের কাজ নিন্দের লয়

কাঃ। তা বলে ওদের কাজের সঙ্গে এদের কাজের তুলনা হয় না। কিসে আর কিসে। ওরা নষ্ট করে কত কম। এদের কথা আর বোল না ওরা দামী জিনিষ কেমন design করে, সুন্দর জিনিষ গড়ে দিতে পারে। কাজে শুধু শিল্পীর পাকা হাত আছে যে তা নয়, বুদ্ধি আছে। আসল বুদ্ধিরই দাম।

জঃ। বুদ্ধির কি করেছে? আমিত কৈ দেখিনি।

কাঃ। ওদের মজুরদের রোজ, বেশী করে ধরা আছে। কারণ আমি দেখেছি

তারা চটপটে। তারা কত বেশী মাল বইতে পারে। পুরাণদের একটা ওদের মতন কাজ দেখাতে পারবে?

জঃ। আমি দেখেছি আপনারা কেউ এলি পরে ছুটোছুটী করে, মাল ধরে টানাটানি করে। আপনারা যেমন চলে যাও ওদের কারিকরদের সঙ্গে বড়রা খোস গল্প করতে বসে। ওদের কারিকরদের একটা কাজ দেখিনি আজ অবধি। তারা কাজ করবে কি! তারাই বলে মাটীর কাজ তারা জানে নি। তারা জানে লোহার কাজ। তারাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে।

কাঃ। জনার্দ্দন, এ সব তোমার শোনা কথা।

জঃ। না এজ্ঞে, শোনা কথা নয়। আপনারা এ্যালে পুরাণদের হাত থেকে কাজ কেড়ে লিয়ে আপনাদের দেখায়, বলে "কেমন কাজ দেখুন"। আমি নিজে কাণে শুনেছি। একদিন একজন হাত থেকে কাজ ছাড়তে চায় নি, তাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেইলে দেছেল। ডেকে সে লোক আনতে যাচ্ছিল। মারামারি হবার জোগাড়। আমি বলতে তবে থামে।

কাঃ। জনার্দ্দন, তুমি কি বলছ, আমি জানি না। অবাঙ্গালী কারিকর মজুরদের সঙ্গে তোমাদের বণে না। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দল বেঁধে বসে আছ। তোমরা জান না ঐ অবাঙ্গালী কারিকর, মজুরই আজ বাঙ্গলার কায়-কারবার রেখেছে।

জঃ। ওরা বড় বাবু, কাজ করে না।

কাঃ। এ তোমার অন্যায় কথা। ওরা Calcuttaয় বড় বড় কারখানায় কাজ করত, আমাদের Engineer সাহেব অনেক করে বলে কয়ে ছাড়িয়ে এনেছেন। ওরা কি Calcutta ছেড়ে আসতে চায়। অনেক করে রাজি করে তবে আনতে পেরেছেন। ওরা কি যা লোক। আমাদের কারখানার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ঐ ওদের ওপর।

তোমার লোকেদের এটা একটা নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ওদের শক্তি-কে ছোট করে দেখা। এটা দোষ। তোমার লোকেদের এ রকম করতে মানা করে দিও। আর তুমিও ওদের একটু ভাল চোখে দেখ। আমার মতে ওরা এক একটা জীবন্ত গণদেবতা। অন্ততঃ তুমি ওদের সেই রকম মনে করবে। বুঝলে ? এতে তোমার ভাল হবে।

জঃ। আপনি যদি বল আর কি বলি। ওরা—। আর কি বলি।

কাঃ। আচ্ছা তুমিই বল না। গদা সাহেবকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী না ঘটেছে গোড়াতে। ওকে তোমরা কাজে নিতে চাও নি। ওর মতন কারিকর বাংলায় খুব কম আছে। সব রকম কাজ জানে ও। ওর মাথাটা কি ! একটা পাকা Engineerএর মাথা। গদা সাহেবকে তোমরা খারাপ বলতে। আমি—আমি বলছি তোমার লোকেরা—তুমি নয়। গদা সাহেব Engineerএর বুদ্ধি ধরে মাথায়।

জঃ। গদা সায়েবকে আপনি ভাল বলছ ?

কাঃ। ঐত নূতন লোকেদের সব চালায়। বলব না ?

জঃ। বাবু আমি বলে যাই— আমার কথাটা। আপুনি ক'ক্ষেপ এ্যাসে-ছ্যালে মাইনে বাড়াতে। আমি তেখন মানা করেছি। কারখানার দেনা না শোধ গেলে বাড়বে নি বলেছ্যান্থু। এখন আপুনি কি বলছ— বাড়বে ?

কাঃ। তুমি কি ওদের বলেছ মাইনে বাড়বে ?

জঃ। যার যেমন বাড়ান পেরোওজোন আমি এই ফর্দ্দে ধরেছি। ওদের দেখিয়েছি।

কঃ। এ ফর্দ্দ ওদের দেখিয়েছ ? তবে আর কি বাকিটা রেখেছ ?

জঃ। হ্যাঁ ওরা দেখেছে। তবে সবাই জানে আপুনি যদি মঞ্জুর কর, তবে বাড়বে। এ আমি শুনিয়েছি ওদের।

কাঃ। জনার্দ্দন, তাহ'লে তুমি মাইনে বাড়াবার কর্ত্তা হয়েছ ? তাদের যখন

একবার কাণে শুনিয়ে দিয়েছ, তারা আর আমায় গ্রাহ্য করবে না। বেশ। ঠিক করেছ। তুমি এখন এস আমি এই চেয়ার ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি এস বসবে। এস, বস এই চেয়ারে। আমি তোমার হুকুম তামিল করব ঐ ওদিকে এক জায়গায় বসে বসে। এস, চেয়ার নাও।

জঃ। আমি বুঝিনি বাবু। অন্যায় করে থাকি, মাপ কর।

কাঃ। শুধু অন্যায়। ভয়ানক আস্পর্দ্ধার কাজ করেছ তুমি। ওঃ কি আস্পর্দ্ধা !!!

জঃ। বাবু! কাজ আর আমি করবুনি। আমি যাচ্ছি।

কাঃ। কেন বলত— এ কথা তুমি বলছ কেন? অন্যায় করে এ কথা বলার মানে?

জঃ। আমার মন বলছে, তুমি আর আমায় চাও নি। তুমি গদা সায়েবকে চাও। আমি থেকব নি। আমি যাব।

কাঃ। হেঁ হেঁ হেঁ, কথাটা তুমি ভুল বুঝেছ জনার্দ্দন। আমি তোমাকেও চাই, গদা সাহেবকেও চাই। পুরাণ লোকেদেরও চাই, নূতন লোকেদেরও চাই।

জঃ। পুরাণ লোকেরা থেকবে। তাদের সঙ্গে আমায় জড়াবে নি। আমি যাব।

কাঃ। তুমি যাবে কেন? সে কি হয়? এতদিন কাজ করলে।

জঃ। বাবু, মন খিঁচড়ে গেছে। যাব।

কাঃ। এখনই যাবে?

জঃ। এজ্ঞে। নমস্কার!

কাঃ। তুমি কিছু মনে কর না। আমার ইচ্ছে নয়, তুমি যাও।

জঃ। এখন যাই, নমস্কার।

[জনার্দ্দন প্রস্থান করিল, এবং সেই অবস্থাতেই ফটক দিয়া বহির্গত হইয়া গেল।]

কাঃ। (টেলিফোন তুলিয়া) Engineer। উত্তর "Mallik speaking" জনার্দ্দন যাচ্ছে। নজর রেখ কোন গোল না করে। He is leaving। উত্তর আসিল "I see. Right o. Don't allow him to make any demonstration" উত্তর আসিল "O. K. Sir." টেলিফোন রাখিল। একটা অনেক দিনের বিষময় কণ্টক আজ উৎপাটিত হ'ল। (মনে মনে খুব হাসি)। এ কারবারে আর ওকে রাখতে আছে? Eclipse করবে। খুব সহজেই কাজ হাসিল করা গেছে।

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

পঞ্চম দৃশ্য।

ত্রৈলোক্যের বাড়ী।

কাল—সকাল ৯টা।

চণ্ডীমণ্ডপ।

[জনার্দ্দন চরকায় সূতা কাটিতেছে। ত্রৈলোক্য একধারে উঠানে গরুদিগকে জাব দিতেছিল। মহেন্দ্র জনার্দ্দনের নিকট উপবিষ্ট]

ত্রৈঃ। (কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া) কে? (উত্তর আসিল "আমি, আমি"।) (দরজা অর্গলমুক্ত করিতে, ভূপীন জোরে দরজায় ধাক্কা মারিয়া দরজা খুলিয়া, সটান জনার্দ্দনের দিকে যাইল।)

ভুঃ। দাদা! তুমি কারখানাকে এসবে নি। কাজ সব তোমার নেগে এটকে আছে। আর তুমি হিতায় বেশ বসে বসে চরকায় পাক মারতিছ? তোমার কি একটু এটকেল নেই?

ত্রৈঃ। ওরে বাপ্‌রে। মানোয়ারি গোরা। হ্যাঁরে ভুপীন তোর এ কি ঢং বলত? দরজাটা যদি আমায় নাগ্‌ত?

ভুঃ। নাগ্‌ত-নাগ্‌ত। তুমি সরতি পার নি?

ত্রৈঃ। বটে। মনুবাবু— দেখ দেখ। ভুপীন কি ঢং করেছে দেখ। এক হাতে পিরাণটা ঝুলছে, আর এক হাতে জুতাজোড়া।

ভুঃ। তুমি খালের ধারে গিয়ে, লাঙ্গল চষগে যাও। বড় সাহেবের কি জান?

ত্রৈঃ। তুই বড় সায়েব দেখিছিস্‌?

ভুঃ। দেখিনি? —কারখানায় কত বড় বড় সায়েব আসচে না? আমাদের

বড় সায়েব নেই? ওনার বাবা।

ত্রৈঃ। হ্যাঁ মনুবাবু, আজকাল বড় সায়েবরা এক হাতে পিরান, এক হাতে জুতো নেয়?

মঃ। পিরাণটা ঠিক আছে। জুতা জোড়া ভুপীনের— মাথা থেকে বেরিয়েছে।

ত্রৈঃ। তবে রে শ্যালা। আমায় ঠকাচ্ছেলি। জুতা পায়ে চড়া, চড়া আগে।

ভুঃ। কাটে যে।

ত্রৈঃ। কাটে? (সকলের হাস্য) হ্যাঁরে ভুপীন, তুই যে বড় সায়েব সেজেছিস্, দু'চারটে ইনজেরি বুলি শোনা।

ভুঃ। ইন্‌জেরি বুলি। বলব? শুনবে? না, বলবু নি এখন।

ত্রৈঃ। বল না। তুই তবে জানিস্ না?

ভুঃ। হ্যাতে এস। বলি শোন, ইনজেরি বুলি ঠিক আছে। হাঁ বলি?

ত্রৈঃ। বল।

ভুঃ। হাপান— জাপান। জাপান— হাপান। হাপান— জাপান। জাপান— হাপান।

ত্রৈঃ। এ কি ইন্‌জেরি বুলি? হাঁ মনু বাবু?

ভুঃ। হাঁ হাঁ আমাদের বড় সাহেব বলে।

মঃ। ও ও বুঝেছি। ইংরাজিতে কথা বলতে গেলে, নিয়ম হচ্ছে যদি কথাটা না বুঝতে পারে, সে বলে beg your pardon। ভুপীন সেইটেকে ঐ করেছে। জাপান হাপান, হাপান জাপান।

ত্রৈঃ। হ্যাঁরে ভুপীন, এই তোর ইনজেরি?

ভুঃ। ও ও উনি— মনু বাবু ইন্‌জেরি জানে না। বড় সায়েবদের ওনার বাপ বলে আমি শুনিছি। যারা এস্তে না, তাদের বল আমি বলছি।

ত্রৈঃ। না তুই ভাল ইনজেরি বল। ওতে হবেনি।

ভুঃ। ভাল ইনজেরি। আচ্ছা। ভাল। শোন ভাল। এ্যাকটো

ম্যাকডো। গেটার পিলার— ইষ্টো ফোন, হ্যাগ্ডি, ম্যাগ্ডি ষ্টি। হ্যাট্, ম্যাট্, গ্যাট্। সামেনিয়া গিড্, গিড্, গিড্। চুয়ো গিড্, গিড্, গিড্, গিড্, গিড্, গিড্, গিড্, গিড্। গিড্, গিড্, গিড্।

ত্রৈঃ। হেই, হেই, হেই, শ্যালা! চুয়ো কপাটীর বোল ধরেছ, ওর নাম ইনজিরি? এ কোন দিশী ইনজেরি রে? আমায় বোকা পেয়েছ? শ্যালা।

ভুঃ। ছোটদা চলনি কারখানায়। আজ তোমার late কাটবে। তখন দেখতি পাবে ঠিক হবে।

মঃ। তোর টিকিট কেনা হয়েছে ভুপীন?

ভুঃ। আমি বাস্কয় ফ্যাইলে তবে না এ্যাসেছি।

মঃ। বটেরে পাজী, তুমি টিকিট ফেলে এখানে ওখানে করে বেড়াচ্ছ।

ভুঃ। ছোড়দা। চল না। ছোড়দা, চল চল।

জঃ। আবার যাব কি? আমি কাজ ছেড়ে দেয়েছি।

ভুঃ। কি বল্লে! চল না কাজে।

ত্রৈঃ। বুঝতে পারিস্ নি? আর কাজ করবে নি। কাজ ছেড়ে দেছে।

ভুঃ। কে— ছোড়দা? কাজ আর করবে নি?

ত্রৈঃ। না।

ভুঃ। তবে কে যায় (জুতা, জামা ফেলিয়া দিল)।

মঃ। কি করবি?

ভুঃ। (সুর করিয়া)—

"ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম
সবকো সম্মতি দে ভগবান।"

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ভাঙ্গী পল্লী।

কাল—সন্ধ্যা ৫৷৷০ বাজিয়াছে।

প্রার্থনা সভা।

[চাতালের উপরে গণপতিঠাকুর তাঁহার কর্ম্মীদের লইয়া বসিয়া আছেন। মাঝখানে বড় চরকাটি চৌকির উপরে বসান আছে। আজ জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্য উপস্থিত আছে। সভাতে ভিড় আজ অন্য দিনের চেয়েও অনেক বেশী।]

(গান)

[ভাঙ্গী বালক বালিকারা গান ধরিল। সকলে যোগদান করিল। আর করে করে তালি দিতে লাগিল।]

"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বল ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের হাটে, ধন্য হরি রাজ্য পাটে
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে, ধন্য হরি ধন্য হরি॥
সুধা দিয়ে মাতান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি॥
আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসি মুখে।
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে ধন্য হরি ধন্য হরি॥
আপনি কাছে আসেন হেঁসে, ধন্য হরি ধন্য হরি।
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে ধন্য হরি ধন্য হরি॥
ধন্য হরি জলে স্থলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,

ধন্য হরি পদ্মদলে, চরণ আলোয় ধন্য করি।
ধন্য হরি ধন্য হরি ধন্য হরি, ধন্য হরি ॥ ”

গঃ। চীনামাটীর কারখানার পুরাতন শ্রমিকেরা গতকাল হটাৎ কাজ ছেড়ে চলে এসেছে। তারা আমায় অনুরোধ করেছে ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আজ কিছু বলবার জন্যে। আমি দু'একটা কথা বলব। আমার পার্শ্ববর্ত্তীরাও আশাকরি কেহ কেহ বলবেন। ধর্ম্মঘট একটা মহাশক্তিশালী অস্ত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকাল এই অস্ত্র যেখানে সেখানে, যে সে প্রয়োগ করে। কামান দাগতে শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ধর্ম্মঘট অস্ত্র প্রয়োগ করতেও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। যদি যোগ্য অধিকারীর হাতে পরিচালনা ভার না থাকে, সে নিকৃষ্টতম চাপ আনে। ধনিক মালিকের মধ্যে ঘোতর অসদ্ভাব ঘটায়। হীন পশু শক্তি শ্রমিকের ভেতর মূর্ত্ত করে তুলে। লক্ষ্যের উচ্চতা নেই, প্রণালীর বিশুদ্ধতার জন্য আগ্রহ নেই। কেবল অসদ্ভাবের ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে, আর মহৎ মহৎ ব্যক্তির নামে ধ্বনি দিয়ে, মনে করছে, না জানি কি মহৎ কাজই সম্পাদিত করছি। আজ শ্রমিকদের গভীর ভাবে আত্ম পরীক্ষা করে দেখা দরকার— ধর্ম্মঘট অস্ত্র অন্তিম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয় কি না। এটীর অপব্যয় কোন মতেই হ'তে দেওয়া উচিৎ নয়। বাপুজী ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আদর্শ রেখে গেছেন। তখন ট্রেড্ ইউনিয়নের আন্দোলন দেশে আরম্ভ হয় নি, বাপুজী আমেদাবাদে শ্রমিকদের সঙ্গে ধর্ম্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গত কারণের উপর ভিত্তি করে, ধর্ম্মে জ্বলন্ত বিশ্বাস রেখে, ধনিকের সঙ্গে কোন রকম অসদ্ভাব না করে, তিনি শ্রমিকদের কর্ম্মত্যাগ করান। এইটাই হ'ল ধর্ম্মঘটের শ্রেষ্ঠতম রূপ। বাপুজী ধনিক শ্রমিকের মধ্যে সদ্ভাব বাঁচাবার জন্যে সালিসির হাতে মামলা তুলে দিয়েছিলেন। নিজে কিছুদিন অনশনও করেছিলেন। তাঁর

সুপরিচালনার ফলে আমেদাবাদে আজও সালিসির ওপর শ্রমিকদের নির্ভর। ভারতের সব জায়গার চেয়ে শ্রমিক ধনিকের মধ্যে সদ্ভাব বেশী। পারিশ্রমিকও বেশী, আর শিল্পের উন্নতিও বেশী। আমি ধর্ম্মঘট অস্ত্র ব্যবহারের বিরোধী নই। আমি এই বলি যে যতদিন না সাম্যবাদী নেতা পাওয়া যায়, আর অনুকুল আবহাওয়ার অবস্থা দেখা যায়, ধর্ম্মঘট অস্ত্র প্রয়োগ না করাই ভাল। শ্রমিক ভাইরা ধনিকের সঙ্গে যাতে এক হয়ে মিশে যেতে পারে আগে সেই চেষ্টাই কর। কারণ, তাতেই তোমাদের বিভব, তাতেই তোমাদের বিজয়। দেশ তাতেই সমৃদ্ধিশালী হবে।

সকলে। নিতাই-দা এবার, নিতাই-দা, নিতাই-দা বল।

নিঃ। গান্ধীজী আমাদের শিখিয়েছেন একমাত্র গঠনমূলক কাজেই গ্রামের লোকেদের উন্নতি সাধন হ'তে পারে। তিনি আরও শিখিয়েছেন কল্যাণ সাধিত করাই যদি উদ্দেশ্য থাকে! বিশুদ্ধ প্রনালী চাই, মানুষের অনাটন ঘুচাতে তিনি চরকা আবিষ্কার করে গেছেন। আমাদের বার বার নিষেধ করেছেন যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পাল্টা অন্যায় নিয়োজিত না করি। তাতে ফল বিষময় হবে। হীন পশু শক্তি প্রয়োগ হিংসার পথ। এ পথ অনুসরণ করলে পরিনাম যে কি দাঁড়ায় গত দুটি মহাযুদ্ধে আমরা যদি না শিখে থাকি, ভগবানের এমন কঠিন আঘাত হানাতেও যদি আমাদের জ্ঞান না হয়ে থাকে আমরা কবে আর শিখব?

সকলে। বড় খুড়ো, বড় খুড়ো, বড় খুড়ো।

ত্রৈঃ। আহা থামা দেও না। কোথায় কবে কি শিক্ষে করনু যে বলব। তোমরা আপন আপন পেটের জন্যি ধর্ম্মঘটের বারুদখানার উপরে কারখানাটাকে তুলে দিয়ে তার সর্ব্বনাশ করতে চাও। তাই যদি করবে কেনে তবে বড় বাবুর নতি মেনে নেছেলে। চারটে গেরাম শুনতে

পাই, ঐ কারখানা থেকে খোর পোষ পেয়ে বেঁচে আছে। ও কারখানা যেমন আছে থাকতে দিয়ে, দা-ঠাকুর যে সালিসির কথা বলেছে, তার খোঁজ কর না। তাতে না পোষায় মালিকের সঙ্গে নড়ুই করবে কেনে। আপনার পথ দেখ। ছেড়ে চলে এস।

সকলে। এইবার সর্দ্দার-দা, সর্দ্দার-দা বল না গো। সর্দ্দার-দা।

মাঃ। আমি জাতে মেথর। ডাকাতি আমার পেশা ছ্যালো। যে চাবে বড় কারিকর বাবুর হাতে গড়া কারখানাকে ভাঙ্গতে। তার ভাঙ্গা চলবে নি। লুট পাট করা চলবে নি। মেধ তার শত্তুর। আবার সে ঢেঁকি ঘুরুতে সুরু করে দেবে, তা বলে দিচ্চি।

সকলে। বড় কারিকর বাবু। বড় কারিকর বাবুকে বলতে হবে। বল, বল, বল।

জঃ। মালিক যদি মন্দ হয়, তবু সে মালিক। মালিক দোষও যদি করে, তাকে শোধরাতে দেবে না? এ কোন দিশি কথা। আমি কি কারখানা ছাড়তুন? ছাড়তুন না। আমায় তিনি চায় নি। চায় গদা সায়েবকে। আমি তাই চলে এনু। এ ক' বছর কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত জানতে পারতুন না। দাদার কাছে যে দুদণ্ড বসব স্থির হ'য়ে, তার সময় ছ্যাল নি। জোয়ারের মুখে ভাঙ্গা ডালখানার মতন ভেসে চলেছেনু, আজ বসে আছি। যেন দিন কাটে নি। কত লোক ডাকে। কত কথা বলে। আমি ভাবি বড় বাবু আমায় কবে এস্তে বলবে। আমার হাতের কাজ ফুরোয় নি। আমি কাজ ফ্যালে চলে এ্যায়েছি। কাজে যেতে মন চায়। বড় বাবু ডাকে কৈ?

সকলে। মাষ্টার বাবু বল, মাষ্টার বাবু, মাষ্টার বাবু।

মঃ। আমি বলি তোমরা ধর্ম্মঘট কর।

সকলে। হে হে হে হে। (হাসির ধুম পড়িয়া গেল।)

মঃ। যে রকম কারখানা নিয়ে সবাই উন্মত্ত, এতে গান্ধীজীর শিক্ষা আমাদের পালন হচ্ছে না। তিনি চারটি শিক্ষা যে আমাদের দিয়েছেন, আমরা কি পালন করছি? কোথায় করছি। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন— হাঁ হচ্ছে। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই— সে তিনি জীবন দিয়ে মিটিয়ে গেছেন। আমাদের গ্রামে কোন দিনই ও রকম বিরোধ ছিল না। এখনও নেই। তারপর চরকা— মন্দ ফল হচ্ছে না। কাপড়ে গ্রাম আজ স্বাবলম্বী হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা? বনিয়াদী শিক্ষা যে তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন চালাতে, তাঁর সে ইচ্ছা কি প্রতিপালিত করছি আমরা? এই চারটি যদি রাম রাজ্যের তোরণ দ্বারের স্তম্ভ হয়, আমাদের এই একটি স্তম্ভের অভাবে রামরাজ্যে প্রবেশ করা হবে না। ঐ রামরাজ্যের দ্বারে এসেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অতএব আমি বলি ধর্ম্মঘট কর। এস, বিদ্যাচর্চ্চা করি। বনিয়াদী শিক্ষা পাকাপাকি ভাবে অভ্যাস করি। মনযোগ দেওয়া শুধু নয়, সব মনটা দেওয়া আমি চাই। এস বস্তিগুলি সাফ সুদ্‌রা করি। নালা নর্দ্দামা সব বন্ধ হ'য়ে গেছে জঞ্জাল হাটাই। আর জ্ঞানের চর্চ্চা করি। উপস্থিত কারখানার সঙ্গে ধর্ম্মঘট কর। আর প্রতিজ্ঞা করি এস, বনিয়াদী শিক্ষায় অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত কারখানায় যাওয়া নিষিদ্ধ। অতএব আমার মতে ধর্ম্মঘট সমীচিন।

(সকলে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল।)

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৫	আসবে	হবে
১১	১	যারে	যাবে
১৬	১৯	গুাররে	গুরারে
১৭	১০	বসাবেন	বসাবেন টাকাটা।
১৮	১৩	কবার	একবার
১৮	১৩	যাতি	বসতি
২০	৭	শ্রেতি	শ্রৌত
২১	১০	আসতে	থাকতে
২২	২১	হবে	হবে না
২৬	১৫	ন	না
৩৭	১৪	সাঁৎলাতে	সাঁতলে

—:(O):—

